BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1082 ◆ Friday 08 May - Thursday 14 May 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ইরানকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি

--১৫ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম প্রার্থীদের নিয়ে বিবিসির চাঞ্চল্যকর তথ্য

পোস্ট ডেস্ক : ভুয়া নিউজ ওয়েবসাইট তৈরি, রাজপথে সাজানো রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং শারীরিক অসুস্থতার ভান- যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনকারী এবং তাদের আইনি পরামর্শকরা এমন নানা প্রতারণার কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এটি এখন একটি পূর্ণাঙ্গ 'প্রতারণা শিল্পে' পরিণত হয়েছে। যেখানে অভিবাসন প্রত্যাশীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে শেখানো হচ্ছে কীভাবে সমকামী সেজে আশ্রয়ের আবেদন করা যায়।

এই চক্রের জালিয়াতির তালিকায় আরও রয়েছে- টাকার বিনিময়ে নাস্তিকদের ম্যাগাজিনে নিবন্ধ লেখানো এবং অর্থের বিনিময়ে কাউকে সমকামী সঙ্গী হিসেবে অভিনয় করতে ভাড়া করা।

সম্প্রতি লন্ডনের ব্যস্ততম মাইল অ্যান্ড রোডের একটি অফিসে ছদ্মবেশে বিবিসির একজন সাংবাদিকের চালানো অনুসন্ধানে এই চক্রের কার্যক্রম হাতেনাতে ধরা পড়ে।

এপ্রিলের শুরুর দিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই সাংবাদিক এ ধরনের একটি নির্দেশনামূলক কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন।

তিনি নিজেকে একজন বাংলাদেশি ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন, যিনি মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন দেশটিতে থাকার বৈধ পথ হিসেবে রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজছেন।

সেখানে জাহিদ হাসান আখন্দ নামে এক ব্যক্তি,

যিনি নিজেকে ব্যারিস্টার হিসেবে পরিচয় দেন, ওই সাংবাদিককে যুক্তরাজ্যের হোম অফিসকে ফাঁকি দেওয়ার বিভিন্ন কৌশল বুঝিয়ে দেন।

তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন কীভাবে ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে ব্রিটিশ সরকারকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক আশ্রয়ের পথ সুগম করা সম্ভব।

সমকামী, নাস্তিক অথবা রাজনৈতিক কর্মী আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য জালিয়াতির তিনটি প্রধান পথ বাতলে দিয়েছেন অভিযুক্ত আইনি পরামর্শক জাহিদ হাসান আখন্দ।

তার মতে, ব্রিটেনে স্থায়ী হওয়ার জন্য একজন আবেদনকারী নিজেকে যৌন সমকামিতা, ধর্মীয় বিশ্বাস (নাস্তিকতা) অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নির্যাতিত হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন।

জাহিদ আখন্দ জানান যে, আইনি দিকগুলো তিনি নিজেই সামলাবেন। তবে আবেদনকারীকেই বেছে নিতে হবে যে তিনি সমকামী, নাস্তিক নাকি রাজনৈতিক- কোন ছদ্মবেশটি ধারণ করতে চান।

এই জালিয়াতির আইনি সহায়তার জন্য দেড় হাজার পাউন্ড ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ফির বিনিময়ে আবেদনপত্র তৈরি, সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি এবং বারবার মক ইন্টারভিউ নেওয়ার কাজ করবেন মি. আখন্দ।

কিন্তু যুক্তরাজ্যের হোম অফিসকে বিশ্বাস করানোর জন্য কেবল আবেদনই যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন আরও শক্ত প্রমাণ।

ছদ্মবেশী এই সাংবাদিককে জাহিদ আখন্দ জানান, যদি নিজে নিজে প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি এমন কিছু ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন যারা টাকার বিনিময়ে এসব নথিপত্র তৈরি করে দেয়। যার জন্য আরও দুই হাজার থেকে তিন হাজার পাউন্ড খরচ হবে।

এছাড়া আবেদনকারী যদি নাস্তিক হিসেবে আশ্রয় চান, তবে কৌশল হিসেবে তাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামের নবীকে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

জাহিদ আখন্দের ভাষায়, ধর্মীয় আলেমরা যখন আপনাকে হত্যার হুমকি দিয়ে মন্তব্য করা শুরু করবে, তখনই আপনার (নির্যাতনের) প্রমাণ তৈরি হয়ে যাবে।

প্রমাণ আরও জোরালো করতে বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের কিছু নাস্তিক --১৬ পৃষ্ঠায়

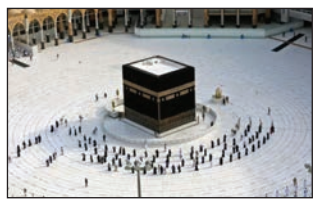

হজের আগে টিকা নিতে ১০ দিনের সময় বেঁধে দিল সৌদি আরব

পোস্ট ডেস্ক : হজের আগে টিকাদান নিশ্চিত করতে ১০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে সৌদি আরব। খবর গালফ নিউজের। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই বার্ষিক ধর্মীয় সমাবেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদারের অংশ হিসেবে হজ মৌসুম শুরুর কমপক্ষে ১০ দিন আগে হাজিদের প্রস্তাবিত টিকা নিতে হবে। মন্ত্রণালয়ের মতে, নিরাপদে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনে টিকাদানই প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি শরীরে পর্যাপ্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং ভিড়ের মধ্যে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনের রাস্তায় আইসক্রিম হাতে সেই পাপন

পোস্ট ডেস্ক : দেশের ক্রিকেটে এক সময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব নাজমুল হাসান পাপন এখন সুদূর প্রবাসে সাধারণ জীবনযাপন করছেন। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে বিদেশের মাটিতে অবস্থান করা সাবেক এই বিসিবি সভাপতির একটি নতুন ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লন্ডনের একটি রাস্তায় --১৬ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনী ঝড়ে তছনছ পশ্চিমবঙ্গ

পোস্ট ডেস্ক : গেরুয়া-ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের দেড় দশকের সাজানো বাগান। গত সোমবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা হয়। তাতে দেখা গেছে, তৃণমূলের 'দিদি'র শাসনের অবসান ঘটছে এই রাজ্যে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রথমবারের মতো গড়তে যাচ্ছে সরকার।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ না করায়

এক অভূতপূর্ব সাংবিধানিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। কেননা, রাজ্যটিতে নতুন বিজেপি সরকার সম্ভবত আগামী ৯ই মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রকাশ্যে জনতার মাঝে শপথ নেবে।

বুধবারই নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিধানসভা গঠনের জন্য নির্বাচন --১৬ পৃষ্ঠায়

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ে যে আশা দেখছে বাংলাদেশ

পোস্ট ডেস্ক : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি আটকে রেখেছিলেন। এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ে আশার আলো দেখছে বাংলাদেশে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার। একই সঙ্গে তারা রাজ্য ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে সহায়ক হতে পারে বলে মনে করছে।

বার্তা সংস্থা এএনআই'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির তথ্য সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল বিজেপির পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন এবং বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সম্পর্ক ইতিবাচকভাবে এগোবে। হেলাল বলেন, দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা তিস্তা পানি বণ্টন ইস্যুতে এখন অগ্রগতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তার দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা ব্যারাজ চুক্তির পথে প্রধান বাধা ছিলেন।

তার মতে, পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার এলে তা নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে এই চুক্তি বাস্তবায়নে এগোতে পারবে।

তিনি বলেন, আগে আমরা দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় --১৭ পৃষ্ঠায়

দ্বিতীয় বিয়ে করলেন মাদানী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন আলোচিত ইসলামী বক্তা মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী। আজ বুধবার (৬ মে) --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে 'নিষিদ্ধ' হতে চলেছে ধূমপান

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের সংসদে পাস হলো ঐতিহাসিক তামাক ও ভেপ বিল। এই আইনে ১৭ বছর বা তার কম বয়সীদের জন্য সারাজীবনের জন্য সিগারেট কেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কমন্স ও লর্ডস; দুই কক্ষই এই আইনের চূড়ান্ত খসড়ায় একমত হয়েছে।

এই আইন অনুযায়ী, ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারির পরে জন্ম নেওয়া কাউকে তামাক বিক্রি করা বেআইনি হবে। লক্ষ্য হলো একটি সিগারেটমুক্ত প্রজন্ম তৈরি করা। রাজকীয় --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে বন্ধ হচ্ছে ইহুদি বেসরকারি স্কুল

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের লন্ডনের উপকণ্ঠে অবস্থিত শীর্ষস্থানীয় ইহুদি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইম্যানুয়েল কলেজ চলতি বছরের শেষে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর্থিক সংকট ও শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে যাওয়াকে এর প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্কুলটির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল লেভি এক বিবৃতিতে বলেন, 'এটি অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত। ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে ইম্যানুয়েল কলেজ শিক্ষা ও কমিউনিটি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।'

১৯৯০ সালে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সাবেক প্রধান রাব্বি --১৭ পৃষ্ঠায়

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে'র দ্বি-বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপন সভাপতি, সলিসিটর আবুল কালাম রুকন সাধারণ সম্পাদক, ফয়সাল উদ্দিন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত

সভাপতি-অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপন, সাধারণ সম্পাদক সলিসিটর আবুল কালাম রুকন, যুগ্ম সম্পাদক মোং মাহমুদ রানা এবং কোষাধ্যক্ষ ফয়সল উদ্দীনকে নির্বাচিত করে চ্যারেটি সংগঠন বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে (Charity No: -1191593) এর ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন কার্য্য নির্বাহী কমিটি (আংশিক) গঠন করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের বিদায়ী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসেন আহমদের সভাপতিত্বে গত মঙ্গলবার, (০৫ই মে ২০২৬ ইংরেজী) পূর্ব লন্ডনের মাইলেন্ড রোডের রউজ পেরি পেরি গ্রীলের হলরোমে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের দ্বি-বার্ষিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলহাজ্ব ফাইজ এম রহমান এবং নির্বাচন কমিশনার সোহেল রহমান ও নির্বাচন কমিশনার আবু রহমান এ কার্য্য নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতেই ফাউন্ডেশনের সাঃ সম্পাদক, সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমনের উপর শোক প্রস্তাব আনয়ন করা হয় এবং মরহুমের জন্য দোয়া করা হয়।

ফাউন্ডেশনের সার্বিক দিক তুলে ধরে আলোচনা অংশ নেন যথাক্রমে বিদায়ী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসেন আহমদ, উপদেষ্টা ফাইজ এম রহমান, বোর্ড অফ ট্রাস্টি সভাপতি সুহেল রহমান, সিনিওর সহ-সভাপতি অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপন, সহ-সভাপতি আবু হুরমান, যোগ্য সম্পাদক ইউসুফ জাকারিয়া খাঁন, কোষাধ্যক্ষ সলিসিটর আবুল কালাম রুকন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল উদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোং মাহমুদ রানা, ধর্ম সম্পাদক হাফিজ লিয়াকত, ক্রিড়া সম্পাদক সালাহ উদ্দিন এনাম, কার্য্য নির্বাহী সদস্য ফরিজ আলী, সোহরাব হোসেন, আং মানিক, জাকির হোসেন, সৈয়দ এনাম হোসেন, শাহাব উদ্দীন(জুনিওর) প্রমুখ। আলোচনার শেষ পর্বে বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ কমিটির বিগত মেয়াদের একাউন্টস উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিতে গৃহিত হয়।

দ্বি-বার্ষিক সভার ২য় পর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নব গঠিত কমিটির নির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নাম ঘোষণা করেন এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা যথাশীগ্র প্রকাশের জন্য তিনি নব গঠিত আংশিক কমিটির নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করেন।

ফাউন্ডেশনের নব নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপন তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন তিনি ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্যকে সামনে রেখে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে চান এবং সেজন্য তিনি সকলের সহযোগীতা ও পরামর্শ কামনা করেন।

সভা শেষে একসাথে রাতের খাবার খেয়ে নব গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যান।

কানাডার এমপি নির্বাচনে জয়ী ডলি বেগমকে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র অভিনন্দন

শেখ নুরুল ইসলাম: কানাডার ফেডারেল উপনির্বাচনে টরোন্টোর স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট আসন থেকে কানাডার সংসদে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মৌলভীবাজার জেলার সুযোগ্য কন্যারত্ন ডলি বেগম এমপি বিজয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর ও মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন অব ওয়ালর্ড হোয়াইডের ফাউন্ডার্স প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কো-কনভেনর মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান,ও অর্থ সচিব কাউন্সিলর আসরাফ মিয়া, সাউথইস্ট রিজিওনাল কনভেনর হারুনুর রশিদ, কো কনভেনর জামাল হোসেন, যুগ্ম কনভেনর সিপার করিম ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল কমিটির নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বিজয়ের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং তার এই সাফল্যে বাংলাদেশ তথা সিলেট বাসীর জন্য এটি একটি বিশেষ সম্মানের বলে উল্লেখ করেছেন।

অভিনন্দন বার্তায় কানাডার পার্লামেন্টে বাবা, মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আজ সম্পন্ন হওয়ায় ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, মৌলভীবাজারের বাজরাকোনা গ্রামের সুযোগ্য কন্যারত্ন ডলি বেগম কানাডার রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। টরন্টোর স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট আসন থেকে ফেডারেল উপনির্বাচনে প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক গর্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তার এই অর্জন শুধু সিলেট বা মৌলভীবাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এক অনন্য সম্মান। প্রবাসে থেকেও নেতৃত্ব, সততা এবং যোগ্যতার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব-ডলি বেগম তার বাস্তব প্রমাণ।

কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর আর ও বলেন ডলি বেগমের এই সাফল্য নতুন প্রজন্মকে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করবে। ব্যবসা বা পেশাগত ক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়েও নিজেদের অবস্থান তৈরি করার সাহস যোগাবে এ অর্জন।

ডলি বেগমের এই যাত্রা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে এবং প্রবাসে বাংলাদেশিদের

সক্ষমতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে তিনি অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

এদিকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ডলি বেগমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে কার্নি বলেন, স্কারবোরো সাউথওয়েস্টের নতুন এমপি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় ডলি বেগমকে অভিনন্দন। ডলি তার কমিউনিটির জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়তে অত্যন্ত জোরালো এবং কার্যকরভাবে লড়াই করেছেন। তার অক্লান্ত কণ্ঠস্বর এবং অভিজ্ঞতা সবার জন্য একটি শক্তিশালী ও অধিকতর ন্যায়পরায়ণ কানাডা গঠনে সহায়তা করবে।

উল্লেখ্য যে, মৌলভীবাজার সদর উপজেলার আধ্যাত্মিকতার আলোকধারা ও ইতিহাসের গৌরবে ভরা এক জনপদ-বাজরাকোনা। এই পবিত্র মাটিতে শায়িত আছেন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সফরসঙ্গী হযরত শাহ মঈন উদ্দিন (রহ.)। সেই পুণ্যভূমি আজ আবারও এক উজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষী হলো এক অনন্য অর্জনের মাধ্যমে।

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কানাডার সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এটি শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; এটি একটি জাতির অগ্রযাত্রার প্রতীক, একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপ।

ছোট্ট ডলি-মা-ও বাবা রাজা-মিয়ার একমাত্র কন্যা-বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার মনুমুখ বাজরাকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। পরবর্তীতে মনুমুখ পিটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৯৯ সালে পরিবারসহ কানাডায় পাড়ি জমান, আর সেখান থেকেই শুরু হয় তার নতুন জীবনের যাত্রা।

কানাডায় তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন একজন সমাজসেবক হিসেবে। গবেষণা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অভিবাসী অধিকার নিয়ে কাজ করে ধীরে ধীরে কমিউনিটিতে নিজের একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেন।

২০১২ সালে University of Toronto থেকে স্নাতক এবং University College London থেকে উন্নয়ন, প্রশাসন ও পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি City of Toronto-এ রিসার্চ অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

সমাজসেবার এই পথ ধরে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং New Democratic Party (NDP)-এর প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন। ২০১৮ সালে অন্টারিও প্রাদেশিক নির্বাচনে স্কারবোরো সাউথ ওয়েস্ট থেকে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েন-প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি প্রাদেশিক এমপি নির্বাচিত হন।

এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে তিনবার এই এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করেন, যা তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতারই প্রমাণ।

তবে তার এই সংগ্রামের পথে একটি গভীর ব্যক্তিগত শোকও রয়েছে-২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি তার প্রিয় স্বামী, টরন্টোর বাংলাদেশি-কানাডিয়ান আইনজীবী ব্যারিস্টার রিজওয়ান রহমানকে হারান। এই কঠিন সময়েও তিনি ভেঙে না পড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেছেন-যা তার মানসিক শক্তি ও নেতৃত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

পরবর্তীতে বৃহত্তর পরিসরে কমিউনিটির কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করতে তিনি Liberal Party of Canada-এ যোগ দেন এবং প্রথমবারের মতো ফেডারেল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই উপ-নির্বাচনে স্কারবোরো সাউথ ওয়েস্ট থেকে বিজয়ী হয়ে তিনি এখন কানাডার সংসদে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এই বিজয়ের মাধ্যমে তিনি নিজেকে একজন শক্তিশালী immigrant voice এবং Muslim নারী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

"গ্রেটার বালুচর প্রবাসী সোশ্যাল এসোসিয়েশন" এর শোক সভা ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন

এ রহমান অলি, লন্ডনঃ গত ২০শে এপ্রিল ২০২৬ইং সোমবার সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় গ্রেটার বালুচরের প্রবীণ মুরব্বি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম অধ্যাপক আব্দুল বাকী চৌধুরী এবং সিলেট জজ কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মরহুম এ্যাডভোকেট সাজ্জাদুর রহমান স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল, ব্রিকলেন স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মিনহাজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল হুসেইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক হারুন রশিদ।

শোক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির। বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তি আব্দুস সাত্তার, সংগঠনের উপদেষ্টা আব্দুল আহাদ মকসুদ, উপদেষ্টা সারব আলী, উপদেষ্টা ফজলুর রহমান ছুনু , বিশিষ্ট সংগঠক সৈয়দ সাদেক, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শহীদুল ইসলাম মামুন, সমাজকর্মী তপু শেখ, সংগঠনের সহ সভাপতি সৈয়দ সুহেল আহমেদ, সিনিয়র সদস্য মহানুজ্জামান চৌধুরী, সদস্য ওয়াহিদুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক সাজিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সিলেট ৩৬ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর হিরণ মাহমুদ নিপু, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এ রহমান ওলি, সমাজ সেবক দেবাংশু দাশ মিঠু।

আরো উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি জালাল উদ্দিন মিন্টু, সহ সভাপতি ছালেহ আহমেদ, অর্থ সম্পাদক ফয়েজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক ওবায়দুল হক মিন্টু, সহ প্রচার সম্পাদক রিয়াদ আহমেদ, সৈয়দ নাঈম, শরীফ প্রমুখ।

সভার শুরুতে অধ্যাপক আব্দুল বাকী চৌধুরীর ব্যক্তিও কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন উনার একমাত্র ছেলে চৌধুরী ইশতিয়াক আহমেদ রাজিব।

উপস্থিত বক্তারা মরহুমদ্বয়ের বর্নাঢ্য কর্মময়জীবনের বিভিন্ন অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং উনাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

সভায় বৃহত্তর বালুচরের সকল মৃত নর-নারীর আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন উপদেষ্টা আব্দুল আহাদ মকসুদ।

সবশেষে সভাপতি মিনহাজুর রহমান উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন আগামী ১৭ মে

ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন আগামী ১৭ মে, রোববার দুপুর ২ ঘটিকায় পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশ সেন্টারের সদস্যদের ভোটে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন।

২২ এপ্রিল, বুধবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল। বাংলাদেশ সেন্টারের নিজস্ব ভবন ২৪ প্রেমব্রিজ গার্ডেনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সলিসিটর বেলায়েত হোসেন, নির্বাচন কমিশনার ব্যারিস্টার আবুল কালাম এবং সলিসিটর মাহদি

হাসান।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সলিসিটর বেলায়েত হোসেন জানান, বাংলাদেশ সেন্টারের আগামী দুই বছরের ম্যানেজমেন্ট কমিটির জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২৬ ই এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। যাচাই-বাছাই শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা ২৮ ই এপ্রিল বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

নতুন মুসলিমদের সহযোগিতার জন্য ইস্ট লন্ডন মসজিদ উদ্বোধন করলো নিউ মুসলিম হাব

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল ২০২৬ : নতুন মুসলিমদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতার লক্ষ্যে ইস্ট লন্ডন মসজিদ 'ডিসকভার ওয়ান' নামে নিউ মুসলিম হাব চালু করেছে।

২৪ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চতুর্থ তলায় এই হাব-এর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

নবাগত মুসলিম আন্তোনেলোর কণ্ঠে সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আন-নাসর তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা ঘটে । নিউ মুসলিম প্রজেক্টের এনগেজমেন্ট অফিসার ড. নাথান মুসা গাব্বিন্স সূরা আন-নাসরের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমেদ বলেন, এই উদ্বোধন এমন একটি মুহূর্ত যার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন মুসলিমদের সাথে আলোচনাকালে একটি স্থায়ী ও নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজনীয়তা বারবার উঠে আসে-এবং এই হাব সেই চাহিদারই

প্রতিফলন। তিনি বলেন, এই হাবটি নতুন মুসলিমদের জন্য গঠনমূলক শিক্ষা, একান্ত পরামর্শ, সামাজিক কার্যক্রম এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করবে। তিনি এই প্রজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা এই সেবাকে আরও বিস্তৃত করতে চাই । নতুন মুসলিম ভাই-বোনদের যে সহায়তা প্রয়োজন, তা অনেক বড়। আমাদের উদ্যোগও সেই অনুযায়ী বাড়াতে হবে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আবদুল-হাই মুর্শেদ বলেন, তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে নয়, বরং একজন মুসল্লি হিসেবে কথা বলছেন, যিনি প্রথম

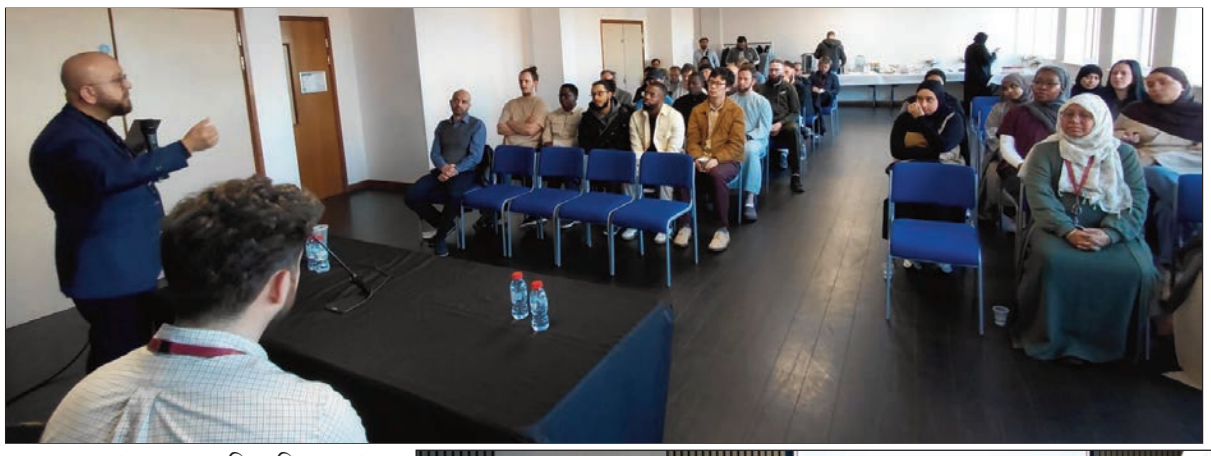

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে শিশু অবস্থায় এই মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন।

তিনি বলেন, এটা এমন এক ধরনের সমাবেশ, যা নবী (সাঃ) করতেন। বিভিন্ন পেশা ও জীবনের মানুষ একত্রিত হয়েছেন-কেউ বাধ্য হয়ে নয়, বরং নিজেদের ইচ্ছায়। আপনাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে- ঈমানের নিয়ামত।" তিনি বলেন এই হাবটি শুধু নতুন মুসলিমদের জন্য একটি সেবাকেন্দ্র নয়, বরং যুক্তরাজ্যের সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি যৌথ দায়িত্ব। এটাই এই দেশে মুসলিম হিসেবে আমাদের টিকে থাকার মূল ভিত্তি। আমাদের গড়ে যেতে হবে । এখন পর্যন্ত আমরা যা অর্জন করেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রের এক ফোঁটা মাত্র।

ড. নাথান মুসা নতুন মুসলিমদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, আমাদের জন্য 'বিশ্বাস' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম গ্রহণ করা অত্যন্ত সুন্দর ও

পুরস্কারপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কিন্তু পরিবার ও বন্ধুদের কারণে এটি অনেক সময় কঠিন হয়ে ওঠে। আমরা এমন একটি কমিউনিটি চাই, যেখানে সিরাহতে বর্ণিত ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বাস্তবে দেখা যায়। এই হাব সেই পরিবেশই তৈরি করতে চায়।"

ইস্ট লন্ডন মসজিদের হেড অব প্রেগ্রামস সুফিয়া আলম বলেন, প্রায় পাঁচ বছর আগে একটি গবেষণায় অংশ নিয়ে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। সেখানে দেখা যায়, অনেক নতুন মুসলিম যথাযথ সহায়তার অভাবে পরে ইসলাম ত্যাগ করে। তিনি বলেন, আমরা কি সত্যিই এই ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়াচ্ছি? ইসলাম গ্রহণ করা একটি বড় ত্যাগ। যদি কেউ শুধু সহযোগিতার অভাবে ইসলাম ছেড়ে দেয়-তাহলে সেটার দায় আমাদের ।

তিনি আরও বলেন, আমরা চাই না আপনি শুধু হাবেই থাকুন। আমরা চাই আপনাকে নামাজের কাতারে, একজন মুসলিম হিসেবে, এমনকি একজন নেতা হিসেবেও দেখতে।"

অনুষ্ঠানের শেষদিকে ব্রাদার আলেক্স ও সিস্টার রীনা তাদের ইসলাম গ্রহণের অভিজ্ঞতা ও মসজিদে পাওয়া ভালোবাসা ও সহযোগিতার কথা শেয়ার করেন। অতিথিরা মাগরিবের আগে হাবটি ঘুরে দেখেন এবং উপহার নিয়ে ফিরে যান।

উল্লেখ্য, 'ডিসকভার ওয়ান নিউ মুসলিম হাব' ইস্ট লন্ডন মসজিদের দীর্ঘদিনের অঙ্গীকারের একটি নতুন প্রকাশ-নতুন মুসলিমদের সর্বোচ্চ যত্ন ও সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যেই এর যাত্রা শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগ চালিয়ে যেতে এবং আরও সম্প্রসারণ করতে প্রয়োজন সবার দোয়া, সহযোগিতা ও দান। প্রতিটি অবদান নতুন মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

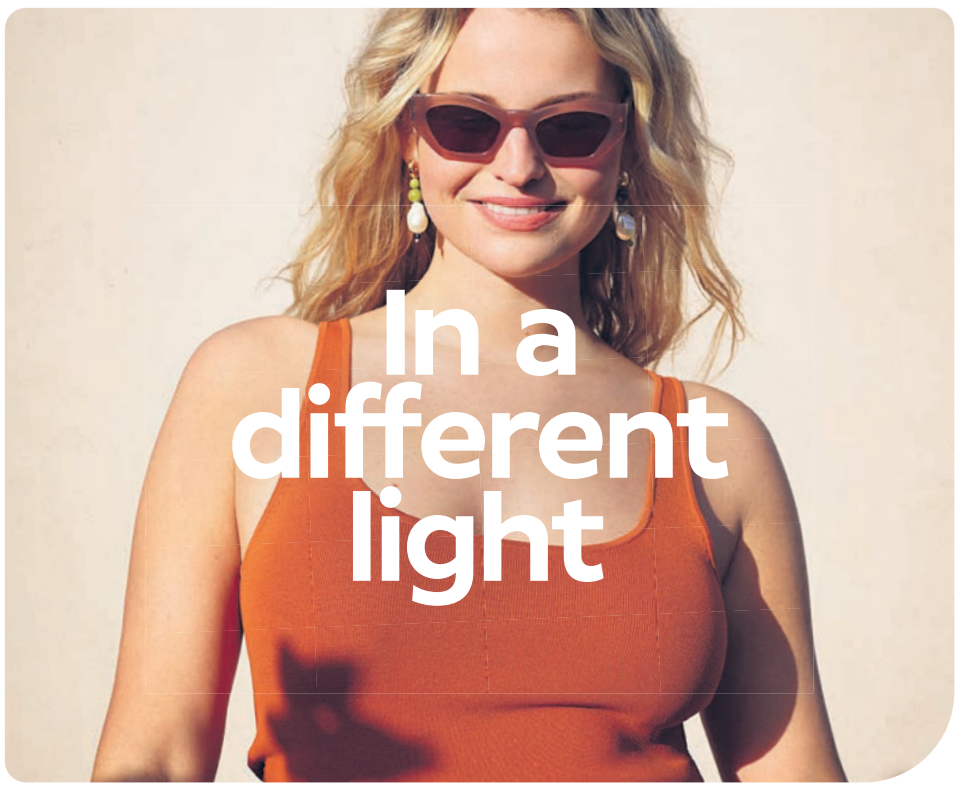

2 for 1 designer from **£100** *Incl.* sunglasses

With single-vision lenses to the same prescription

Book an eye test at specsavers.co.uk

Specsavers

Frames subject to availability. Cannot be used with other offers. Second pair must be from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges) or 1.5 safety lenses for safety eyewear range. Both pairs must be purchased in one transaction. Varifocal/bifocal: same lenses in both pairs and pay for lenses in first pair only, except for SuperDigital, SuperDrive varifocals, and SuperReaders 1-2-3 occupational lenses, SuperBoost and SuperSingle-vision lenses, where you pay full lens price for the first pair and £40 for the second pair. 2for1 on safety eyewear is excluded for customers with a corporate eyecare voucher provided by their employer. Additional charge for extra lens options.

গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ২০ এপ্রিল ২০২৬: গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র উদ্যোগে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সোমবার সন্ধ্যায় উত্তর লন্ডনের একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমেদ। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আনোয়ার হুসাইন রাকিব।

পরবর্তীতে নির্ধারিত এজেন্ডা অনুযায়ী সভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সহায়তা, কমিউনিটির উন্নয়ন, এবং নিজ গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সড়ক, ভবন ও বসতবাড়ির উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। একই সঙ্গে দেশে ও যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কমিউনিটির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়।

সভায় উপস্থিত ট্রাস্টিরা নিজ নিজ মতামত ও উদ্বেগ তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এবাদ হুসাইন, আব্দুল আলিম হাকিম, মনোয়ার আহমেদ, দুলাল আলম, মাহবুব আলম, নাঈমুর ইসলাম জাহাঙ্গীর, ময়নুল ইসলাম, মহবুব আলম, ফখরুল ইসলাম, রউসন আহমেদ, গুলজার হুসাইন, আবুল আজাদ, আবুল ফাত্তাহ, ছমির উদ্দিন, সালেহ আহমেদ সেলিম, মারুফ আহমেদ, সুফিয়ান আহমেদসহ আরও অনেকে।

সভায় সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন প্রস্তাবনা পাঠ করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় আরও ঘোষণা করা হয় যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে একটি দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা (বিজিএম) অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হবে। এ উপলক্ষে একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য নির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি সকল উপস্থিতিকে ধন্যবাদ জানান এবং বিশেষভাবে বার্মিংহাম থেকে আগত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে সকলের জন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল, যা ঈদের আনন্দকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

১ মে থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন পরিবর্তন

টাওয়ার হ্যামলেটসে ভাড়াটিয়াদের অধিকার আরও শক্তিশালী হচ্ছে

টাওয়ার হ্যামলেটসে ভাড়ায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে ১ মে থেকে। নতুন রেন্টার্স রাইটস্ এ্যাক্ট (RentersÕ Rights Act) ধাপে ধাপে কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে প্রাইভেট ভাড়াবাস খাতে বড় ধরনের সংস্কার শুরু হচ্ছে।

এই নতুন আইনের মূল লক্ষ্য হলো ভাড়াটিয়াদের জন্য আরও নিরাপত্তা, ন্যায্যতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। সংস্কারের অংশ হিসেবে বহুল আলোচিত 'নো–ফল্ট উচ্ছেদ' (Section 21 eviction) বাতিল করা হচ্ছে, যার ফলে যথাযথ কারণ ছাড়া ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ করা যাবে না।

নতুন আইনে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তির পরিবর্তে রোলিং পিরিয়ডিক টেন্যান্সি চালু করা হচ্ছে। এতে ভাড়াটিয়ারা আরও নমনীয়তা ও স্থায়িত্ব পাবেন। একই সঙ্গে ভাড়া কখন এবং কীভাবে বাড়ানো যাবে, সে বিষয়েও নতুন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, ভাড়াটিয়ারা একটি নিরাপদ ও ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী হবেন। নতুন মানদণ্ড চালুর মাধ্যমে বাড়িওয়ালাদের বাড়ির নিরাপত্তা ও মান নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া, ভাড়াটিয়া নির্বাচন করতে গিয়ে বাড়িওয়ালারা আর শুধুমাত্র শিশু আছে বা বেনেফিট পান - এই কারণ দেখিয়ে কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। এটি পরিবার ও কম আয়ের মানুষের জন্য একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নতুন আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ভাড়াটিয়ারা এখন পোষা প্রাণী রাখার জন্য আবেদন করার অধিকার পাবেন। বাড়িওয়ালাদের সেই আবেদনের জবাব দিতে হবে ২৮ দিনের মধ্যে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল জানিয়েছে, এই সংস্কারগুলো ভাড়াটিয়াদের অধিকার সুরক্ষিত করবে এবং প্রাইভেট ভাড়াবাস খাতে একটি ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন: Renters' Rights Act

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হামলেট শাখার উদ্যোগে "ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনে আমাদের করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হামলেট শাখার আয়োজনে এক গুরুত্বপূর্ণ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গত ১ অক্টোবর বুধবার ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত বৈঠকের আলোচনার মূল বিষয় ছিল- "ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনে আমাদের করণীয়।"

বৈঠকে নেতৃবৃন্দ বলেন, সমাজে, পরিবারে এবং রাষ্ট্রে ইনসাফ অনুপস্থিত থাকার কারণেই আজ সর্বত্র অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থা বিরাজ করছে। মানুষের মধ্যে আস্থা নষ্ট হচ্ছে, পরিবার ভেঙে পড়ছে এবং সমাজে অবিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা জোর দিয়ে বলেন, যদি আমরা নিজেদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রে, এবং আমাদের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই, তবে সমাজে অগ্রগতির নতুন পথ উন্মোচিত হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য- আজ বিশ্বব্যাপী সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করা হচ্ছে। দেশে দেশে ইনসাফকে ধ্বংস করা হচ্ছে, ন্যায়বিচারকে হত্যা করা হচ্ছে। যুদ্ধের নামে কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, মানুষকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, নিপীড়নের শিকার করা হচ্ছে। এটি দিনের সূর্য্যের মতোই স্পষ্ট বাস্তবতা।

বক্তারা বলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সূচনা করতে হবে নিজ নিজ জীবন থেকে। আমরা নিজেদের ওপর কি ইনসাফ করছি? পরিবারে কি ইনসাফ করতে পারছি? আমাদের প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে কি ইনসাফ কায়েম হচ্ছে? ব্যবসা-বাণিজ্যে কি আমরা ন্যায়নীতি অনুসরণ করছি? সমাজের যে অবস্থানে আমরা রয়েছি, সেখানে কি আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারছি? এসব প্রশ্নের জবাব আমাদের ভেতর থেকে খুঁজে বের করতে হবে।

তারা বলেন, আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার গুরুত্ব আজ আমরা ভুলে গেছি। এ কারণেই সমাজ, কমিউনিটি এবং রাষ্ট্রে ইনসাফ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমাদের প্রত্যেককে আরও সতর্ক হতে হবে। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেদের জীবনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের গণ্ডির ভেতর ইনসাফের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

নেতৃবৃন্দ জোর দিয়ে বলেন, ইসলাম আমাদেরকে ইনসাফ ও ইহসানের শিক্ষা দিয়েছে। আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী ইনসাফ ও ইহসানের ওপর আমল করি, তবে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং গোটা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ আমরা সবাই খেলাফতে রাশেদার আলো দেখতে চাই। কিন্তু যদি আমরা জুলুম চালিয়ে যাই, একে অপরের প্রতি অবিচার করতে থাকি, তবে সেই আলো সমাজে ছড়াবে না। খেলাফতে রাশেদার আদর্শ কেবল কথায় নয়, বরং বাস্তবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হামলেট শাখার সভাপতি হাফেজ মাওলানা মোঃ ইলিয়াসের সভাপতিত্বে এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হামলেট শাখার সেক্রেটারি মাওলানা নাজমুল হাসানের সার্বিক পরিচালনায় "ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনে আমাদের করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমিয়তের যুগ্ম মহাসচিব ডক্টর মাওলানা শোয়াইব আহমদ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারি মুফতি আব্দুল মুনতাকিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ-সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমান। বিশেষ বক্তা হিসেবে আলোচনা করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামা ইসলাম ইউকের ট্রেজারার হাফিজ রশিদ আহমদ, জমিয়তে উলামা ইসলাম ইউকের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মইনুদ্দিন খান, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সেক্রেটারী মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নিউহাম শাখার সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল গফফার, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে হেকনি শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সানোয়ার আহমেদ,লন্ডন মহানগর জমিয়তের সহ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা জাবের হোসাইন চৌধুরী এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার ট্রেজারার সাদিকুল হক।

এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন যুক্তরাজ্যের শীর্ষ ১০০ এশিয়ান রেস্তোরাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার . লন্ডন, ৩০ এপ্রিল ২০২৬ - এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন হাউস অব কমন্সে তাদের বার্ষিক গালা ডিনার আয়োজন করে যুক্তরাজ্যের টপ ১০০ এশিয়ান রেস্তোরাঁ ২০২৬ তালিকা প্রকাশ করেছে। এমপি, শিল্পনেতা, উদ্যোক্তা ও আতিথেয়তা খাতের পেশাজীবীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই সন্ধ্যা ছিল একদিকে উদযাপন, অন্যদিকে নীতিগত সংস্কারের জোরালো আহ্বান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বিবিসি উপস্থাপক সামান্থা রেনল্ড, যিনি বক্তা ও পুরস্কারপ্রাপ্তদের পরিচয় করিয়ে দেন। এমপিদের প্রশংসা-এশিয়ান রেস্তোরাঁ শিল্প অর্থনীতি ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

লিবারেল ডেমোক্র্যাটসের ব্যবসা বিষয়ক মুখপাত্র সারা ওলনি এমপি অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে যুক্তরাজ্যের এশিয়ান রেস্তোরাঁ শিল্পের স্থিতিশীলতা, উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক অবদানকে তুলে ধরেন।

রুশনারা আলী এমপি তাঁর মূল বক্তব্যে বলেন:

"এখানে সবাইকে একসঙ্গে দেখতে সত্যিই দারুণ লাগছে। এই শিল্প আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি ফেডারেশনের চেয়ার ইয়াওয়ার খান–কে ধন্যবাদ জানিয়ে রেস্তোরাঁ মালিকদের তাঁদের স্থানীয় এমপিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, "এই শিল্পের মূল্য ৪ বিলিয়ন পাউন্ড-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই এর গুরুত্ব অপরিসীম।"রুশনারা আলী ব্রিক লেনকে যুক্তরাজ্যের কারি সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহাসিক কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেন। শিল্পনেতাদের বক্তব্য-সাফল্যের গল্প, উদ্বেগ ও পরিবর্তনে প্রেসিডেন্টের সতর্কবার্তা: নীতির পরিবর্তনে অনিশ্চয়তা বাড়ছে

প্রেসিডেন্ট ইয়াওয়ার খান উদ্বোধনী বক্তব্যে কর্মী সংকট ও পরিবর্তিত সরকারি নীতির কারণে শিল্পের টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "নীতির লক্ষ্যবার বারবার বদলে যাচ্ছে, ফলে ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।"

কোবরা বিয়ারের ডিরেক্টর স্যামসন সোয়েল ব্র্যান্ডটির সঙ্গে তাঁর ৩৫ বছরের যাত্রার কথা উল্লেখ করে বলেন:

"আপনারা সবাই সফল ব্যবসায়ী। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি গর্বিত।"

তিনি মধুস গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জয় আনন্দ এমবিই–এর সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরেন এবং আইনস্টাইনের উক্তি উদ্ধৃত করেন:

"সফল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো না, বরং মূল্যবান মানুষ হও।"

ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও লুতফুর রহমান জানান:

"জুলাই থেকে কারি শিল্পের একটি দক্ষ শেফের আবেদনও প্রক্রিয়াকরণ হয়নি।"

তিনি হোম অফিসের সেই নির্দেশনার সমালোচনা করেন, যেখানে টেকঅ্যাওয়ে শেফদের "কুক" হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে-ফলে তারা আর স্কিলড ওয়ার্কার ভিসার আওতায় পড়ছে না।

তিনি স্থায়ী হওয়ার সময়সীমা ৫ বছর থেকে ১০ বছরে বাড়ানোর বিষয়টিও উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেন এবং শিল্পকে ঐক্যবদ্ধ প্রচারণার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ার ওলি খান এমবিই যুক্তরাজ্যের রেস্তোরাঁ মালিকদের কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন এবং শিল্পের ভবিষ্যৎ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ লবিংয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে কিংফিশারের সিইও শন গুড ধন্যবাদ জানিয়ে শিল্পের দীর্ঘদিনের অংশীদার হতে পেরে গর্ব প্রকাশ করেন।

উদ্যোক্তা অনীশা খানের সাফল্যের গল্প: বোম্বে পিজ্জার জাতীয় সম্প্রসারণ বোম্বে পিজ্জার প্রতিষ্ঠাতা অনীশা খান জানান:

"বোম্বে পিজ্জা খুব ভালো করছে। আমাদের এখন ১১টি শাখা, আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজি দিচ্ছি এবং সারা দেশে ডেলিভারি দিচ্ছি।"

তিনি আরও ছয়টি নতুন শাখার পরিকল্পনার কথা জানান।

পুরস্কার প্রদান করেন:

- রুশনারা আলী এমপি
- অনীশা খান
- এমা ফুডি এমপি (ক্রামলিংটন ও কিলিংওয়ার্থ)

তাঁরা একসঙ্গে যুক্তরাজ্যের টপ ১০০ এশিয়ান রেস্তোরাঁ ২০২৬–এর বিজয়ীদের ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেন।

গালা ডিনার করতালির মধ্য দিয়ে শেষ হলেও বার্তাটি ছিল স্পষ্ট-এশিয়ান রেস্তোরাঁ শিল্প সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ হলেও ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলায় জরুরি সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।

এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন শিল্পের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যাতে যুক্তরাজ্যের বহুমুখী খাদ্যসংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়।

'মৃত্যু ও শোক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা'- টাওয়ার হ্যামলেটসে চার দিনের বিশেষ কর্মসূচি

মৃত্যু ও শোক নিয়ে কথা বলা অনেক সময় সামাজিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া বিষয় হিসেবে বিবেচিত হলেও এটি মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আগামী সপ্তাহে পালিত হতে যাচ্ছে ডাইং ম্যাটার্স সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬।

এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- "খবঃ'ং ঃধষশ ধনড়ঃ ফবধঃয ধহফ ফুরহম" অর্থাৎ "চলুন মৃত্যু ও মৃত্যুর বিষয় নিয়ে কথা বলি"।

এই উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটসে চার দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, যা চলবে ৪ থেকে ১০ মে পর্যন্ত। টাওয়ার হ্যামলেটস লাইব্রেরি এবং টাওয়ার হ্যামলেটস সিমেট্রি পার্ক যৌথভাবে এই আয়োজন করছে, সহযোগিতায় রয়েছে "লেটস ডিসকাস ডেথ" নামের একটি কমিউনিটি উদ্যোগ।

আয়োজকদের মতে, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো সব বয়সের মানুষের মধ্যে মৃত্যু, জীবনের শেষ পর্যায়, শোক ও মানসিক চাপ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা তৈরি করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

চার দিনব্যাপী এই বিনামূল্যের কর্মসূচিতে থাকবে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সেশন, কমিউনিটি কথোপকথন, এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবেন এবং মানসিক সহায়তা সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, সব অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, তবে অংশগ্রহণের জন্য আগেই টিকিট বুক করার অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে সুষ্ঠুভাবে আয়োজন সম্পন্ন করা যায়। টিকেট বুক করতে ইভেন্টব্রাইট এর ওয়েবসাইট https://www.eventbrite.com/cc/lets-discuss-death-dying-matters-awareness-wee-k-4৮৩১৯৮৭ ভিজিট করুন।

কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে মৃত্যুকে ঘিরে থাকা নীরবতা ভাঙতে এবং শোক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে আরও সহানুভূতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করবে।

অফস্টেড পরিদর্শনে 'স্ট্রং স্ট্যান্ডার্ড' অর্জন করলো টাওয়ার হ্যামলেটসের হলিডে চাইল্ডকেয়ার টিম

টাওয়ার হ্যামলেটসের হলিডে চাইল্ডকেয়ার টিম তাদের সর্বশেষ অফস্টেড পরিদর্শনে অত্যন্ত ইতিবাচক সাফল্য অর্জন করেছে। কঠোর নতুন পরিদর্শন কাঠামোর অধীনে পরিচালিত এই মূল্যায়নে সেবাটিকে 'স্ট্রং স্ট্যান্ডার্ড' বা শক্তিশালী মানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এই পরিদর্শনে দেখা যায়, টিমটি কেবলমাত্র ন্যূনতম মান পূরণই নয়, বরং নিয়মিতভাবে তাদের মূল দায়িত্বের বাইরে গিয়েও উচ্চমানের সেবা প্রদান করছে। অফস্টেড-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "স্ট্রং স্ট্যান্ডার্ড" মানে হলো সংশ্লিষ্ট সেবা প্রত্যাশিত মানের চেয়েও ভালো ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং শিশুদের জন্য উন্নত মানের পরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আওতাধীন এই হলিডে চাইল্ডকেয়ার স্কিমটি শিশুদের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানসম্মত যত্ন ও কার্যক্রম প্রদান করে। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য এখানে খেলার ভিত্তিক শিক্ষা, শারীরিক কার্যক্রম, সৃজনশীল কাজসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি অফস্টেড-নিবন্ধিত এবং ৩ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য স্কুল ছুটির সময়ে সেবা প্রদান করে।

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অর্জন পুরো টিমের নিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ এবং শিশুদের কল্যাণে ধারাবাহিক কাজেরই প্রতিফলন। শিশুদের নিরাপত্তা, শেখার সুযোগ এবং আনন্দদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার।

এদিকে, আসন্ন মে হাফ-টার্মে পরিচালিত হতে যাওয়া হলিডে চাইল্ডকেয়ার স্কিম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে। অভিভাবকদের সময়মতো আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/education_and_learning/extra-curricular_activities/Holiday_childcare/Holiday_Childcare_Scheme.aspx

এই স্বীকৃতি টাওয়ার হ্যামলেটসের শিশু যত্ন সেবার মানকে আরও একধাপ এগিয়ে নিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

চেস্টার নর্থ ওয়েলস বাংলাদেশী ইয়ুথ এসোসিয়েশন এর গুণিজনকে নাগরিক সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রধান

ফখরুল আলম, লিভারপুল থেকে : ব্যাপক আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নর্থইংল্যান্ডের অন্যতম সংগঘটন 'চেস্টার নর্থ ওয়েলস বাংলাদেশী ইয়ুথ এসোসিয়েশন' ক্যানবিয়া- এর ৩৫ তম প্রতিস্টাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্টানে নর্থ ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ১০ জন গুণি ব্যক্তবর্গকে সবংর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার চেস্টারের স্থানীয় একটি হলে অনুষ্টিত সংবর্ধনা সভায় সংগঠনের প্রতিস্টাতা চেয়ারম্যান মনছব আলী জেপি আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে স্বাগত জানান।

এসময় চেস্টার সিটির ৮শ বছরের মধ্যে প্রথম নির্বাচিত বৃটিশ বাংলাদেশী মুসলিম নারী লড মেয়র কাউন্সিলার শেরিন আক্তার ও ওয়ারিংটন বারা কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার মোয়াজ্জেম হোসেন সহ কমিউনিটিতে বিভিন্ন ভাবে অবদার রাখায় তাদেরকে এই অনুস্টানে সম্মানিত করা হয়।

এছাড়াও সম্মাননা স্মারক প্রাপ্ত অন্যান্যরা হলেন- ড. মোশারফ হোসেন, আনোয়ার আলী ওবিই, মুজাহিদ খাঁন এমবিই ডিএল, আলী আকবর ওবিই ডিএল, মিজানুর রহমান মিজান সহ আরো অনেকেই।প্রতিষ্টানের পক্ষ থেকে কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় তাদেরকে এসব সম্মাননা প্রদান করা হয়।

চেস্টার সিটির ৮শ বছরের ইতিহাস ভেঙ্গে প্রথম বৃটিশ বাংলাদেশী মুসলিম নারী লড মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন এটা সত্যিই আমাদের কমিউনিটির আগামী প্রজন্মের বৃটিশ বাংলাদেশীদের গৌরবের বিষয় বলে জানান অতিথিরা।আমন্ত্রিত অতিথিরা আরো বলেন - এধরনের অনুষ্টানের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম আরো অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে।এছাড়াও 'চেস্টার নর্থ ওয়েলস বাংলাদেশী ইয়ুথ এসোসিয়েশন' ক্যানবিয়া দীর্ঘ ৩৫ বছরের যাত্রা পথের প্রশংসা করেন এবং সংগঠনটির আগামীতে পথচলার শুভ কামনা করেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশীদের অসাধারণ সাফল্য অর্জন যা বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখকে প্রবাসের মাঠিতে উজ্জ্বল করে তোলেছে এমনটা বলছেন কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা।

নাজমুন নাহার এর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় সংবর্ধনা সভায় অন্যন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- আব্দুল মালিক, আজাদ উদ্দিন, জোবায়ের আহমেদ, আব্দুর নূর, আহমেদ মোস্তফা, সাব্বির আহমেদ, মুমিন খাঁন, জসিম উদ্দিন, কয়ছর মিয়া, এটিএম লোকমান, ড. নাজমুল প্রমুখ।

অনুষ্টানে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন কমিউনিটির নারী পুরুষদের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। সব শেষে এক আনন্দঘন নৈশ্য ভোজের মধ্যে দিয়ে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘটে।

লন্ডনে প্রযুক্তি টিম ও আই লেভেল ড্রাইভিং এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত

লন্ডন অফিস: লন্ডনে প্রযুক্তি টিম ও আই লেভেল ড্রাইভিং এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (গঙট) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত সোমবার রাত ৮ টায় রংফোডের আই লেভেল ড্রাইভিং এর হল রোমে যার এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকের ফলে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক ড্রাইভিং লার্নিং জার্নি নিশ্চিত করতে যৌথভাবে কাজ করবে এ দুটি প্রতিষ্টান। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো: আসাদুজ্জামান খান এবং প্রযুক্তি টিম এর ফাউন্ডার ও সিও হাসান জুবায়ের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যান্ডস ল্যান্সার মার্কেটিং টিমের কর্ণধার ইফতেখার সিদ্দিকী।

জানা গেছে, প্রযুক্তি টিম অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ড্রাইভিং থিওরি, ডিজিটাল ও লাইফ-স্কিল ট্রেনিং প্রদান করবে। যাতে বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা সহজে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল উঠঝঅ-অনুমোদিত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে আধুনিক অটোমেটিক গাড়িতে প্র্যাকটিক্যাল ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে লন্ডনে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ, প্রায় ৯২% পাস রেট এবং ৪.৯★ গড় রেটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এই যৌথ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য "Theory থেকে Practical পর্যন্ত সম্পূর্ণ শেখার অভিজ্ঞতা" তৈরি করা। এই মডেলের মাধ্যমে প্রযুক্তি টিম শিক্ষার্থীদের থিওরি শেখাবে এবং আই লেভেল ড্রাইভিং তাদের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ফলে শিক্ষার্থীরা একটি সহজ, কার্যকর এবং আত্মবিশ্বাসপূর্ণ শেখার পথ পাবে।

আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুলের লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো: আসাদুজ্জামান খান বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীরা সহজ ও স্ট্রেস-ফ্রি উপায়ে ড্রাইভিং শিখুক। প্রযুক্তি টিম এর সাথে এই অংশীদারিত্ব আমাদের সেই লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করবে।

অন্যদিকে প্রযুক্তি টিম এর ফাউন্ডার ও সিও হাসান জুবায়ের বলেন, আমরা যুক্তরাজ্যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা বাংলা ভাষায় ড্রাইভিং থিওরি লেসন প্রদান করছি, সঙ্গে রয়েছে মানি-ব্যাক গ্যারান্টি। আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুলের লিমিটেডের এর সাথে সাথে কাজ করে আমরা বাংলা কমিউনিটির জন্য আরও উন্নত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য সেবা দিতে পারবো। একটি সম্পূর্ণ লার্নিং সলিউশন তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। আর এই সহযোগিতা সেই যাত্রায় একটি বড় পদক্ষেপ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে জানা যায়, উভয় প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে এবং নতুন কোর্স, প্রযুক্তি ও সেবা যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টাওয়ার হ্যামলেটসে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসব জুনে, জিতে নিন ৫০টি মিউজিক ডে পাস

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় এই জুনে সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতার আয়োজন করবে। স্থানীয় ছোট ছোট ভেন্যুগুলো রূপ নিবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে, যেখানে বিশ্বজুড়ে শিল্পীরা তাদের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

১ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বখ্যাত এসএক্সএসডব্লিউ লন্ডন (SXSW London), যা ইউরোপের অন্যতম শীর্ষ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত। ব্যবসা, প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা এবং সংস্কৃতির মিলনস্থল হিসেবে এই ইভেন্ট প্রতি বছরই ব্যাপক সাড়া ফেলে। এবারের আয়োজনেও থাকছে বৈচিত্র্যময় সঙ্গীত পরিবেশনা, যা বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ধারার প্রতিনিধিত্ব করবে।

মিউজিক প্রোগ্রামে থাকছে ডালাসের র্যাপ থেকে শুরু করে ফিনল্যান্ডের 'বানি মেটাল', কোরিয়ান পপ (K-pop) আইডলদের পরিবেশনা, দক্ষিণ এশীয় হাউস মিউজিক এবং উদীয়মান আফ্রোবিটস শিল্পীদের মনমুগ্ধকর পরিবেশনা। ফলে সঙ্গীতপ্রেমীরা এক মঞ্চেই উপভোগ করতে পারবেন বিশ্বসঙ্গীতের নানা রঙ।

এদিকে, #লাভটাওয়ারহ্যামলেটস্ (#LoveTowerHamlets) উদ্যোগ এবং এসএক্সএসডব্লিউ লন্ডন-এর আয়োজকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ সুযোগ। তারা মোট ৫০টি মিউজিক ডে পাস বিনামূল্যে জেতার সুযোগ দিচ্ছে, যার মাধ্যমে বিজয়ীরা এই আন্তর্জাতিক উৎসবের অংশ হতে পারবেন। https://submissions.sxswlondon.com/tower-hamlets-competition?hs_preview=wqPwaPaL-397594476754 - এই ওয়েবসাইট ভিজিট করে পাস্ জেতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা আরও সহজলভ্য করা এবং স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করাই মূল লক্ষ্য।

যারা সঙ্গীত ভালোবাসেন এবং বিশ্বমানের লাইভ পারফরম্যান্স উপভোগ করতে চান, তাদের জন্য এটি হতে পারে জীবনের অন্যতম সেরা সুযোগ। তাই আগ্রহীদের দ্রুত অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

||||| বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন |||||||

আলতাব আলী দিবস উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটসে মাসব্যাপী কর্মসূচি

টাওয়ার হ্যামলেটসে এই মে মাসজুড়ে পালিত হচ্ছে আলতাব আলী দিবস, যার মাধ্যমে স্মরণ করা হচ্ছে বর্ণবাদী সহিংসতার শিকার আলতাব আলীর জীবন ও সংগ্রাম। ১৯৭৮ সালে সংঘটিত এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড পূর্ব লন্ডনের সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং বর্ণবাদ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে স্থানীয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে। ৪ মে আলতাব আলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলতাব আলী পার্কে আয়োজিত হবে বিশেষ স্মরণসভা। এদিন পুষ্পস্তবক অর্পণ, বেহালা সংগীত পরিবেশন এবং বিভিন্ন শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করা হবে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস তুলে ধরা এবং

বর্ণবাদবিরোধী চেতনা জাগ্রত রাখা।

এছাড়াও, ৫ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ব্রাডি আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে একটি বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী, যার শিরোনাম 'ফাইটিং ফ্যাসিজম: কমিউনিটি রেজিস্ট্যান্স ইন ১৯৭৮'। এই প্রদর্শনীতে ১৯৭৮ সালের আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং স্থানীয় মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হবে। দর্শনার্থীরা এখানে সেই সময়কার বাস্তব চিত্র ও সংগ্রামের ইতিহাস কাছ থেকে জানতে পারবেন।

উল্লেখ্য, আলতাব আলীর হত্যাকাণ্ড টাওয়ার হ্যামলেটসসহ সমগ্র পূর্ব লন্ডনে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলনের সূচনা করে। এর ফলে বিভিন্ন কমিউনিটি একত্রিত হয়ে ঘৃণা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, যা পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের বর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজকদের মতে, আলতাব আলী দিবস শুধু একটি স্মরণ দিবস নয়, বরং এটি একটি বার্তা - সমাজে সহনশীলতা, ঐক্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

গল্পের আয়োজনে বৈশাখী উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টারঃ গত রবিবার সন্ধ্যায় কেটেছে এক আনন্দঘন আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করেছে কেমব্রিজের গল্প রেস্টুরেন্ট। চারজন বাংলাদেশি বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই বাংলাদেশি কারি রেস্টুরেন্টটি। চলতি বছর তাদের তিন বছর পূর্তি।

নামের পেছনেও আছে মজার গল্প। চার বন্ধু বসে রেস্টুরেন্টের নাম কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কথার ফাঁকে কেউ একজন বললেন-"আমরা তো গল্প করছি, এটাই তো আমাদের আলোচনা!" সেখান থেকেই জন্ম নিলো গল্প নামটি। আর সেই নামকে সঙ্গী করেই শুরু হলো রেস্টুরেন্টের যাত্রা।

তাদের লক্ষ্য শুধু ব্যবসা নয়-বাংলাদেশি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ধরে রাখা। তাই প্রতি বছর তারা আয়োজন করেন বাংলাদেশের কোনো জাতীয় অনুষ্ঠান। সেই ধারাবাহিকতায় এবার তারা

উদযাপন করলেন বাংলা নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ।

বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের পাশাপাশি যোগ দিয়েছিল অ্যাংলিয়া রাসকিন ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি সোসাইটির একদল তরুণ-তরুণী। দোলা নামের এক শিক্ষার্থীর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় নাচ, গান আর কৌতুকে জমে উঠেছিল পুরো সন্ধ্যা। সঙ্গে ছিল মুখরোচক বাংলাদেশি খাবার-বিভিন্ন রকম ভর্তা, চটপটি, মিষ্টান্নসহ আরও অনেক কিছু।

একই অনুষ্ঠানে কেমব্রিজের বাংলাদেশি কমিউনিটির নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক মামুনুর রশীদকে কমিউনিটির সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে রেস্টুরেন্টটির স্টাফদের সম্মাননা পুরস্কার দেয়া হয় ॥ দীর্ঘ দিন কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য সংস্কৃতি এবং সমাজকর্মী সাংবাদিক মামুনুর রশীদকে গল্প কমিউনিটি স্পিরিট এওয়ার্ড এবং লুৎফা খাতুন কে উইমেন অফ ইমপেকক্ট এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

RCCM
Charity Reg. No. 1140526

Redcoat Community Centre & Mosque
256 Stepney Way, London E1 3DW
T: 0207 790 8577
E: redcoatcommunitycentre@googlemail.com

Recruitment Advert

Position: Second Imam (Muazzin) **Location:** Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney

Employment Type: Full -Time **Salary:** Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic. Fluency in English will be considered an advantage
RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team. This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

Application process: Interested candidates are invited to send their **CV** to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 10th May 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only. For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

সিলেটের অন্যতম সুনামধন্য ও বিশ্বস্ত হজ্জ এজেন্সি আল ইহসান ট্রেভেলসের উদ্যোগে লন্ডনে হজ্ব সেমিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডন অফিসঃ সিলেটের অন্যতম সুনামধন্য ও বিশ্বস্ত হজ্জ এজেন্সি আল ইহসান ট্রেভেলসের উদ্যোগে লন্ডনে হজ্ব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে আল ইহসান হজ্ব এজেন্সির মাধ্যমে ২০২৬ সালে যারা হজ্জে যাচ্ছেন তাদেরকে নিয়ে গত সোমবার ইস্ট লন্ডনের মাইদা গ্রীল কন্সফারেন্স হলে বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮ পর্যন্ত এ সেমিনার অনুষ্টিত হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আল-ইহসান ট্রেভেলসের চেয়ারম্যান মাওলানা সহল আল রাজী। সিলেট জেরজেরি পাড়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমুদ সোয়াইবের সভাপতিত্বেতে অনুষ্ঠিত সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন বৃটেনের শীর্ষ আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুর রহমান মনোহরপুরী ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা শায়খ আব্দুর রহমান মাদানী, মাওলানা সামছুদোহা, আল-ইহসান ট্রেভেলসের ডাইরেক্টর সৈয়দ ইমদাদ, শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, মুফতী ছালেহ আহমদ প্রমূখ।

লন্ডনে সেমিনারের পূর্বে আল ইহসান ট্রেভেলসের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের বামিংহাম ও স্কানথর্প শহরে হজ্ব সেমিনার অনুষ্টিত হয়। সেমিনারে ব্রিটেন ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমগন হজ্বের বিভিন্ন মাশলা-মাশায়েল ও নসিয়ত পেশ করেন।

অনুষ্টানে আলেমগন বলেন, মুসলিমদের জন্য হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, তাই হজ্জে যাবার পূর্বে আমাদের প্রাথমিকভাবে হজ্জের ফারায়েজ, ওয়াজিবাত ও সুন্নাহ তরিকায় জানা খুবই জরুরী। যার ফলে এধরণের সেমিনার আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা বলেন, আল-ইহসান হজ্ব এজেন্সি বিশ্বস্ততার সাথে দীর্ঘদিন থেকে হজ্ব যাত্রীদের সেবা দিয়ে আসছে। আগতরা এজেন্সির নেতৃবৃন্দকে এ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

স্বাগত বক্তব্যে মাওলানা সহল আর রাজী বলেন, বাংলাদেশের পাশাপাশিল যুক্তরাজ্য,যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ-বাংলাদেশী আমাদের হজ্ব এজেন্সির মাধ্যমে হজ্জ পালন করবেন। বিপুল পরিমান হাজীগন আমাদের সেবা গ্রহণ করার জন্য ধন্য। ভবিষ্যতে যারা হজ্বে যাবেন তাদের সেবা নিতে পারলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

দক্ষিণ সুরমা প্রেসক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন

সিলেট অফিস : পেশাজীবী সাংবাদিকদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন দক্ষিণ সুরমা প্রেসক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল এস ইউকের সিলেটের স্টাফ রিপোর্টার আশরাফুল ইসলাম ইমরান ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক সিলেটের সংবাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম।

২০২৬-২৭ সেশনের নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে গত ২১ এপ্রিল ১১টি পদে মনোনয়পত্র দাখিল করেন প্রার্থীরা। কোন পদে একাধিক প্রার্থী না থাকায় সকল প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। শনিবার (২ মে) বিকেলে দক্ষিণ সুরমা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বপালন করেন প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. আফতাব উদ্দিন, অন্য তিন কমিশনার হলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম. আহমদ আলী, প্রতিষ্ঠাতা সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন ও প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী সদস্য গোলাম মর্তুজা বাচ্চু। নবনির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. আফতাব উদ্দিন। নবগঠিত কমিটির নির্বাচিত অন্যান্যরা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি রাশেদুল হোসেন শোয়েব (স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক উত্তরপূর্ব), সহ-সভাপতি আব্দুল হাছিব (স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক কাজিরবাজার), সহ-সাধারণ সম্পাদক সুলতান সুমন (ব্যুরো প্রধান, দৈনিক আলোকিত সময়), কোষাধ্যক্ষ জাবেদ এমরান (স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সিলেট বাণী), ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিক আহমদ (দক্ষিণ সুরমা প্রতিনিধি, দৈনিক আজকের বাংলা), দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক এস. এম ফাহিম (দক্ষিণ সুরমা প্রতিনিধি, দৈনিক একাত্তরের কথা)।

কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন- জাহাঙ্গীর আলম মুসিক (দক্ষিণ সুরমা প্রতিনিধি, দৈনিক সিলেটের ডাক), শরিফ আহমদ (দক্ষিণ সুরমা প্রতিনিধি, দৈনিক জালালাবাদ), খাইরুল আমিন রাফসান (দক্ষিণ সুরমা প্রতিনিধি, দৈনিক সংগ্রাম)।

ফলাফল ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন- ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্য, ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো.ফয়সাল আমীন, সাবেক সহ-সভাপতি মো. সাহেদ আহমদ শান্ত, সাবেক নির্বাহী সদস্য জাহেদ আহমদ ও সদস্য শেখ সাদিম আহমদ প্রমুখ।

মৌলভীবাজারে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ স্বীকৃতি মিলেনি ৫৪ বছরেও

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ। ভোরে মৌলভীবাজার জেলা শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেন কয়েকজন তরুণ-যুবক। লক্ষ্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যাতে সহজে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। পাক সেনারা শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে বাধার মুখে পড়ে। ব্যারিকেড দেয়া তরুণ-যুবকদের কয়েকজনকে ঘটনাস্থল থেকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। সেখানে চালানো হয় বর্বর নির্যাতন। ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয় কয়েকজনকে। ভাগ্যক্রমে সেখান থেকে ফিরতে পেরেছিলেন কয়েকজন।

এই ভাগ্যবানদের একজন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা (পরবর্তীতে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের নির্বাচিত ভিপি) মতিউর রহমান চৌধুরী। পাকসেনাদের হাতে আটক এবং কয়েকজনকে ব্রাশফায়ারে হত্যার পর খবর চাউর হয় তিনিও আর বেঁচে নেই। গ্রামের বাড়িতে দোয়া-শিরনির আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়ও পাকসেনাদের হাতে এই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হতাহতের খবর প্রচারিত হয়। ২৬শে মার্চের এই প্রতিরোধ থেকেই জেলায় শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। কিন্তু আজও সেই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলেনি।

প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনাকারী তৎকালীন ছাত্রনেতা মতিউর রহমান চৌধুরী নিজে সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়ে দেশবরেণ্য সাংবাদিক হয়ে উঠলেও সেই দিনের অসীম সাহসী প্রতিরোধের স্বীকৃতি দাবি করেননি কোনোদিন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নিজের নাম লেখানোর কোনো চেষ্টাও করেননি। তার সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের অনেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বা খেতাবপ্রাপ্ত যোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেও তিনি থেকেছেন স্বীকৃতির বাইরে। যার জন্য এখনো আক্ষেপ করেন বেঁচে থাকা তার অনেক সহকর্মী। তাদের দাবি জেলায় প্রথম প্রতিরোধের সূচনাকারী নির্মোহ এই বীরযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান ও স্বীকৃতি দেয়া এখন সময়ের দাবি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা বিরাজ কুমার সেন তরুণ সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ছাত্র থাকাকালীন মতিউর রহমান চৌধুরী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের একজন সক্রিয় সংগঠক ও কর্মী ছিলেন। তিনি মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের নির্বাচিত ভিপি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে স্থানীয়দের যারা সম্মানিত হয়েছেন তাদের মধ্যে মতিউর রহমান চৌধুরীর নাম সবার আগে থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তিনি নিজে দাবি করেননি বলে তাকে মূল্যায়ন করা হয়নি। এটি বড় দুর্ভাগ্য। এর জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি ব্যথিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত। প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে সেদিনের তার অসীম সাহসী প্রতিরোধ চিরশ্রদ্ধায় স্মরণীয়।

সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান আবুল খয়ের চৌধুরী ১৯৭১ সালের সেই সময়ের স্মৃতিচারণে বলেন, সেদিন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিলাম। ২৬শে মার্চ মৌলভীবাজার শহরে পাক হানাদার বাহিনীর গুলির মুখে পড়ি। কোনোরকম দৌড় দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করি। পরে যুদ্ধে যোগ দেই।

তিনি বলেন, তখন ছাত্রনেতা দেওয়ান আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী (মৌলভীবাজার মহকুমা ছাত্রলীগ সভাপতি) ও মতিউর রহমান চৌধুরী (মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের নির্বাচিত ভিপি) সহ অনেক অগ্রজ ছিলেন পাক বাহিনীর টার্গেটে। তারপরও তারা বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। তারা প্রতিরোধ গড়েছেন। তাদের অবদান অনস্বীকার্য। দুঃখজনক হলেও সত্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই সম্মান ও স্বীকৃতি তাদের অনেকেই পাননি। তাদের সম্মান ও স্বীকৃতি আমাদের হৃদয়ে।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট বিভাগীয় সাবেক কমান্ডার ও সিনিয়র আইনজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান মুজিব ১৯৭১ সালের স্মৃতিকথায় বলেন, বয়স ও লেখাপড়ায় কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক ছাত্র রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে। নিকট প্রতিবেশী ঐতিহ্যবাহী হবিগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সু-সন্তান মতি ষাটের দশকে মৌলভীবাজার কলেজের ছাত্র এবং কলেজ হোস্টেলেরও আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ সনের তেইশে মার্চ বিকালে চৌমুহনা চত্বরে প্রতিরোধ সভা হয়। সেই বিশাল ছাত্র-যুব-জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মহকুমা ছাত্রলীগের নবনির্বাচিত সভাপতি দেওয়ান আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী।

সভাটি সঞ্চালনা করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নুরুল ইসলাম মুকিত। ছাত্রনেতা মতিউর রহমান চৌধুরীসহ অন্যরা সেই সভার আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরে পাকসেনাদের সহজ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি ও বাধা প্রদানের জন্য ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। দুঃসাহসী ছাত্রনেতা মতিউর রহমান চৌধুরী শহরের রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে গ্রেপ্তার হন। পর্যটন রেস্ট হাউস ছিল খান সেনাদের ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার। একত্রিশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সি. অ. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইফতেখার রানা ছিলেন দায়িত্বে।

গ্রেপ্তারকৃতদের পর্যটন রেস্ট হাউসের কয়েদখানায় গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হতো। একজন হৃদয়বান বাঙালি পাকসেনা মতিউর রহমান চৌধুরী ও আজিবুর রহমানের ফর্সা মাসুম চেহারা দেখে দয়ার্দ্র হন। এই পাকসেনা এই দুই বন্দিকে ইশারায় ছেড়ে দিলে তারা দু'জন কৌশলে পর্যটন রেস্ট হাউস থেকে মুক্তি পান। স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে কোনো বাড়তি সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করেননি তিনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালীন মৌলভীবাজার মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, মতিউর রহমান চৌধুরী ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তীতে তিনি সনদ পাননি বা তিনি তা সংগ্রহ করেননি।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মো. আনছার আলী মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের নানা ঘটনা প্রবাহের স্মৃতিচারণ করে বলেন- আমি ছিলাম সেনাবাহিনীর সৈনিক। চাকরি থেকে পালিয়ে মার্চের শেষের দিকে আমাদের এই অঞ্চল থেকে হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে মাঠে সরব হই। তিনি বলেন- সে সময় মতিউর রহমান চৌধুরীর মতো অনেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং নিয়ে দেশের তরে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংগঠিত করেছেন। তারাও নানাভাবে জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত গড়তে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। যুদ্ধকালীন সময়ে নেপথ্যে থাকা এসব বীর সেনানীদের রাষ্ট্রীয় সম্মান ও স্বীকৃতি সময়ের দাবি।

মৌলভীবাজার মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বিএলএফএ'র মৌলভীবাজার জেলা কমান্ডার ও সিলেট বিভাগের ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট মাহমুদুর রহমান বলেন, মতিউর রহমান চৌধুরী ছাত্রজীবনে আমার রুমমেট ছিলেন। মৌলভীবাজারে আসার পর পরিবারের সদস্যরা তাকে আমার কাছে অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব দেন। সম্ভবত মার্চের ২৬ তারিখ হাদিগাজি ও মতিউরসহ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায় পাক মিলিটারি। তাদের অনেককে হত্যা করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে মতিউরসহ ছাড়া পান কয়েকজন।

তিনি বলেন, মতিউর রহমান চৌধুরীসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবনবাজি রাখা সেনানীদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না পাওয়াটা কষ্টের ও লজ্জার। তৎকালীন মৌলভীবাজার মহকুমা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান তরফদার বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পিটিআই থেকে ট্রেনিং নিয়ে মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন স্থানে ও নবীগঞ্জের দিনারপুরসহ নানা স্থানে যুদ্ধ করেছি। জীবনবাজি রেখে তৎকালীন সময়ে মিছিল মিটিংয়েও ছিলাম অগ্রভাগে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমিও মতিউর রহমান চৌধুরীর মতো মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাইনি। কাগজে কলমের স্বীকৃতি না পেলেও আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিতে পেরেছি- এটাই আমাদের প্রশান্তি।

মহকুমা ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও মৌলভীবাজার জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি সৈয়দ সাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন-মতিউর রহমান চৌধুরী মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকাবস্থায় তার সঙ্গে আমার চেনাজানা ও ঘনিষ্ঠতা।

তিনি অল্প বলতেন আর কাজ করতেন বেশি। এটা তার অনন্য গুণ। '৬৯-এর গণ-আন্দোলন, '৭১- এর মুক্তি সংগ্রামসহ সব আন্দোলনে তিনি ছিলেন রাজপথের সক্রিয় সাহসী যোদ্ধা। ১৯৭১ সালে একজন সক্রিয় ছাত্রনেতা হিসেবে রাজপথের আন্দোলনে ছিলেন সরব। পাকিস্তান আর্মি তাকে ও তার সহকর্মীদের আন্দোলনরত অবস্থায় রাজপথ থেকে ধরে নিয়ে প্রাণে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আল্লাহ'র অশেষ রহমতে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

একটি স্বাধীন মানচিত্রের জন্য তাদের এই ত্যাগ, লড়াই ও সংগ্রাম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শ্রদ্ধার আসনে আসীন থাকবে। তৎকালীন মহকুমা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন বলেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনগুলো বলে বুঝাবার নয়। দেশকে হানাদার মুক্ত করতে তখন মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছি। ২৬শে মার্চ মতিউর রহমান চৌধুরীসহ তারা কয়েকজন মিলে শহরে ব্যারিকেড দেন। যাতে পাক হানাদাররা সহজেই শহরে ঢুকতে না পারে। তারপরও হানাদার সৈন্যরা তাদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। মতি ভাই আল্লাহর রহমতে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেও তখন ওদের গুলিতে কয়েকজন শাহাদতবরণ করেন। মতি ভাইসহ অন্য অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় কোনো সম্মাননা বা স্বীকৃতি পাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমিও তাদের মতো বঞ্চিত।

ডাকসু'র সাবেক ভিপি ও সাবেক এমপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ এক স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই ট্রেনিং নিয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। জীবন দিয়েছেন। রক্ত দিয়েছেন। আর কেউ কেউ আমজনতাকে সুসংগঠিত করে ট্রেনিংয়ে পাঠিয়েছেন। তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সে সময় কারোরই জীবন নিরাপদ ছিল না। স্বাধীনতার এত বছর পরও তাদের অনেকেই আজও পাননি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা সম্মান। তাদের একজন মতিউর রহমান চৌধুরী। স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও ছাত্রনেতা বকশী ইকবাল আহমদ বলেন, ১৯৭১ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের উষালগ্নে মৌলভীবাজারের অগ্রগামী ছাত্রনেতাদের মধ্যে মতিউর রহমান চৌধুরীসহ তার সঙ্গীরা মৌলভীবাজার শহরে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। মতিউর রহমান চৌধুরীসহ তার সঙ্গীয় সাতজন ছাত্রনেতার পথ অনুসরণ করেই ছাত্র-জনতা ও গণমানুষ মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। মতি ভাইয়ের সঙ্গের অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের খেতাবপ্রাপ্ত বা অর্জন করলেও দুর্ভাগ্যজনক হলেও মতিউর রহমান চৌধুরী ও তার সঙ্গী অনেকেই তাদের অসামান্য অবদানের জন্য কোনো খেতাব পাননি। যা খুবই দুঃখজনক।

মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম উমেদ আলী বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে মতিউর রহমান চৌধুরীর সক্রিয় ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। তিনি জীবন বাজি রেখে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে সহকর্মীদের নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ওই সময় পাকহানাদার বাহিনীর হাতে তিনিসহ অন্যরা গ্রেপ্তারও হন। পাক বাহিনীর গুলিতে কয়েকজন শাহাদতবরণ করলেও মতি ভাই প্রাণে বেঁচে যান। এরপর তিনি দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন। স্বাধীনতার এত বছর পর তার এই অবদানের স্বীকৃতির জন্য দাবি জানাতে হচ্ছে এটা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়।

ইতালি যাওয়ার পথে ৪২ দিন ধরে নিখোঁজ নবীগঞ্জের রায়হান চৌধুরী

নবীগঞ্জ সংবাদদাতা : নবীগঞ্জের যুবক রায়হান চৌধুরী (৩০)কে ইতালি পাঠানোর কথা বলে লিবিয়ায় আটকে রেখে ২৭ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের পরও ছেড়ে দেয়া হয়নি। আরও ২৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দেয়ার জন্য মারপিট করে হাতের আঙ্গুল কেটে দিয়ে বলেছে, কব্জি কেটে ফেলা হবে।

নির্যাতনের ৪২ দিন ধরে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। এমন অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা। দালাল চক্রের বিরুদ্ধে মানবপাচারের মামলার পর রোববার মামলার প্রধান আসামি গোপনে জামিন নেয়ার চেষ্টা করলে আদালত তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করেন। রায়হান চৌধুরী উপজেলার বেতাপুর গ্রামের আবু তাহের চৌধুরীর পুত্র।

মামলা সূত্রে জানা যায়, হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার বেতাপুর গ্রামের বাসিন্দা আবু তাহের চৌধুরী গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি নবীগঞ্জ থানায় মানবপাচার আইনে একটি মামলা করেন। এজাহারে বলা হয়, পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তার পুত্র রায়হান চৌধুরীকে মানবপাচার চক্রের সদস্য শামীম ও তার সহযোগী রাকিব ইতালিতে ফ্রি ভিসায় নেয়ার কথা বলে প্রলুব্ধ করে। তাদের প্রলোভনে ইতালি যাওয়ার জন্য সম্মত হয়ে বাদী তাদের পাসপোর্ট প্রদান করেন।

কয়েকদিন পর মানবপাচার চক্রের সদস্য শামীমের বাবা নজরুল ইসলাম, তার স্ত্রী হাসেনা বেগম, মেয়ে রিনু বেগম, শান্তা বেগম, রুবিনা বেগম তার বাড়িতে এসে বাদীকে জানায়, তার ভিসা হয়েছে। তাদের কথামতো গত বছরের ১২ই সেপ্টেম্বর ১০ লাখ টাকা দেন। কিছুদিন পর বাদীর পুত্র রায়হান চৌধুরীর পাসপোর্ট দেয়ার সময় দালাল রাকিবের বাড়িতে গিয়ে আরও নগদ ২ লাখ টাকা দেন। টাকা পাওয়ার পর মানবপাচার চক্রের সদস্যরা রায়হান চৌধুরীকে প্রথমে ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরব ও পরে মিশর হয়ে লিবিয়া নিয়ে যায়।

সেখানে মানবপাচারকারী চক্রের সদস্য শামীম ও রাকিব মিলে রায়হান চৌধুরীকে ইতালি না পাঠিয়ে জিম্মি করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। তারা রায়হান চৌধুরীর মা, বাবাসহ আত্মীয়স্বজনকে ফোন করে জানান, বাংলাদেশ ফিরে যেতে চাইলে অথবা ইতালি যেতে চাইলে তাদের সহযোগী নজরুলের কাছে আরও ১৫ লাখ টাকা দিতে হবে। এ নিয়ে রায়হান চৌধুরীকে মারপিট করে ভিডিও কলে দেখায়। তার একটি আঙ্গুল কেটে দিয়ে বলে তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে হাতের কবজি কেটে দেবে। তাই বাধ্য হয়ে ভিকটিমের বাবা জমি ও সোনা বিক্রি করে ১৫ লাখ টাকা পাচারকারী চক্রের সদস্যদের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ও বিকাশের মাধ্যমে প্রদান করেন। তারা মোট ২৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা পাওয়ার পরও ভিকটিমকে দেশে বা ইতালি পাঠায়নি। বাংলাদেশ সংবাদ বিশ্লেষণ

এখন আবারো রায়হান চৌধুরীকে মারপিট করে ভিডিও করে দেখিয়ে আরও ২৫ লাখ টাকা দাবি করে। নিরুপায় হয়ে নবীগঞ্জ থানায় মানবপাচার আইনে রায়হানের পিতা আবু তাহের চৌধুরী মামলা করেন। এরপর থেকেই রায়হান চৌধুরী নিখোঁজ রয়েছেন। দালাল চক্র কোথায় রেখেছে কোনো খবর পাচ্ছে না।

এ বিষয়ে বাদী আবু তাহের চৌধুরী বলেন, আমি মামলা করে বিপাকে পড়েছি। এখন আমার ছেলের কোনো সন্ধান পাচ্ছি না। সে কোথায়, কীভাবে আছে- আল্লাহ্ ভালো জানেন। আমার ছেলে রায়হান চৌধুরীকে মারপিট করে ভিডিও কলে দেখিয়েছে। তার একটি আঙ্গুল কেটে দিয়ে বলে তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে হাতের কবজি কেটে দেবে। এখন ৪২ দিন ধরে সে নিখোঁজ।

শ্রীমঙ্গলে মসজিদের ভেতর বৃদ্ধ খুন

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মসজিদে ভেতর এক বৃদ্ধকে হত্যার খবর পাওয়া গেছে। রোববার (৩ মে) ভোরে উপজেলার পশ্চিম লইয়ার কুল জামে মসজিদে ফজর নামাজের সময় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত হাফিজ উল্লাহ (৮০) উপজেলার ভুনবীর ইউনিয়নের পশ্চিম লইয়ারকুল গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় ওই মসজিদে ফজরের নামাজ চলাকালে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুলিশ অভিযুক্ত জসিম মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ফজর নামাজ চলাকালীন সময় হঠাৎ করে এক ব্যক্তি মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হাফিজ মিয়ার উপর হামলা করে। খুনি একটি কলম দিয়ে হাফিজ উল্লাহর চোখে, মাথায় ও মুখের বিভিন্ন স্থানে খুঁচিয়ে জখম করে। এসময় হাফিজ মিয়া নামাজে সিজদারত ছিলেন। হামলার পর স্থানীয়রা বৃদ্ধকে উদ্ধার করে হাসপাতালের নেয়ার সময় তার মৃত্যু হয়।

শ্রীমঙ্গল থানার এসআই সজিব চৌধুরী বলেন, ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে জসিম মিয়া (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিহত ও অভিযুক্ত উভয়েই একই এলাকার বাসিন্দা।

তবে হত্যাকান্ডের সুনির্দিষ্ট কোন কারণ জানা যায়নি। তবে পুলিশ জানায়, নিহত হাফিজ উল্লাহর একটি দোকান থেকে জসিম মিয়ার বাকিতে পন্য নেয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদের জের ধরে এই হত্যাকান্ড ঘটে থাকতে পারে। হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে।

সুনামগঞ্জে তলিয়ে গেছে ৩৪ হাজার হেক্টর জমির ধান

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের হাওরজুড়ে এখন শুধু পানি আর পানি। আকাশের অঝোর বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা ঢলের তোড়ে নদীগুলোর বুক ফুলে উঠছে ঘণ্টায় ১ থেকে ২ সেন্টিমিটার করে। সেই পানিই নিঃশব্দে গিলে খাচ্ছে কৃষকের মাসের পর মাসের পরিশ্রম, স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার আশ্রয়।

নলজুর নদী ২৪ ঘণ্টায় ১৮ সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার ২৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে। হবিগঞ্জের সুতাং নদী যেন আরও অস্থির। একদিনেই ২৪ সেন্টিমিটার পানি বেড়ে বিপদসীমার ৬০ সেন্টিমিটার ওপরে। নেত্রকোনার ভুগাই-কংশ, সোমেশ্বরী ও মগরা নদীর অবস্থাও একই রকম। এ নদীগুলোর পানি বিপদসীমার ২৭ থেকে ৮৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কোথাও পানি কিছুটা কমলেও আতঙ্ক কমেনি মানুষের মনে। কারণ, চারপাশে যে দৃশ্য-তা শুধুই ডুবে যাওয়ার গল্প।

হাওরের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত এখন পানির নিচে। যে জমিতে কয়েকদিন আগেও সোনালি ধান দুলছিল, সেখানে এখন কেবল ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কৃষকের চোখে ভাসছে অসহায়তা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, সিলেট বিভাগের চার জেলায় ইতোমধ্যে ৩৩ হাজার ৯১৩ হেক্টর জমির ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। হাওর অঞ্চলে এখনো প্রায় ২৫ শতাংশ পাকা ধান পানির নিচে যা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের গতকাল সকালের তথ্যানুযায়ী, পূর্বের ২৪ ঘণ্টায় পানি সমতল সবচেয়ে বেশি প্রায় ২৪ সেন্টিমিটার বেড়েছে হবিগঞ্জের সুতাং নদীতে। সুনামগঞ্জের নালজুর নদীতে বেড়েছে ১৮ সেন্টিমিটার।

এদিকে, সিলেট বিভাগে চলতি মৌসুমে গড়ে ৫৭ শতাংশ জমির বোরো ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে হাওর এলাকায় ৭৫ শতাংশ এবং নন-হাওর এলাকায় ৩৩ শতাংশ ধান কাটা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) তথ্যানুযায়ী, রোববার (৩ মে) পর্যন্ত চলতি মৌসুমে সিলেট বিভাগের চার জেলায় ৩৩ হাজার ৯১৩ হেক্টর জমির ধান অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় পানিতে তলিয়ে গেছে।

এদিকে বিভাগের বিভিন্ন হাওরে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫ শতাংশ পাকা ধান ডুবে রয়েছে, যা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এ অবস্থায় বড় ক্ষতির শঙ্কায় রয়েছেন হাওরপাড়ের কৃষকরা।

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার কৃষক মো. জলিল মিয়ার কণ্ঠে সেই কষ্ট স্পষ্ট। তিনি বলেন, "টানা বৃষ্টিতে জমি ডুবে গেছে। শ্রমিক পাই না, মেশিনও নাই। তাই নিজেরাই পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে ধান কাটতেছি।"

তার ৩৩ কিয়ার জমির মধ্যে মাত্র ১২ কিয়ার ধান কাটা হয়েছে। এর মধ্যেও ৭ কিয়ার ধান খলায় পড়ে আছে রোদ না থাকায় শুকাতে পারছেন না। ধান ঘেড়া (চারা) হয়ে যাচ্ছে। বাকি ২১ কিয়ার জমি এখনো পানির নিচে, প্রতিদিনই বাড়ছে নষ্ট হওয়ার শঙ্কা।

এই গল্প শুধু জলিল মিয়ার নয় হাওরপাড়ের হাজারো কৃষকের একই আর্তনাদ। কেউ বুকসমান পানিতে নেমে ধান কাটছেন, কেউ আবার চোখের সামনে ফসল ডুবে যেতে দেখে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, সুরমা-কুশিয়ারা, ধনু-বাউলাই, কালনি, সুতাং, জুড়ি ও মনু নদীর পানি আগামী দুই দিন আরও বাড়তে পারে। ফলে নতুন করে প্লাবিত হতে পারে নিম্নাঞ্চল, বাড়তে পারে দুর্ভোগ।

এই বন্যা শুধু জমি ডুবায় না, ডুবিয়ে দেয় একটি পরিবারের স্বপ্ন, সন্তানের পড়াশোনা, বছরের খাবারের নিশ্চয়তা। কৃষকের ঘরে ধান না উঠলে তার চুলায় আগুন জ্বলে না- এই সহজ সত্যটাই এখন হাওরের প্রতিটি ঘরে ঘরে কষ্ট হয়ে বাজছে।

তবুও কৃষক থেমে নেই। বুকভরা আশঙ্কা নিয়েও তারা পানিতে নেমে ধান কাটছেন। কারণ তারা জানেন-এই ধানই তাদের বাঁচার শেষ ভরসা।

হাওরের পানির ঢেউয়ের ভেতর তাই আজ শুধু বন্যার শব্দ নয়, শোনা যায় মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, আর একরাশ অপ্রকাশিত কান্না।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, 'আবহাওয়া পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। হাওর এলাকার এখনো ডুবে থাকা প্রায় ২৫ শতাংশ ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

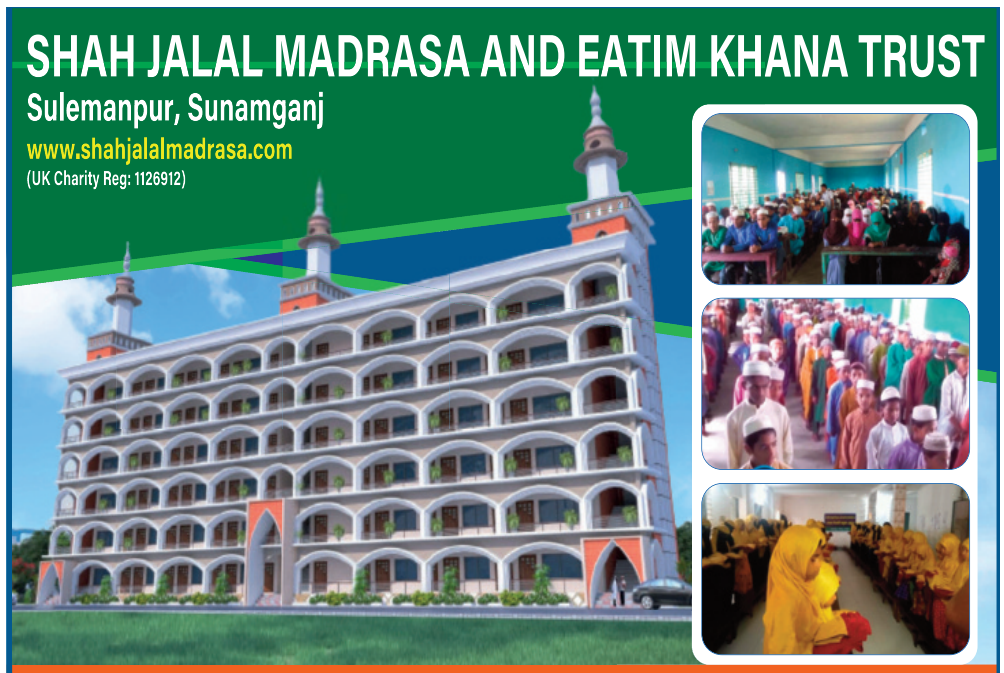

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা সরকারকে মনোযোগী হতে হবে

এই সম্পাদকীয় যখন লিখছি ঠিক এই সময়ে ১১ বছর বয়েসী মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের জন্য একজন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদিও আসামি পাল্টা অভিযোগ করে ছাত্রীর নানাকে অভিযুক্ত করছে।নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় সাজার হার মাত্র ৩ শতাংশ-এটা শুধু পরিসংখ্যান নয়, এটা ন্যায়বিচারের সংকটের একটি প্রতিফলন। অন্যদিকে প্রায় ৭০ শতাংশ মামলায় আসামির খালাস পাওয়া আমাদের সামনে প্রশ্ন তোলে-তাহলে কি বিচারব্যবস্থা ভুক্তভোগীদের জন্য কার্যকরভাবে কাজ করছে না?

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও ব্র্যাকের যৌথ গবেষণায় উঠে আসা এই তথ্যগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সমস্যা আইনের অভাবে নয়, বরং আইন প্রয়োগের ব্যর্থতায়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অনুযায়ী ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির কথা থাকলেও বাস্তবে একটি মামলা শেষ হতে গড়ে সাড়ে তিন বছর সময় লাগছে। প্রতিটি মামলায় গড়ে ২২ বার শুনানির তারিখ পড়া শুধু বিচারপ্রার্থীদের জন্য মানসিক ও আর্থিক চাপই তৈরি করে না, বরং বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতি আস্থাও দুর্বল করে।বিচার বিলম্বের পেছনে যে কারণগুলো চিহ্নিত হয়েছে, যেমন সাক্ষীর অনুপস্থিতি, বারবার সময় প্রার্থনা, তদন্তে বিলম্ব, দুর্বল প্রমাণব্যবস্থা এবং সাক্ষী সুরক্ষার অভাব-এসব কোনো নতুন সমস্যা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এগুলো বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতার অংশ হয়ে আছে। প্রশ্ন হলো, কেন এই সমস্যাগুলো সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না?এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিচার বিভাগের সক্ষমতা ও অগ্রাধিকার। আইনমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। জাতীয় বাজেটে বিচার বিভাগের বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় বিচারকদের বেতন, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি সংযোজন-সবই সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে থাকে। ফলে মামলার জট কমানো বা দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে, তাহলে সেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।তবে শুধু বাজেট বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে না। বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সমন্বয়হীনতা দূর করা জরুরি। তদন্ত সংস্থা, প্রসিকিউশন ও আদালতের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকলে একটি মামলার প্রমাণ দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো সংবেদনশীল মামলায় ফরেনসিক পরীক্ষা, মেডিক্যাল রিপোর্ট ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বিলম্ব বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক বাস্তবতা। অনেকেই কম সাজার হার দেখে এসব মামলাকে 'মিথ্যা' বলে আখ্যা দেন, যা একধরনের বিপজ্জনক সরলীকরণ। বাস্তবে নারীর ওপর সহিংসতার একটি বড় অংশই আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় না। সামাজিক কলঙ্ক, পারিবারিক চাপ এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক ভুক্তভোগী অভিযোগই করেন না। যাঁরা করেন, তাঁরাও নানা চাপের মুখে মামলা চালিয়ে যেতে পারেন না। ফলে প্রমাণ দুর্বল হয়ে পড়ে, সাক্ষী অনুপস্থিত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আসামিরা খালাস পেয়ে যায়।

বিশেষ করে পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে বাইরের সাক্ষী পাওয়া কঠিন। ঘরের ভেতরে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের প্রমাণ সংগ্রহ করা সব সময়ই জটিল। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বিচারকদের আরও সংবেদনশীল ও প্রেক্ষাপট-সচেতন হতে হবে। একই সঙ্গে সাক্ষী সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ভুক্তভোগীদের জন্য আইনি সহায়তা জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

এ প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত সংস্কারপ্রক্রিয়া অপরিহার্য। প্রথমত, বিচার বিভাগের বাজেট ও জনবল বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, মামলার তদন্ত ও সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে, যাতে বিলম্ব কমানো যায়। তৃতীয়ত, সাক্ষী সুরক্ষা আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীরা নির্ভয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, বিচারব্যবস্থার প্রতি সামাজিক আস্থা পুনর্গঠন করতে হবে।বিচার এমনভাবে করতে হবে যাতে মানুষের মনে বিচার নিয়ে সংশয় না জাগে। সরকারকে এই বিষয়ে কঠোর হতে হবে।

সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা : মুদ্রার অপর পিঠ

সলিমুল্লাহ খান

বাংলাদেশের সংবিধানে 'সংবাদক্ষেত্র' নামে একটি শব্দ পাওয়া যায়। ইংরেজি সংস্করণে দেখি ইহা 'প্রেস' শব্দের বঙ্গানুবাদ বিশেষ। কয়েক দফা বিধিনিষেধের কথা ছাড়িয়া যদি বলি, তো বলিতে হয়, এই দেশে প্রেস ফ্রিডম বা 'সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা' আছে, এ কথা বিলকুল সত্য।

দুঃখের মধ্যে যে প্রশ্নের কোনো উত্তর আমার জানা নেই, সে প্রশ্নই আমার মনে হাজিরা দেয়। এ স্বাধীনতা জিনিসটা কী জিনিস, ভাই? কার অধীনতা অতিক্রম করিলেন আপনি আর কার অধীনতাই বা বরণ করিলেন? স্বয়ের বা নিজের অধীনতাই তো স্বাধীনতা, নাকি অন্য কিছু? এই স্ব-টা কে? জাতিসংঘ তো বানানো হইয়াছিল সেই ১৯৪৫ সালে। অথচ তাহারা বিশ্বজোড়া 'সংবাদক্ষেত্র স্বাধীনতা দিবস' এই মাত্র ১৯৯৩ সাল হইতেই চালু করিয়াছেন? কিন্তু এত দেরি কেন? কারণ কী?

জাতিসংঘের হিসাবে ১৯৯৩ সাল হইতে ফিবছর মে মাসের ৩ তারিখ 'বিশ্বজনীন সংবাদক্ষেত্র দিবস' (অর্থাৎ দুনিয়াজোড়া সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা দিবস) পালিত হইতেছে। এই দিবসের তিন উদ্দেশ্য বা মতলব : ১. দুনিয়াজোড়া সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা কতটুকু বিরাজ করে তাহার পরিমাপ করা; ২. যাহারা সংবাদ সংস্থার স্বাধীনতার ওপর জবরদস্তি বা হামলা করে তাহাদের ঠেকাইয়া দেওয়া; আর ৩. যে সকল ন্যায়পরায়ণ সাংবাদিক আপনাপন কর্তব্য পালন করিতে গিয়া প্রাণদান করিয়াছেন, তাহাদের নামে স্মরণাঞ্জলি নিবেদন করা। মনে রাখিতে হইবে, জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্তটা আসমান হইতে নাজেল হয় নাই। ১৯৯১ সালে জাতিসংঘের শিল্প বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ বা ইউনেস্কোর ষড়বিংশ সাধারণ সভার প্রস্তাব অনুসারে ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'সংবাদক্ষেত্র দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল আফ্রিকা মহাদেশের একটি সংবাদ সম্মেলন। ১৯৯১ সালের ৩ মে তারিখে সদ্যস্বাধীন নামিবিয়ার রাজধানীতে গৃহীত এক প্রস্তাবের নাম 'বিন্ডহেক' ঘোষণা। এই সম্মেলনে আফ্রিকার গোটা ৩৮ দেশের মোট ৬৩ জন সাংবাদিক শরিক হইয়াছিলেন। আমার ধারণা, এখানেই মুদ্রার অপর পিঠ দেখা যাইবে। বিশ্ব সংবাদক্ষেত্র দিবস যতটা প্রকাশ করিবার তাহা তো করেই, কিন্তু তাহার নয়গুণ যে সে গোপনও করিতেছে, তাহা কে দেখিবে?

সকলেই জানেন, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা' (প্রস্তাব ২১৭/ক/৩) নামে যে দলিল গ্রহণ করে, তাহার ১৯ ধারায় বলা আছে : 'প্রত্যেকেরই মতাবলম্বন এবং আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে; কোনো ধরনের বাধাবিপত্তির মুখোমুখি না হইয়া যে কোনো মতাবলম্বনের এবং যে কোনো মাধ্যমে, সীমান্তের বেড়া না দেখিয়া খবরাখবর আর ধ্যানধারণা সন্ধানের, সংগ্রহের আর প্রচারের স্বাধীনতা এ স্বাধীনতার মধ্যে পড়িবে।'

১৯৭৭ সালে ইউনেস্কো খবরাখবর আদান-প্রদান বিষয়ে অধিক তদন্ত করার উদ্দেশ্যে এক প্রস্থ বহুজাতিক কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজেতা, আয়ারদেশের নাগরিক, 'শন ম্যাকব্রাইড'। ইউনেস্কোর হাতে জমা পড়ার পর, ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ, ম্যাকব্রাইড কমিশনের রিপোর্ট 'বহু আওয়াজ, একই দুনিয়া' নামে রাষ্ট্র হইয়াছিল।

এই রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার সূত্রে ইউনেস্কো 'খবর আদান-প্রদান কার্য্যে উন্নতিসাধনের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি' গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত উন্নতিশীল দেশে সংবাদক্ষেত্রের উন্নতিবিধান, মানে তাহাদের জনশক্তি ও কারিগরি সাহায্য প্রদান।

১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে পারি শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জানানো হয়েছিল, সংবাদ আদান-প্রদানের জগতে, সংবাদক্ষেত্রে দুনিয়ার দেশে দেশে যে ধরনের বৈষম্য বিরাজমান, তাহা ধীরে ধীরে হইলেও দূর করা চাই। এ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিলুপ্তির জন্য দরকার ন্যায়বিচারভিত্তিক 'নয়া একটা বিশ্ব খবরপ্রবাহ ও আদান-প্রদান ব্যবস্থা'।

জাতিসংঘের আরও অনেক সিদ্ধান্ত আর প্রস্তাবে বিরাজমান ব্যবস্থার এ ভারসাম্যহীন চেহারাটা বদলাইবার প্রয়োজনীয়তা বারবার স্বীকার করা হইলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। বরং শাক দিয়া মাছ ঢাকার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা দিবস এই গোছের বোঝার ওপর আরেক আঁটি শাকের অধিক বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

নভেম্বর ১৯৮৭ সালে ফরাসি দেশের পারি নগরে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ইউনেস্কো ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক সংবাদপ্রবাহের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা জরুরি আর সে লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে উন্নতিশীল দেশে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করার একটা কর্তব্য আছে। ২০০৪ সালের জুনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদও এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে।

শোনা যায়, ইউনেস্কো গৃহীত ম্যাকব্রাইড রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে সংবাদক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক উপস্থিতির গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এ পটভূমিতে ইউনেস্কোসহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা তখন 'নয়া বৈশ্বিক খবর আদান-প্রদান ব্যবস্থা' বা নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন অর্ডারের ন্যায্যতা মানিয়া লয়।

ইউনেস্কোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের কর্তৃত্বাধীন একচেটিয়া সংবাদ সংস্থা ও মায়াজালের আধিপত্য হইতে স্বাধীন জাতীয় সংবাদ সংস্থাগুলোর স্বকীয়তা রক্ষা করা যায় নাই; ইউনেস্কোর নতুন বৈশ্বিক খবর আদান-প্রদান ব্যবস্থা নীতিভাব গ্রহণের প্রতিবাদে ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ১৯৮৫ সালে মহান ব্রিটেন ইউনেস্কো ত্যাগ করে। অর্থাৎ অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দেয়। ব্রিটেন ১৯৯৭ নাগাদ অবশেষে আর যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে আবার ইউনেস্কোর দ্বারে ফিরিয়া আসে। তাহারও অনেক কারণ আছে।

আজিকার সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা দিবস সেসব কারণের একটি। এ দিবসের দাবি আর 'নয়া বৈশ্বিক খবর আদান-প্রদান ব্যবস্থার' দাবি পাশাপাশি তুলনা করিলেই বুঝিবেন কোন সাপের দাঁত নাই, কোন সাপ ফোঁসফাঁস করে না, ঢুসঢাস তো মারেই না।

মহাবিলেতের আর আমেরিকার প্রত্যাবর্তন ঘটিলে কী হইবে! বিশ্বজনীন সংবাদ সংস্থাগুলো নয়া বৈশ্বিক খবর আদান-প্রদান ব্যবস্থার বিরোধিতায় কোথাও এক কদম পিছপা হয় নাই। ফলে এ ব্যবস্থা আঁতুড়ঘরেই শহীদ হয়। আন্তর্জাতিক খবরের বাজারে বৃহত্তর পুঁজির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য শুধু অক্ষুণ্ন আছে বলিলেই যথাযথ বলা হইবে না, তাহার কামড় আরও দৃঢ় হইয়াছে।

বিন্ডহেক ঘোষণার পুরা নাম 'মুক্ত, স্বাধীন এবং বহুজনীন সংবাদক্ষেত্রের লক্ষ্যে বিন্ডহেক ঘোষণা'। এই ঘোষণার দাবিনামা ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল হইতে ৩ মের মধ্যে গ্রহণ করা হয় নামিবিয়ার রাজধানী শহরে। এখানেই ৩ মে তারিখের জন্ম। এইরকম আরও অনেক সম্মেলন আর ঘোষণার চোটে এখন পৃথিবীর কান চৌচির। এইখান হইতেই নতুন বিশ্ব সংবাদক্ষেত্রের আরেক নতুন বিন্যাস দেখা যাইতেছে।

এ বিন্ডহেক বিন্যাস কার্যত নয়া বৈশ্বিক খবর আদান-প্রদান ব্যবস্থার দাবিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার জন্যই। নয়া ব্যবস্থার দাবি, বিশেষত ম্যাকব্রাইড কমিশনের রিপোর্ট ১৯৮০ সালের পর যে বিতর্কের সূচনা করিয়াছিল (আর যাহা ইউনেস্কোর মধ্যে ভাঙনের সূচনা করিয়াছিল) বিন্ডহেক ঘোষণা বলা যায়, তাহার সাময়িক অবসান ঘটাইল।

নয়া বৈশ্বিক খবর আদান-প্রদান ব্যবস্থার অনেক দুশমন। ইহাদের মধ্যে আছেন অনেক বিশেষজ্ঞ, আছে অনেক প্রতিষ্ঠান। ইহারা মনে করেন উত্তর-দক্ষিণ ভারসাম্যের দাবি তুলিয়া উন্নতিশীল দেশের রাষ্ট্রনায়করা কেবল সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীন হইবার ক্ষমতা হরণ করিতেছেন। ১৯৮৯ সালের পর হইতে এই বিশেষজ্ঞরা চোখেমুখে বলিতেছেন, ইউনেস্কোর মূল লক্ষ্য 'কথা ও ছবির অবাধ প্রবাহ' অক্ষুণ্ন রাখিবার খাতিরে 'কোনোরকম বাধাবিপত্তি ছাড়াই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা' নিশ্চিত করিতে পারিলে এই দুনিয়ার উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ব্যাপক আর বেহতর ভারসাম্যময় খবরাখবরের আদান-প্রদান সম্ভবপর হইবে। আর কোনো সংস্কারের দরকার হইবে না।

এক্ষণে আমরা যে বিশ্ব সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা দিবস পালন করিতেছি, তাহা ১৯৮৯ সাল হইতে আন্তর্জাতিক পুঁজি বিজিত নতুন আদান-প্রদান বিন্যাস নীতির গৌরাঙ্গ কীর্তন বৈ নহে।

সিলেটে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালিত

সিলেট অফিস : সিলেটে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি আলোচনা সভা ও শ্রমিক সমাবেশ।

শুক্রবার (১ মে) নগরীর বিভিন্ন স্থানে

বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সকালে নগরীতে বণ্যাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। সভায় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী সংসদের উদ্যোগে সকালে নগরীতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

সিসিক প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালিটি নগরভবন থেকে বের হয়ে সিটি পয়েন্ট হয়ে কোর্ট পয়েন্ট ঘুরে আবার নগরভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিসিক প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী।

এসময় তিনি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে শ্রমিকদের সব অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন।

র‍্যালি ও আলোচনা সভায় সিসিক কর্মচারী সংসদের সভাপতি আব্দুল বাছিত, সাধারণ সম্পাদক মো. আখতার সিদ্দিকী বাবলু, সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির উদ্দিন চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মাসুক মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক বিপ্লব কুমারসহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৯টায় সিলেটের ঐতিহাসিক কোর্ট পয়েন্টে বাংলাদেশ হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশ থেকে বক্তারা শ্রমিক অধিকার সংবলিত গ্যাজেট বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

সিলেটের জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে রাস্তায় ব্যবসায়ীরা

সিলেট অফিস : উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে মার্কেট বন্ধ করে রাখার অভিযোগে সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন ব্যবসায়ীরা। জেলা প্রশাসকের নির্দেশ বন্ধ করে দেওয়া কালেক্টরেট মসজিদ মার্কেট খুলে দেওয়ার দাবিতে সোমবার দুপুরে মানববন্ধন করেছেন তারা।

নগরের কোর্ট পয়েন্ট সংলগ্ন কালেক্টরেট মসজিদের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে বন্ধ মার্কেটের ব্যবসায়ী ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৯৯৮ সাল থেকে দরপত্রের ভিত্তিতে এককালীন টাকা দিয়ে দোকানকোটা বরাদ্দ নিয়ে কালেক্টরেট মসজিদ মার্কেটে ব্যবসা শুরু করেন ব্যবসায়ীরা। ২৭/২৮ বছর ধরে ব্যবসা করার পর তিন দিনের নোটিশে তাদের বের করে দিয়ে দোকানকোটায় তালা দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ীরা জানান, ১০ মার্চ চিঠি দিয়ে তিন দিনের মধ্যে দোকান ছাড়ার নির্দেশ দেন জেলা প্রশাসক। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও মাত্র তিনদিনের নোটিশ দিয়ে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার এমন নজির বাংলাদেশের ইতিহাস নেই।

মানববন্ধনে সিলেট চেম্বারের সাবেক সভাপতি খন্দকার শিপার আহমদ, দোকান মালিক সমিতি সিলেটের সভাপতি আব্দুর রহমান রিপনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা ও কালেক্টরেট মসজিদ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বক্তব্য রাখেন।জাতীয় খবর বিশ্লেষণ

এরআগে গত ২৬ এপ্রিল একই দাবিতে সিলেটে সংবাদ সম্মেলন করেন ব্যবসায়ীরা। ওই সময় ব্যবসায়ীরা দাবি করেছিলেন- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ট্রাস্ট বা জেলা প্রশাসনের একতরফাভাবে চুক্তি বাতিলের কোনো এখতিয়ার নেই। পাশাপাশি ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক, যা এখানে মানা হয়নি।

নোটিশের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা হাইকোর্টে রিট দায়ের করলে গত ১২ মার্চ আদালত দুই মাসের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া পৃথক আরও দুটি রিটের প্রেক্ষিতে উচ্ছেদ নোটিশের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়।

সুনামগঞ্জে সুদখোরদের যন্ত্রণায় বাড়ি ছাড়া সুরুজ আলী ফিরলেন লাশ হয়ে

সুনামগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের মৃত ফকরুল আলীর ছেলে সুরুজ আলী (৫০)। অভাবের সংসার চালাতে গিয়ে এলাকার দাদন ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়েন। গ্রামের কিছু সুদখোরদের কাছে চড়া সুদে টাকা আনেন। যা বছরের পর বছর চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকে। কোন একসময় ওই সুদখোরদের ঋণের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। পরে উপজেলার শ্যামারচর এলাকার আরেক দাদন ব্যবসায়ীর কাছে বাড়ি বন্ধক দিয়ে ২ লাখ টাকা আনেন। অবশেষে চক্রবৃদ্ধি সুদের বোঝা সইতে না পেরে গত তিন বছর আগে ঘরবাড়ি ফেলে পাড়ি জমান সিলেটে। স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়ে সন্তানকে নিয়ে থাকতেন ভাড়া বাসায়। বড় ছেলেকে সাথে নিয়ে করতেন নির্মাণ শ্রমিকের কাজ।

প্রতিদিনের ন্যায় গত রোববার ঢালাইয়ের কাজ করার জন্য, সিলেট নগরীর আম্বরখানা থেকে একটি ডিআই পিকআপে উঠে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে লালাবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে তেলিবাজার এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি।

গত সোমবার সুরুজ আলীর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তার স্ত্রী ছফিনা বেগম মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন 'ও আল্লাহ গো এখন আমরা কিতা করমু ? বাড়ি বন্ধক দিয়ে টেকা নিছি ২ লাখ। ওই টাকার লাভ দিয়া হারছি ২ লাখ। এরপরেও সুদের আসল টেকা থেকেই যায়। গাওর মাইনসে ঋণ পায়'।

সুরুজ আলীর বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখা হয়, পাওনাদার কামরুল ইসলামের সাথে। তিনি এ প্রতিবেদককে জানান, গ্রামের অনেক মানুষ তার কাছে টাকা পায়। সুরুজ আলী প্রায় ৭ লাখ টাকা ঋণী। এর জন্য বাড়ি বন্ধক দিয়েছিলেন সুরুজ আলী। এরপরেও মানুষের ঋণ দিতে না পেরে একসময় বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কামরুল ইসলাম বলেন, 'আমিও তার কাছে ৩০ হাজার টাকা পাই। দেড়া সুদে দিয়েছিলাম ৫ বছর হয়েছে। সুরুজ আলী আমার এক টাকাও দেয়নি। এখন তার লাশ বাড়িতে আইলে, আমরা গ্রামের মানুষই তার দাফনের ব্যবস্থা করবো'।

কেবল সুরুজ আলী নন, গত রোববার ভোরে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের তেলিবাজার এলাকায় ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যান দিরাই উপজেলার আরও তিনজন। তারা হলেন, উপজেলার রফিনগর ইউনিয়নের সেচনী গ্রামের বশির মিয়ার মেয়ে মুন্নী বেগম (২৫), ভাটিপাড়া ইউনিয়নের নুরনগরের মৃত নুর সালামের ছেলে ফরিদুল ইসলাম (৩২) ও ভাটিপাড়া গ্রামের রামিন মিয়া (৪০)।

নিহতদের বাড়িতে চলছে কেবলই মাতম। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে চরম অসহায় হয়ে পড়েছেন তিন অবুঝ সন্তানের জননী অন্ত:সত্ত্বা ফরিদুলের স্ত্রী খাদিজা বেগম।

ভাটিপাড়া ইউপি সদস্য নুরনগর গ্রামের শামসুল ইসলাম জানান, আমার চাচাতো ভাই ফরিদুল একজন গরীব মানুষ। কাজ করলে তার সংসার চলতো। এই অভাব অনটন মেটাতে সিলেটে থেকে ঢালাইয়ের কাজ করতো সে। স্বপ্ন ছিল তার পৈতৃক ভিটাতে একটি ঘর করবে। গত দুইদিন আগে সে বাড়িতে এসেছিলো ধান কাটার কাজে। এসময় আমার সাথে কথা হয়, বলেছিল আমার জমির ধান কেটে দেবে। এমন সময় তার স্ত্রীর শারীরিক সমস্যার কারণে সিলেটে চলে যাবে বললে, আমিও বলি তুই চলে যা। ওইদিনই সে সিলেট চলে যায়। আর আজ লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তার।

রফিনগরের সেচনী গ্রামের মুন্নী তিন সন্তান রেখে ওই দুর্ঘটনায় মারা যান। তার চাচাতো ভাই হাফিজ আবু জর জানান, প্রায় তিন বছর আগে তিন সন্তানের জননী মুন্নীকে তালাক দেয় তার স্বামী। এরপর বাবার বাড়ি চলে আসে মুন্নী। বাবার অভাবের সংসারের কারণে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে পেটের তাগিদে সিলেট চলে যায়। প্রতিদিন যা আয় রোজগার হতো তা নিয়ে কোন রকমে সংসার চলতো মুন্নী বেগমের।

উল্লেখ্য, গত রোববার রাতে নিহতদের লাশগুলো গ্রামে পৌঁছালে স্বজনদের আহাজারিতে পুরো এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে এবং রাতেই জানাজার পর পারিবারিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়।

চোখের এই ৪ লক্ষণে হার্টের অবস্থা জানুন

পোস্ট ডেস্ক : হঠাৎ করেই হার্ট অ্যাটাক হয়। কিন্তু এই হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো অধিকাংশ মানুষ উপেক্ষা করে থাকেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হার্ট অ্যাটাকের আগে শরীর কিছু সংকেত দেয়। যা সময়মতো শনাক্ত করা গেলে বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব। বিশেষ করে আমাদের চোখ ৩০ দিন আগে থেকেই হার্ট অ্যাটাকের ইঙ্গিত দিতে পারে। এই বিষয়টি সম্পর্কে আগে থেকে জেনে রাখা জরুরি।

হার্ট অ্যাটাকের প্রধান ৪ লক্ষণ যা চোখ দিয়েই বোঝা যায়

১. চোখের পাতার চারপাশে হলুদ বা সাদা দাগ তৈরি হওয়াকে চিকিৎসা ভাষায় জ্যানথেলাসমা বলা হয়। এই অবস্থা শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি নির্দেশ করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। জ্যানথেলাসমা সাধারণত চোখের চারপাশে ছোট ছোট চর্বি জমার মতো দেখা যায়। এই স্তরগুলি হৃদপিণ্ডের ধমনীতে বাধা নির্দেশ করে, যা হার্ট অ্যাটাকের মতো গুরুতর অবস্থার কারণ হতে পারে। যদি আপনি এই ধরনের লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেন, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনার কোলেস্টেরল পরীক্ষা করুন।

২. চোখের মণির চারপাশে ধূসর বা সাদা বৃত্ত গঠনও হৃদরোগ সম্পর্কিত সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। একে আর্কাস সিনিলিস বলা হয়। এই রিংটি কোলেস্টেরল বৃদ্ধির লক্ষণ এবং রক্ত ধমনীতে চর্বি জমার ইঙ্গিত দেয়। এই অবস্থাটি প্রায় উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা স্থূলত্বের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। এই বৃত্ত ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং এটি উপেক্ষা করলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে, একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

৩. যদি আপনার দৃষ্টি ঘন ঘন ঝাপসা হয়ে যায়, অথবা চোখে ঝিনঝিন অনুভূতি হয়, তাহলে এটি হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। হৃদপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটলে সাধারণত এই

সমস্যা দেখা দেয়।যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন না, প্রচুর মানসিক চাপ নেন, অথবা যাদের খাদ্যাভ্যাসও ভারসাম্যহীন হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে, রক্ত প্রবাহ সঠিকভাবে চোখে পৌঁছাতে পারে না, যার ফলে এই সমস্যা হয়। যদি এই লক্ষণটি বারবার দেখা দেয়, এটিকে হালকাভাবে নেবেন না।

৪. চোখ ঘন ঘন ফোলা বা লালচে ভাব হৃদরোগের একটি বড় লক্ষণ হতে পারে। এই সমস্যাটি তখন দেখা যায়, যখন শরীরে তরল ধারণ বৃদ্ধি পায়, যা হৃদপিণ্ড সঠিকভাবে পাম্প না করার কারণে ঘটে থাকে। চোখের নিচে ফোলাভাব এবং লালভাব সাধারণত বেশি দেখা যায় এবং রক্তচাপ বা হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাসের ইঙ্গিত দিতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে চোখে জ্বালাপোড়া বা ভারী ভাবও অনুভূত হতে পারে। যদি এই লক্ষণগুলি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

হার্ট অ্যাটাক এড়ানোর উপায়

স্বাস্থ্যকর খাবার খান: কোলেস্টেরল এবং ট্রান্স ফ্যাট এড়িয়ে চলুন। তাজা ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য খান। মাছ, বাদাম এবং হৃদরোগের জন্য উপকারী চর্বি খান।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন: প্রতিদিন ৩০ মিনিট দ্রুত হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে।

মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন: মানসিক চাপ হৃদরোগের একটি প্রধান কারণ। যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করুন।

ধূমপান এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন: ধূমপান এবং অতিরিক্ত মদ্যপান হৃদপিণ্ডের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে কম ঘুমালে শরীরে হতে পারে যে রোগ

পোস্ট ডেস্ক : বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ রাতে ঘুম না আসার সমস্যায় ভোগেন। ব্যস্ত জীবনযাপন ও দুশ্চিন্তা বাড়ার ফলে অল্প বয়সেই জাঁকিয়ে বসছে অনিদ্রার এই সমস্যা। সারা দিন পরিশ্রমের পরও রাতে দুই চোখের পাতা এক হয় না। কিন্তু সুস্বাস্থ্যের জন্য ঘুমের বিকল্প নেই।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত জরুরি। এমনকি কম ঘুমালে শরীরে হানা দিতে নানা রোগ, এমনই তথ্য উঠে এসেছে নতুন এক গবেষণায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র তিন রাতের খারাপ ঘুমও হার্টের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এ বিষয়ে সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১৬ জন সুস্থ তরুণের ওপর একটি পরীক্ষা করেছেন। সেই পরীক্ষাতেই উঠে এসেছে, মাত্র তিন রাত ৪ ঘণ্টা ঘুমালেই রক্তে প্রদাহজনক প্রোটিনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে পায়।

আর এই প্রোটিনগুলো দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ মাত্রায় থাকলে রক্তনালির ক্ষতি করে। একইসঙ্গে হৃদরোগ, হার্ট ফেইলিওর ও অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের ঝুঁকি বাড়ায়। যা অকালে ডেকে আনে মৃত্যুফাঁদ।

এই সমস্যা শুধু বয়স্কদেরই নয়, বিপদে পড়তে পারেন কমবয়সিরাও।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা দুটি ঘুমের রুটিন অনুসরণ করেন। একটি দল তিন রাত স্বাভাবিক ঘুম অর্থাৎ সাড়ে ৮ ঘণ্টা ঘুমায় এবং আরেকটি দল ঘুমায় তিন রাত ৪ ঘণ্টার খানিকটা বেশি সময়। প্রতিটি ঘুমের পর্বের পরে তারা একটি স্বল্প সময়ের হাই-ইনটেনসিটি সাইক্লিং ওয়ার্কআউট করেন এবং তাদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এরপরই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের শরীরের বিভিন্ন পরিবর্তন নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হয়।

এসব পরীক্ষার পর গবেষকরা জানান, নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুম হার্ট সুস্থ রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অল্প সময়ের খারাপ ঘুমও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত ও গুণগত মানের ঘুম প্রয়োজন।

রক্তচাপ কেড়ে নিতে পারে দৃষ্টিশক্তি

পোস্ট ডেস্ক : রক্তচাপ বাড়লে বেশিরভাগ মানুষ ভয় পান হার্টঅ্যাটাকের। উচ্চ রক্তচাপ হার্টের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু হাইপারটেনশন শুধু যে হার্টের জন্য ক্ষতিকর তা নয়। ভয় রয়েছে চোখেরও। রক্তচাপ বেশি থাকলে তা চোখেরও ক্ষতি হতে পারে। এমনকী উচ্চ রক্তচাপের কারণে দৃষ্টিশক্তিও হারাতে পারেন।

চোখের স্ট্রোকের জন্য কি হাইপারটেনশন দায়ী?

চোখের চিকিৎসক ডা. সুমন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'হাইপারটেনশনের কারণে চোখের একাধিক ক্ষতি হতে পারে।' উচ্চ রক্তচাপে চোখের রেটিনার শিরায় ব্লকেজ তৈরি হয়। এর ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এই অবস্থাকে 'সেন্টাল রেটিনাল ভেইন অকুলেশন' বলা হয়। এটি শিরার পাশাপাশি ধমনীতেও হতে পারে বলে জানিয়েছেন ডা.

মুখোপাধ্যায়। আসলে চলতি ভাষায় এই অবস্থাকেই চোখের স্ট্রোক বলা হয়।

সিআরভিও-এ কি দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন?

সিআরভিও-এর একাধিক উপসর্গ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে কমন হলো- হঠাৎ করে একটা চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া। এছাড়া চোখে রক্তপাত হলে চোখের ভিতর কালো ঝুলের মতো অংশ দেখা যায়।

'সিআরভিও-এর চিকিৎসা হলো ইনজেকশন বা রেটিনাল লেজার' বলেন ডা. মুখোপাধ্যায়। সিআরভিও হলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি কতটা ক্ষতিকর?

ডা. মুখোপাধ্যায়ের সংযোজন, 'প্রেশার খুব বেশি থাকলে চোখের ভিতর যে অপটিক নার্ভ থাকে, তারও মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।' এই অবস্থায় চোখে রক্তপাতও হতে পারে। একে চিকিৎসার ভাষায় হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি বলা হয়।

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি কি গর্ভবতীদেরও হয়?

হাইপারটেনশনে ভয় রয়েছে অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরও। অনেক সময় গর্ভাবস্থায় হবু মায়ের ব্লাড প্রেশার অত্যধিক বেড়ে যায়। যাকে বলে প্রেগন্যান্সি হাইপারটেনশন বা 'একলাম্পসিয়া'। এই অবস্থা তৈরি হলে মস্তিষ্কে রক্তপাত হয়। এই পর্যায়ে পৌঁছনোর ঠিক আগে চোখের উপর প্রভাব পড়ে। দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। এই লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে, 'একলাম্পসিয়া' খারাপ দিকে এগোচ্ছে '

অস্ত্রোপচারের সময় প্রেশার কন্ট্রোলে রাখা দরকার কেন?

এছাড়া অস্ত্রোপচারের সময় প্রেশার বারবার যাচাই করা দরকার। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ থাকা অবস্থায় অস্ত্রোপচার করলে চোখে রক্তপাত হতে পারে এবং চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা

ডা. মারুফ রায়হান খান

ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভাইরাস। যা সাধারণত শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছাড়ায়। যখন একজন সংক্রামিত ব্যক্তি হাঁচি, কাশি বা কথা বলে তখন এটি ছড়াতে পারে। তাছাড়া ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ, নাক বা চোখ স্পর্শ করলেও ভাইরাস সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তবে সবচেয়ে বিপদজনক যেটি সেটি হলো এই ভাইরাস সংক্রমণের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৬ গুণ বেড়ে যায়। ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমিত হলে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত আছে। তাই আসুন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ জেনে নেওয়া যাক। এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ বিশেষজ্ঞ ডা. মারুফ রায়হান খান।

ইনফ্লুয়েঞ্জা কীভাবে ছড়ায়, এর ঝুঁকি, লক্ষ্মণ ও এই ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায়-

১. নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে প্রকাশিত একটি স্টাডিতে দেখা গেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হবার ঝুঁকি ৬ গুণ বেড়ে যায়।

২. ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলসে হওয়া একটি রিসার্চে ইনফ্লুয়েঞ্জাকে হার্ট অ্যাটাকের ট্রিগার হিসেবে দেখানো হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফেকশানের প্রথম ৩ দিনে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে।

৩. ৫০ বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মৃদু ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণও হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণ করতে পারে।

৪. ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডেটা অ্যানালাইজ করে দেখা যায়, যাদের আগে কখনোই ইশকেমিক হার্ট ডিজিজ ছিল না তাদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের পর ১৬.৬ গুণ পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

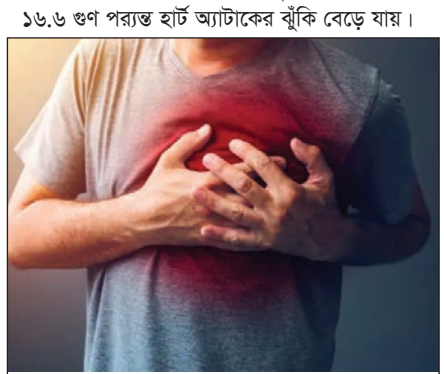

৫. ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণে সিস্টেমিক ইনফ্লুযামেশন, এনডোথেলিয়াল ডিসফাংশন ও এথেরোসক্লেরোটিক প্ল্যাকের রাপচার হতে পারে। যা অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম তথা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়।

৬. ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের পিক টাইমে হার্ট ফেইলিওরের পেশেন্টদের হসপিটালাইজেশান ১৯% ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে হয়ে থাকে।

৭. ২০১০-২০১৮ সালের মধ্যে ৮০০০০-এর বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর পরিচালিত সিডিসি-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণে ভর্তি রোগীদের প্রায় ১২% পরবর্তীতে অ্যাকিউট হার্ট ফেইলিওর বা ইশকেমিক হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছেন। যাদের ৩০%-এর আইসিইউ সাপোর্ট লেগেছে। ৭% হাসপাতালে মারা গেছেন।

৮. ঔঅগঅ ঘবঃড়িৎশ ঙঢ়বহ এ একটি মেটা-অ্যানালাইসিস প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখে গেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন মেজর অ্যাডভার্স কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টের ঝুঁকি ৩৪% কমাতে পারে। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেল, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন গ্রহণকারীদের মধ্যে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমের ঝুঁকি ৩৭% কম।

৯. ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি তাদের সর্বশেষ গাইডলাইনে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমের রোগীদের বার্ষিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিতে জোরালোভাবে রিকমেন্ড করেছে। মূলত মেজর অ্যাডভার্স কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে এই ক্লাস ওয়ান রিকমেন্ডেশান।

১০. আমাদের দেশে যে 'সিজনাল ফ্লু' হয় তার জন্য প্রধানত দায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

ওউউঈজ ওঈউউজ,ই-এর ডেটা বলছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বাংলাদেশে সারা বছরই হয়। তবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি হয় জুন ও জুলাই মাসে।

১১. হেলথ এক্সপার্টগণ রিকমেন্ড করছেন, পিক শুরু হবার আগেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে। বিশেষ করে হেলথকেয়ার ওয়ার্কার, বয়স্ক মানুষ, হৃদরোগী ও যাদের ক্রনিক ডিজিজ রয়েছে।

১২. হাত ধোয়া, মাস্ক পরা ও জনসমাগম যথাসাধ্য এড়িয়ে চলা ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক।

ইতালিতে ছোট ভাইকে খুন, এবার বেরিয়ে এলো দুই নারীর চক্রান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইতালিতে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুনের ঘটনায় বেরিয়ে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। নিহত প্রবাসী নয়ন ফকির ও অভিযুক্ত হুমায়ুন ফকিরের মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রামের বাসিন্দা।

দুই ভাইয়ের পারিবারিক ও আর্থিক দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডে গড়ায় বলে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে প্রকাশ। এ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে দুই নারীর চক্রান্ত রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হুমায়ুন ফকির দীর্ঘদিন ধরে ইতালিতে বসবাস করছেন। ২০২৩ সালে তিনি ছোট ভাই নয়ন ফকিরকেও ইতালিতে নিয়ে যান। বিদেশে নেওয়ার জন্য খরচ হওয়া অর্থ ধীরে ধীরে পরিশোধ করছিলেন নয়ন। একপর্যায়ে হুমায়ুন গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এর পর থেকেই পরিবারে বিরোধ বাড়তে থাকে। এ ঘটনার নেপথ্যে কেবল এক ভাইয়ের ক্ষোভ নয়, বরং কাজ করেছে দুই নারীর দ্বন্দ্ব-হিংসা এবং আর্থিক লালসা। টাকার মেশিন ছোট ভাই নয়নের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে স্বামী হুমায়ুনকে উসকানি দিতেন তার দুই স্ত্রী। খুনের পর শোকাতুর মা-বাবার বিরুদ্ধে লুটপাটের মামলাও করেছেন প্রথম স্ত্রী।

এলাকাবাসী ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নয়ন পরিবারের ব্যয় বেশি বহন করতেন। বাবার অসুস্থতার সময় ৩ লাখ টাকা দিয়ে চিকিৎসা করানো থেকে শুরু করে সংসারের প্রতিটি খরচ তিনি বহন করতেন। সম্প্রতি পাশের এলাকায় ১০ শতাংশ জায়গা প্রায় ৪০ লাখ টাকা দিয়ে কেনেন তিনি। নয়নের এই অভাবনীয় সাফল্যই বড় ভাইয়ের দুই স্ত্রীর চোখে বিষ হয়ে দাঁড়ায়। হুমায়ুনের প্রথম স্ত্রী (আমেনা আফরিন) এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী তায়েবা- এই দুই নারীই নয়নের প্রতি হুমায়ুনকে খেপিয়ে তুলেছিলেন। তারা প্রতিনিয়ত হুমায়ুনকে খোঁচা দিয়ে বলতেন, 'তুমি বড় ভাই হয়েও ইতালিতে থেকে কিছুই করতে পারছো না, অথচ ছোট ভাই এত ধন-সম্পদ বানাচ্ছে' এই তুলনা আর হিংসার আগুনে পুড়ে হুমায়ুন নিজের ভাইয়ের শত্রু হয়ে ওঠেন। নয়নকে খুন করার দিন হুমায়ুন তার প্রথম স্ত্রীকে একটি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দম্ভ করে লিখেছিলেন আজ নয়নকে মেরেই আমি ভাত খাবো। অর্থাৎ, এই হত্যাকাণ্ড কোনো তাৎক্ষণিক রাগ নয়, বরং এটি ছিল ঠান্ডা মাথায় করা এক নৃশংস পরিকল্পনা, যার কথা তার প্রথম স্ত্রী আগে থেকেই জানতেন।

এ বিষয়ে হুমায়ুনের দ্বিতীয় স্ত্রী তাইয়েবা বলেন, 'দুই ভাইয়ের মধ্যে টাকাপয়সা নিয়ে সমস্যা ছিল। সেই দ্বন্দ্ব থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। এখানে আমার কোনো দোষ নেই।'

নিহত নয়নের মা বড় ছেলে হুমায়ুনের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে বলেন, 'আমার ছোট ছেলে নির্দোষ ছিল। তাকে অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। দুই স্ত্রীর চাপে পড়ে হুমায়ুন এই কাজ করেছে।'

নয়নের মৃত্যুর পর শোকে স্তব্ধ পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছেন হুমায়ুনের প্রথম স্ত্রী আমেনা আফরিন। তিনি নয়নের বৃদ্ধ মা-বাবা এবং তার ননদের বিরুদ্ধে থানায় চুরির মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় তিনি দাবি করেছেন, শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদ মিলে তার বাসায় লুটপাট চালিয়েছে এবং ১ লাখ টাকাসহ টিভি-ফ্রিজ নিয়ে গেছে। এ মামলার ঘটনায় এলাকাবাসীকে স্তম্ভিত। প্রসঙ্গত, ইতালির লেইজ শহরে দুই ভাইয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে বড় ভাই হুমায়ুন ফকিরের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন ছোট ভাই নয়ন ফকির। মোবাইলে ভিডিও কলে ছোট ভাইয়ের মরদেহ দেখাচ্ছিলেন হুমায়ুন এবং তাকে হত্যার কথাও স্বীকার করেন তিনি। ঘটনার পর ইতালির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযুক্ত হুমায়ুনকে আটক করেছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডে ৫৮ নিহতের পরিচয় শনাক্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ২০১৩ সালে হেফাজতের আন্দোলনে সারা দেশে ৫৮ নিহতের পরিচয় শনাক্ত করার তথ্য জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম।

তিনি বলেন, শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের ঊর্ধ্বতনদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। এই মামলায় প্রধান আসামি হবেন শেখ হাসিনা।

মঙ্গলবার (৫ মে) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এ কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর।

তিনি জানান, শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের ঊর্ধ্বতনদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। এছাড়া, সরকারের হেফাজতে ইসলামকে নিধনের উদ্দেশ্য ছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ ঘটনায় ৯০ শতাংশ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৭ জুনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে প্রসিকিউশন। মামলায় ৩০ জনের বেশি আসামি করা হতে পারে বলেও জানান আমিনুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবমাননার প্রতিবাদ এবং ১৩ দফা দাবিতে ২০১৩ সালের ৫ মে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি ঘোষণা করে হেফাজতে ইসলাম। ওই দিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আলেম, মাদরাসাশিক্ষার্থী ও সমর্থকরা রাজধানীতে সমবেত হন। কর্মসূচি শেষে তারা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে অবস্থান নেন।

সেদিন দিনভর উত্তেজনা বিরাজ করছিল এলাকায়। সন্ধ্যার আগেই দুজনের মরদেহ সমাবেশস্থলের অস্থায়ী মঞ্চের সামনে আনা হয়। পরে মধ্যরাতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালালে পরিস্থিতি সহিংস রূপ নেয়। গুলি, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় সমাবেশ। এতে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। এ ঘটনার নিহতের সংখ্যা নিয়ে শুরু থেকেই ভিন্ন ভিন্ন তথ্য সামনে আসে। ২০২৫ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলাম তাদের পক্ষ থেকে ৯৩ জনের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে। তারা জানিয়েছিল, যাচাই-বাছাই শেষে এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

এর আগে, ২০২১ সালের ১০ জুন মানবাধিকার সংগঠন অধিকার তাদের এক প্রতিবেদনে ৬১ জনের নাম সংগ্রহের কথা জানায়। ২০১৪ সালে 'শহিদনামা' নামে একটি গ্রন্থে ৪১ জন নিহতের তথ্য তুলে ধরা হয়।

ঘটনার ১৩ বছর পার হলেও এখনো বিচার সম্পন্ন হয়নি। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিষয়টি আবারও আলোচনায় এসেছে। জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব আজিজুল হক ইসলামাবাদী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি অভিযোগ দাখিল করেন।

ওই অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকারসহ মোট ৫৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু, মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান, সাবেক তিন পুলিশপ্রধান হাসান মাহমুদ খন্দকার, বেনজীর আহমেদ ও এ কে এম শহিদুল হক এবং পুলিশের সাবেক উপমহাপরিদর্শক মোল্যা নজরুল ইসলামও রয়েছেন।

আজিজুল হক ইসলামাবাদী বলেন, তৎকালীন সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বর্তমানে কারাগারে আছেন এবং বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহও এগিয়ে চলছে। তার আশা, শাপলা চত্বরের ঘটনায় দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করা সম্ভব হবে।

শপথ নিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৯ সংসদ সদস্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত ৪৯ সদস্যদের শপথ সম্পন্ন হয়েছে। রোববার রাত ৯টায় রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। গত ৩০ এপ্রিল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪৯ সংসদ সদস্যের নাম ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী সংরক্ষিত নারী আসনগুলোয় রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুকূলে বণ্টন করা আসনের ভিত্তিতে বিএনপি জোট থেকে ৩৬ জন, জামায়াতে ইসলামীর জোট থেকে ১২ জন এবং স্বতন্ত্র জোট থেকে ১ নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে জামায়াত জোটের প্রার্থী এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা হলেও তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেনি ইসি। ফলে তিনি শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেননি।

বিএনপি জোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা হলেন, সেলিমা রহমান, শিরীন সুলতানা, রাশেদা বেগম হীরা, রেহানা আক্তার রানু, নেওয়াজ হালিমা আরলী, ফরিদা ইয়াসমিন, বিলকিস ইসলাম, সাকিলা ফারজানা, হেলেন জেরিন খান, নিলোফার চৌধুরী মনি, নিপুন রায় চৌধুরী, জিবা আমিনা খান, মাহমুদা হাবীবা, মোসা. সাবিরা সুলতানা, সানসিলা জেবরিন, সানজিদা ইসলাম, সুলতানা আহমেদ, ফাহমিদা হক, আন্না মিনজ, সুবর্ণা সিকদার, শামীম আরা বেগম স্বপ্না, মোসাম্মৎ শাম্মী আক্তার, ফেরদৌসী আহমেদ, বীথিকা বিনতে হোসাইন, সুরাইয়া জেরিন, মানসুরা আক্তার, জহরত আদিব চৌধুরী, মমতাজ আলো, ফাহিমা নাসরিন, আরিফা সুলতানা, সানজিদা ইয়াসমিন, নাদিয়া পাঠান পাপন, শওকত আরা আক্তার, মাধবী মারমা, সেলিনা সুলতানা ও রেজেকা সুলতানা।

জামায়াত জোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা হলেন, নূরুন্নিসা সিদ্দীকা, মারজিয়া বেগম, সাবিকুন্নাহার, নাজমুন নাহার, মাহফুজা হান্নান, সাজেদা সামাদ, শামছুন্নাহার বেগম, মারদিয়া মমতাজ, রোকেয়া বেগম, মাহমুদা আলম মিতু, তাসমিয়া প্রধান ও মাহবুবা হাকিম। এ ছাড়া স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সুলতানা জেসমিন।

স্থানীয় নির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী ঘোষণা করবে এনসিপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেছেন, আগামী ১০ মে উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেয়র প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। আমরা এখন এককভাবে প্রত্যেকটি জায়গায় স্থানীয় নির্বাচনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা করবো।

গত মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের এনসিপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান। সারজিস বলেন, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আমাদের ১০০টি উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়রপ্রার্থী দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কিছু সমস্যার কারণে আমরা তারিখটি পিছিয়ে নিয়েছি। আশা করছি আগামী ১০ মে'র মধ্যে এনসিপি থেকে প্রাথমিকভাবে সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও মেয়র পদপ্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করতে পারবো।

তিনি আরও বলেন, এছাড়া এ মাসের মধ্যেই সাতটি সিটি করপোরেশনে এনসিপি সমর্থিত মেয়র পদপ্রার্থীদের নাম আমরা ঘোষণা করবো। এখন আমরা ১১ দলীয় জোটে আছি। বিরোধীদল হিসেবে রাজনীতি করছি। সংসদে ভূমিকা পালন করছি। কিন্তু একই সঙ্গে এনসিপি এককভাবে, সাংগঠনিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া, আমরা সেই প্রক্রিয়ায় কাজ করছি এবং এ কারণে আমরা এখন এককভাবে প্রত্যেকটি জায়গায় স্থানীয় নির্বাচনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা করবো।

সারজিস বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে আবার স্থানীয় সরকার নির্বাচন পিছিয়ে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তারা এরই মধ্যে জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনে প্রশাসক বসিয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে কোনো উপজেলা চেয়ারম্যান এই মুহূর্তে তার পদে নেই। তারা আবার তাদের পূর্বের ক্ষমতাসীনদের মতো ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পাঁয়তারা শুরু করেছে। শুনতে পাচ্ছি তারা নাকি উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করার চেষ্টা করছে। এ ধরনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা তাদের জন্য হিতে বিপরীত হবে। এজন্য আমরা আহ্বান করব সিটি করপোরেশন এবং উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচন এ বছরের মধ্যেই দিতে হবে।

মে মাসের ৪ দিনেই রেমিট্যান্স ৫ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি মাসের প্রথম ৪ দিনেই দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৫ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫ হাজার ৫৯৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা (১২২ টাকা ৭৫ পয়সা রেট অনুযায়ী)। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ১১ কোটি ৪০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

মঙ্গলবার (৫ মে) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, চলতি মে মাসের প্রথম ৪ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৫ কোটি ৬০ লাখ ডলার। আর গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ৩১ কোটি ২০ লাখ ডলার। অর্থাৎ বছর ব্যবধানে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে।

চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ৪ মে পর্যন্ত দেশে এসেছে ২ হাজার ৯৭৮ কোটি ৯০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। বছর ব্যবধানে যা বেড়েছে ১৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।

এর আগে, গত এপ্রিলে দেশে এসেছে ৩১২ কোটি ৭৩ লাখ মার্কিন ডলার। আর গত মার্চে দেশে এসেছিল ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। যা দেশের ইতিহাসে যে কোনো এক মাসের সর্বোচ্চ।

গত ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারি মাসে যথাক্রমে দেশে এসেছে ৩০২ কোটি ৭ লাখ ৬০ হাজার ও ৩১৭ কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। গত ডিসেম্বরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩২২ কোটি ৬৭ লাখ ডলার; নভেম্বরে এসেছিল ২৮৮ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স।

হামে মৃত্যুর মিছিল : দেড় মাসে ৩১৭ শিশুর মৃত্যু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশ জুড়ে হামের প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। থামছে না শিশু মৃত্যুর মিছিল। বলা হচ্ছে- হামের টিকা না পাওয়া শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে দেশে হঠাৎ কেন এই পরিস্থিতি হলো। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র বলছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে হামের প্রয়োজনীয় টিকা না কেনার কারণে অনেক শিশু নিয়মিত টিকা পায়নি। যার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশে গুরুতর এই স্বাস্থ্য সংকট নিয়ে এখনো কোনো তদন্ত শুরু হয়নি বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

নির্বাচিত সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে টিকা কার্যক্রম শুরু করলেও আগের ঘাটতির কারণে এখন প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এই সময়ে নতুন করে হামে আক্রান্ত হয়েছে এবং হামের উপসর্গ পাওয়া গেছে এমন শিশুর সংখ্যা ১ হাজার ৪৪৫ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, হামে এবং হামের উপসর্গ নিয়ে গত দেড় মাসে সারা দেশে ৩১৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে হামে মৃত্যু হয়েছে ৫৪ শিশুর। আর হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ২৬৩ জন। একই সময়ে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়েছে (পরীক্ষায় প্রমাণিত) ৫ হাজার ৭২৬ জন। আর হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে এসেছে ৪২ হাজার ৯৭৯ জন। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি। এ বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ১৬৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে ২৩ হাজার ৩৬০ জন। এই হিসাব গত ১৫ই মার্চ সকাল ৮টা থেকে ৩রা মে সকাল ৮টা পর্যন্ত সময়ের।

সরকারি হিসাবে দেশে বর্তমানে হামের টিকার ঘাটতি নেই। এমনকি ২ কোটির বেশি ডোজ মজুত রয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যদি টিকা থাকে, তাহলে কেন এত সংক্রমণ ও মৃত্যু।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সমস্যার মূলে রয়েছে টিকাদান কভারেজ ও বাস্তবায়নে। ২০২৫ সালে প্রথম ডোজের কভারেজ নেমে আসে ৯২.৭৩ শতাংশে, যা ২০২৪ সালে ছিল প্রায় ৯৮ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হামের ক্ষেত্রে হার্ড ইমিউনিটি পেতে অন্তত ৯৫ শতাংশ কভারেজ প্রয়োজন, যা বাংলাদেশ কখনোই পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত শিশুদের প্রায় ৩৪ শতাংশের বয়স ৯ মাসের কম-অর্থাৎ টিকা নেয়ার উপযুক্ত বয়সের আগেই তারা সংক্রমিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এর পেছনে মায়ের শরীরে পর্যাপ্ত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব, অপুষ্টি ও সামগ্রিক হার্ড ইমিউনিটির ঘাটতিকে দায়ী করছেন।

সামপ্রতিক বছরগুলোতে কেবল বাংলাদেশ নয়, প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশে হামের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতে ১৫ হাজার ৭৫০ জন, ইয়েমেনে ১১ হাজার ৮৫ জন, পাকিস্তানে ৮ হাজার ৭২১ জন, মেক্সিকোতে ৮ হাজার ৫ জন, অ্যাঙ্গোলাতে ৭ হাজার ৩৭৩ জন, ইন্দোনেশিয়ায় ৫ হাজার ৮২২ জন, কাজাখস্তানে ৫ হাজার ৫৯৯ জন, ক্যামেরুনে ৫ হাজার ১০৯ জন, সুদানে ৩ হাজার ৬৮৯ জন এবং লাওসে ৩ হাজার ৩০৪ জন হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই তথ্য বলছে, ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত হামের প্রাদুর্ভাবে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ছিল না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে হামের টিকার প্রথম ডোজের কাভারেজ ছিল ৯২ দশমিক ৭৩ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ডোজের ৯০ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০২৪ সালের হামের টিকার প্রথম ডোজের কাভারেজ ছিল ৯৭ দশমিক ৯৬ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ডোজের ৯৬ দশমিক ১৫ শতাংশ। ২০২৩ সালের হামের টিকার প্রথম ডোজের কাভারেজ ছিল শতভাগ। দ্বিতীয় ডোজের কাভারেজ ৯৮ দশমিক ০৮ শতাংশ, যা পরে পরিচালিত কাভারেজ ইভ্যালুয়েশন সার্ভে অনুযায়ী ৮৬ দশমিক ১ এবং ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ২০২৩ সালে ইপিআই কর্মসূচির প্রদর্শিত ক্রুড কাভারেজের সঙ্গে কাভারেজ ইভ্যালুয়েশন সার্ভের ডাটায় হামের টিকার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পার্থক্য আছে। জানা গেছে, বিগত সময়ের তথ্য-উপাত্ত সামনে এনে তার সঙ্গে টিকা কাভারেজের তুলনা করা হচ্ছে। অথচ এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ওই সময়কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য-উপাত্ত অতিরঞ্জিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যা ইপিআই বা টিকাদান কর্মসূচির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আঞ্চলিক সংবাদ প্রতিবেদন

স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনে ব্যাহত টিকাদান: ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্বাস্থ্য সহকারীদের আন্দোলনের কারণে টিকাদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। কয়েক মাস ধরে অনিয়মিত রিপোর্টিং ও মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বন্ধ থাকায় প্রকৃত কাভারেজ কমে যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় ধাক্কা এসেছে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের দীর্ঘদিনের কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) বাতিলের সিদ্ধান্ত থেকে। এই কর্মসূচির আওতায় টিকাদানসহ গুরুত্বপূর্ণ সেবা পরিচালিত হতো। ২০২৫ সালে এটি বাতিল করে নতুন ব্যবস্থায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও 'এক্সিট প্ল্যান' না থাকায় তৈরি হয় বড় শূন্যতা। ব্রিজিং প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব, জনবল সংকট ও অর্থায়ন জটিলতায় টিকা সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যাহত হয়।

জানা যায়, আগে যেখানে এক অনুমোদনেই টিকা কেনা সম্ভব হতো, এখন একাধিক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন লাগায় সময় বেড়ে যায় কয়েক মাস।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকা সংগ্রহে বিলম্বের কারণেই টিকাদান কাভারেজ কমে গেছে এবং তার ফলেই বর্তমান প্রাদুর্ভাব। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরেই আংশিক টিকা দেশে এলেও জাতীয় পর্যায়ের ক্যাম্পেইন শুরু হয় ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে। এতে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা ছিল বিগত সরকারের।

সরকারি হিসাবে টিকাদানের হার ৯০ শতাংশের ওপরে দেখানো হলেও স্বাধীন জরিপে তা অনেক কম পাওয়া গেছে। ফলে প্রকৃত সুরক্ষা বলয় তৈরি হয়নি, যা প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ।

সরকারের পক্ষ থেকে টিকার কোনো সংকট নেই বলে দাবি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাজেট বাড়ানো হয়েছে এবং ইউনিসেফের মাধ্যমে নিয়ম অনুযায়ী টিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দায় দিচ্ছেন মানুষের অসচেতনতা ও টিকা গ্রহণে অনীহার ওপর।

বিশ্বব্যাপী টিকা সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় ইউনিসেফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪৫ শতাংশ টিকা সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার-ইউনিসেফের একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তির আওতায় এই সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে সময়মতো, সাশ্রয়ী এবং সমতাভিত্তিকভাবে টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকার ৫০ শতাংশ টিকা ওপেন টেন্ডার মেথডে (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি) কেনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। ইউনিসেফ ও তাদের অংশীদারেরা তখন উদ্বেগ জানায়, এই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক ক্রয়প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে। এসব উদ্বেগ সত্ত্বেও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এগোনোর সিদ্ধান্ত বহাল রাখে অন্তর্বর্তী সরকার। এ সিদ্ধান্তের ফলে টিকা সংগ্রহে বিলম্ব ঘটে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রার ৬১ শতাংশ কাভার করেছি। আগামী এক সপ্তাহে শতভাগ শিশু হামের টিকার আওতায় চলে আসবে। ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় শতভাগ টিকাদানও শেষ হয়েছে। এ সময় হামের টিকা কার্যক্রম শুরু করা প্রথম ৩০টি উপজেলার একটিতেও এখন হামের রোগী নেই।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা মানবজমিনকে বলেন, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে হামের টিকা কেনা হয়নি নানা জটিলতার কারণে। জটিলতা কাটাতে সরকার চেষ্টা করেনি। যার ফলে এখন এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান এক ব্রিফিংয়ে বলেছেন, টিকা কেনার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে কোনো গাফিলতি ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজশাহীতে পুলিশের সামনেই টেন্ডার বাক্স ছিনতাই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) ব্যবহারে অযোগ্য মালামাল বিক্রির নিলামকে কেন্দ্র করে পুলিশের সামনেই দুই পক্ষের মধ্যে টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন বলে অভিযোগ উঠে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে রাজশাহীর আরডিএ ভবনে এমন ঘটনা ঘটে। আরডিএ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার অযোগ্য মালামাল বিক্রির উদ্দেশ্যে গত ২০শে এপ্রিল চারটি গ্রুপে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত ছিল শিডিউল দাখিলের শেষ সময়। নিলামকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই বিএনপি সমর্থিত নেতাকর্মীদের দু'টি গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে একদল নেতাকর্মী আরডিএ ভবনে প্রবেশ করে। তারা সেখানে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের সামনেই অতর্কিতে টেন্ডার বাক্সটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছিনতাই হওয়া টেন্ডার বাক্সটি উদ্ধার করে আরডিএ কার্যালয়ে ফিরিয়ে আনে। তবে উদ্ধার হওয়ার আগ পর্যন্ত বাক্সটির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ দরদাতারা।

আরডিএ'র সহকারী প্রকৌশলী শেখ কামরুজ্জামান জানান, দুপুর আড়াইটার দিকে উদ্ধারকৃত টেন্ডার বাক্সটি খোলা হয়। তবে যাচাই বাছাইয়ের সময় দেখা যায়, জমা পড়া বেশ কিছু দরপত্রে কাটাকাটি করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলকারী অন্য সদস্যদের অভিযোগ, বাক্স ছিনতাইয়ের পর দুর্বৃত্তরা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের জেতাতে অন্যদের দরপত্রে কাটাকাটি করে পুনরায় বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে শাহ মখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত

পরিদর্শক (ওসি) কবির হোসেন বলেন, আরডিএ'র পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। আরডিএ তরফে অভিযোগ পেলেই আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেবো। যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

পুলিশের সামনেই টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের নীরব ভূমিকার বিষয়টি তিনি স্বীকার করে বলেন, প্রথমে পুলিশ সদস্যের সংখ্যা কম থাকায় এমনটি হয়েছে।

পরবর্তীতে এ বিষয়টি আমাদের কনসার্নে থাকবেন বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, প্রায় ৪৫০টি শিডিউল বিক্রি হলেও শেষ পর্যন্ত জমা পড়েছে মাত্র কয়েকটি।

খুলনায় গুলিবিদ্ধ যুবককে ঢাকায় নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে আবারও গুলি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : খুলনা নগরে রাজু হাওলাদার (৩৮) নামের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্স লক্ষ্য করে আবারও গুলি করার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (৪ মে) দিবাগত রাত সাড়ে ১২ দিকে রূপসা উপজেলার কুদির বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত রাজু হাওলাদার লবণচরা থানার শিপইয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় হত্যা, ডাকাতিসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, গত সোমবার নগরীর লবণচরা থানার কোবা মসজিদ-সংলগ্ন এলাকায় পেটে গুলিবিদ্ধ হন রাজু। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে কখন ও কীভাবে সে গুলিবিদ্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

রাজুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সটি

রূপসা উপজেলার কুদির বটতলা এলাকায় পৌঁছালে সেটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে।

লবণচরা থানার ওসি সৈয়দ মোশারেফ হোসেন বলেন, রাজুর ওপর গুলির ঘটনা কখন ও কোথায় ঘটেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। রাতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে পাওয়া যায়। তার পেটে গুলির চিহ্ন ছিল। তার বিরুদ্ধে থানায় চারটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। ঘটনার নেপথ্যের কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কাজ করছে পুলিশ। অ্যাম্বুলেন্সে গুলির ঘটনার বিষয়ে তেমন কিছু বলতে পারেননি তিনি। তবে, বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি ঘটনাটি শুনেছেন বলে জানান।

কাটাখালী হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, লবণচরা থানার একজন আসামি চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় যাওয়ার পথে কুদির বটতলা এলাকায় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা অ্যাম্বুলেন্স লক্ষ্য করে গুলি করেছে বলে শুনেছি। পরে তারা আমাদের কাছে বিষয়টি জানিয়ে নিরাপত্তা চায়। আমরা পুলিশি নিরাপত্তা দিয়ে তাদের আমাদের থানা এলাকা পার করে দিই।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গুলি অ্যাম্বুলেন্সে লেগেছিল কি না, তারা খতিয়ে দেখেননি। রাতের বেলা তারা শুধু সহায়তা চেয়েছিল পুলিশ সেটাই করেছে। এ ঘটনায় কেউ অভিযোগ দিলে লবণচরা ও রূপসা থানা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভিসা নিয়ে শেনজেনভুক্ত ২৯ দেশ যা জানাল বাংলাদেশকে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকায় অবস্থিত শেনজেনভুক্ত ইউরোপের ২৯টি দেশের দূতাবাস ভিসা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জারি করেছে। নির্দেশনায় ভিসার মেয়াদ শেষ হলে নাগরিকদের শেনজেনভুক্ত দেশগুলোয় অবস্থান না করতে সতর্কবার্তা দিয়েছে শেনজেন দূতাবাসগুলো।

সোমবার (৪ মে) দূতাবাসগুলোর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও শেনজেনভুক্ত কোনো দেশে অবস্থান করলে সেই দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। এজন্য বিজ্ঞপ্তিতে ভবিষ্যতে নিষেধাজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান এড়াতে নাগরিকদের ভিসার নিয়মকানুন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, শেনজেন ভিসা হলো সাধারণ একটি ভিসা, যেটি দিয়ে ইউরোপের ২৯টি সদস্যভুক্ত দেশে ৯০ দিন পর্যন্ত ভ্রমণ করা যায়। অন্যদিকে ২৭টি ইউরোপীয় দেশের সমন্বয়ে শেনজেন অঞ্চল গঠিত।

সাংবাদিকতার 'নোবেল' পুলিৎজার পেলেন যারা

পোস্ট ডেস্ক : সাংবাদিকতার নোবেল খ্যাত 'পুলিৎজার পুরস্কার-২০২৬' ঘোষণা করা হয়েছে। গাজার মানবিক সংকটের ছবি তুলে 'ব্রেকিং নিউজ' বিভাগে তিনি ২০২৬ সালের এ সম্মানজনক পুরস্কারটি জিতেছেন ফিলিস্তিনি আলোকচিত্রী সাহের আলগোরা। এ ছাড়াও 'জাতীয় রিপোর্টিং' ও 'বিট রিপোর্টিং' দুই বিভাগে পুরস্কার জিতেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

সাহের মার্কিন গণমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রদায়ক হিসেবে কাজ করেন বলে জানায় তুরস্কভিত্তিক গণমাধ্যম টিআরটিওয়ার্ল্ড।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গণহত্যামূলক হামলা শুরু পর থেকে সেখানকার মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে সাহেরের তোলা ছবিতে।

ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও দুর্ভিক্ষের করুণ দৃশ্যগুলো 'মর্মান্তিক' ও 'সংবেদনশীল' আখ্যা দেন পুলিৎজার প্যানেলের প্রশাসক মারজোরি মিলার।

পুরস্কার ঘোষণার সময় বিভিন্ন ধরনের বাধার মুখেও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন মিলার। তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে স্বাধীন সাংবাদিকতার গুরুত্ব আরো বেড়েছে।

সংবাদমাধ্যমের ওপর নানা বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও এই পুরস্কার মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে যাচ্ছে।

'ট্র্যাপড ইন গাজা : বিটুইন ফায়ার অ্যান্ড ফ্যামিন' অর্থাৎ গাজায় দুর্ভিক্ষ ও হামলার ফাঁদে আটকা পড়া- এ শিরোনামে এক প্রতিবেদনে যুদ্ধের কবলে পড়া নিরীহ ও নিরপেক্ষ বেসামরিক মানুষদের দুর্দশার বাস্তবসম্মত চিত্র তুলে ধরেছেন সাহের।

বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন মায়ামি হেরাল্ড নিউজের জুলি কে. ব্রাউন। আমেরিকান অর্থদাতা এবং কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের যৌন নির্যাতনের ঘটনা উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন করে পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

'ন্যাশনাল রিপোর্টিং' বিভাগে রয়টার্স এ পুরস্কার পেয়েছে।

'বিট রিপোর্টিং' বিভাগেও এ বছরের পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছে রয়টার্স। শিশু ও ব্যবহারকারীদের ক্ষতিকর এআই চ্যাটবট ও প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের সংস্পর্শে আনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বড় প্রতিষ্ঠান মেটার ভূমিকা নিয়ে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের জন্য রয়টার্স এ পুরস্কার পেয়েছে।

এ বছর বিভিন্ন বিভাগে সম্মানজনক পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, কানেটিকাট মিরর, শিকাগো ট্রিবিউন, এপিসহ আরও কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

এর মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস তিনটি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে, যার মধ্যে সাহেরের পুরস্কারও অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ পুরস্কার সাংবাদিকতার নোবেল হিসেবেও খ্যাত। ১৯১৭ সাল থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একটি বোর্ড প্রতিবছর এ পুরস্কার ঘোষণা করে।

পাকিস্তানের প্রভাবশালী আলেমকে গুলি করে হত্যা

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের প্রভাবশালী আলেম ও রাজনীতিবিদ শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিসকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরো দুজন পুলিশ সদস্য আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। মঙ্গলবার সকালে দেশটির খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের চারসাদ্দা জেলার উসমানখেল থানার আওতাধীন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডনের খবরে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮টা ১০ মিনিটে চারসাদ্দার উসমানখেল থানাধীন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দুটি মোটরসাইকেলে চারজন অজ্ঞাত সন্ত্রাসী এসে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিসে গাড়িতে নির্বিচারে গুলি চালায়। ঘটনার পরপরই মাওলানা ইদরিস এবং আহত দুই কনস্টেবলকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে পথেই ওই আলেম মারা যান এবং আহত কনস্টেবলরা বর্তমানে চারসাদ্দার জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

হামলার পরপরই পুলিশ এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং তল্লাশি অভিযান শুরু করে। হামলাকারীরা হামলা চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিসকে হত্যার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি শহীদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন।

একইভাবে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজও মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিসের শাহাদাতবরণে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানান এবং মরহুমের আত্মার জন্য দোয়া করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস ১৯৬১ সালে চরসাদ্দা জেলার তরঙ্গজাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাকিম মাওলানা আবদুল হক ছিলেন ওই সময়ের একজন সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। স্থানীয়দের কাছে তিনি 'মুনাজির-ই-ইসলাম' নামে পরিচিত ছিলেন।

তার দাদা ছিলেন মুফতি শাহজাদা ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দে পড়া একজন বিজ্ঞ আলেম। শিক্ষা সমাপ্ত করে মাওলানা ইদরিস জামিয়া নোমানিয়াতে শিক্ষকতা শুরু করেন। আমৃত্যু সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চরসাদ্দা জেলার জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের আমির ছিলেন। মাওলানা ইদরিস প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য মাওলানা হাসান জানের জামাতা ছিলেন। তার শ্বশুর মাওলানা হাসান জান ২০০৭ সালের রমজান মাসে আত্মঘাতী হামলার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলে রোজা অবস্থায় পেশোয়ারের ওয়াজির বাগ এলাকায় আততায়ীদের হাতে শহীদ হন।

রাহুলকে 'বিয়ে' প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কঙ্গনা

পোস্ট ডেস্ক : সোশ্যাল মিডিয়ায় সোমবার (৪ মে) সকাল থেকে একটি মিম ঘোরাফেরা করছে- যেখানে বলা হচ্ছে রাহুল গান্ধী যদি বিজেপিতে যোগ দেন তাহলে রাহুলকে বিয়ে করবেন কঙ্গনা। এ মিম নিয়ে ইতিমধ্যেই হয়েছে অনেক পানি ঘোলা হয়েছে। এবার এই প্রসঙ্গে সরাসরি মুখ খুললেন কঙ্গনা নিজেই।

কিছুদিন আগেই রাঘব চড্ডা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এরপরেই রাহুল গান্ধীর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করতে থাকে একটি মিম। ওই মিমে লেখা, কঙ্গনা বলছেন- যদি রাহুল গান্ধী বিজেপিতে যোগ দেন তাহলে আমি ওকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাকিদের পাশাপাশি কঙ্গনার চোখেও পড়েছে এ মিম।

এ মিম নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পুনরায় শেয়ার করে কঙ্গনা লেখেন, এই ভুয়া খবরটা কি জঘন্য। রাজনীতিতেও নারীদের কোনো মর্যাদা নেই। যারা এ ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

বেশ কয়েক বছর কঙ্গনা সিনেমা জগত থেকে দূরে রয়েছেন। এ মুহূর্তে তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে কাজ করছেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই 'কুইন' ছবির সিকুয়েলে দেখতে পাওয়া যাবে কঙ্গনাকে। জানা গিয়েছে, এ সিনেমার পরিচালনা চিত্রনাটলেখা এবং সহ-প্রযোজনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিকাশ বাহল। তিন মাসের মধ্যে ছবির শুটিং শেষ করার পরিকল্পনা করেছেন পরিচালক।

তবে বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ছবিটি 'কুইন' সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে তৈরি করা হলেও এই ছবির নাম 'কুইন ২' হবে না। এর পরিবর্তে নির্মাতারা নতুন শিরোনাম খুঁজছেন যার মধ্যে 'কুইন ফরেভার', এ শিরোনামটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে তবে ফাইনাল কিছু এখনো জানানো হয়নি।

ইরানকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি ট্রাম্পের

পোস্ট ডেস্ক : চলমান যুদ্ধবিরতির নাজুক অবস্থায় ইরানকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি টালমাটাল অবস্থায়। হরমুজ প্রণালিতে উভয় দেশ পরস্পরের উপর হামলা চালিয়েছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাত যুদ্ধে লিপ্ত হলে কাদাভূমিতে তলিয়ে যাবে বলে সতর্ক করে দিয়েছে ইরান। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এ কথা বলেন।

হরমুজ প্রণালি খুলে দেয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সামরিক শক্তি দিয়ে হয় না। তিনি ট্রাম্পের হরমুজ থেকে অবরুদ্ধ জাহাজ উদ্ধারের অভিযান, প্রজেক্ট ফ্রিডমকে 'প্রজেক্ট ডেডলক' বলে আখ্যা দেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন এনডিটিভি।

সোমবার আরব আমিরাতের ফুজাইরাহতে একটি তেল উৎপাদন কেন্দ্রে হামলা হয়। যুদ্ধবিরতির প্রায় এক মাস হবার পর এই প্রথম কোনো দেশে হামলার ঘটনা ঘটলো। যদিও ইরানের সামরিক কর্মকর্তা এই হামলার দায় নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, যদি উদ্ধারকারী জাহাজে হামলা চালানো হয় তাহলে ইরানকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হবে। আটকে থাকা জাহাজ উদ্ধার অপারেশন চালানোর ঘোষণা দেয়ার একদিন পর ফক্স নিউজকে এ কথা বলেন ট্রাম্প।

একই সাথে নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ স্যোশালে ট্রাম্প দাবি করেন, প্রজেক্ট ফ্রিডমের অধীনে পার হওয়ার সময় ইরান বেশ কিছু জাহাজে হামলা চালিয়েছে। আক্রান্ত জাহাজগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কার্গো রয়েছে। এ ঘটনার পর তিনি দক্ষিণ কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিশনে যুক্ত হবার আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র ৭টি ইরানি বোটকে নিষ্ক্রিয় করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বিশ্ববাজারে নাটকীয়ভাবে বাড়ল তেলের দাম

পোস্ট ডেস্ক : হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার অচলাবস্থা সহিংসতায় রূপ নেওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। এই সংঘাত তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সই হওয়া ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চুক্তির স্থায়িত্ব নিয়ে বড় ধরনের সংশয় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত ব্রেন্ট ক্রুডের দাম গতকাল সোমবার প্রায় ৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ১১৪ দশমিক ৪৪ ডলারে ঠেকেছে।

মঙ্গলবার দাম কিছুটা কমে গ্রিনিচ মান সময় রাত দুইটা নাগাদ ১১৩ দশমিক ৫৪ ডলারে লেনদেন হচ্ছিল।

বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা এবং হরমুজ প্রণালিতে মার্কিন বাহিনীর হামলায় ইরানের দ্রুতগামী সামরিক নৌযান ডুবে যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর এই যুদ্ধের ঝুঁকিই তেলের বাজারকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলছে।

এসাইলাম প্রার্থীদের নিয়ে বিবিসির

সংগঠনের ব্লগে অর্থের বিনিময়ে লেখালেখি করার পরামর্শ দেন মি. আখন্দ। এক্ষেত্রে নিবন্ধ লেখার জন্য চ্যাটজিপিটির মতো এআই টুল ব্যবহারের বুদ্ধিও দেন তিনি।

এছাড়া বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে, মুসলিম ধর্ম ইতোমধ্যে ত্যাগ করেছেন, এমন ব্যক্তিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, এখন আর শুধু পোস্টের যুগ নেই, এখন লাইভ ভিডিওর যুগ।

যুক্তরাজ্যের হোম অফিসকে বলার জন্য একটি সাজানো গল্পও ছদ্মবেশী এই সাংবাদিককে শিখিয়ে দেন আইনি পরামর্শক।

আবেদনকারীকে বলতে বলা হয় যে, তিনি বাংলাদেশে নাস্তিক ছিলেন না, বরং ব্রিটেনে আসার পরই তার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে।

জাহিদ হাসান আখন্দ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'কে নাস্তিক আর কে নয়, তা জানার কোনো উপায় নেই। আপনি আমাকে বলেছেন আপনি নাস্তিক নন, তার মানে আপনি নাস্তিক নন। কিন্তু এটি যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই।'

ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহারের চেয়ে সমকামী সাজা অনেক বেশি সহজ ও কার্যকর বলে দাবি করেন অভিযুক্ত আইনি পরামর্শক জাহিদ হাসান আখন্দ।

তার মতে, রাজনৈতিক কারণে আশ্রয় চাইলে নিজ দেশে মামলার প্রমাণ দিতে হয় যা বেশ কঠিন, কিন্তু সমকামিতার বিষয়টি ব্যক্তিগত হওয়ায় এতে সফল হওয়ার হার অনেক বেশি।

ভুয়া সমকামী দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে আবেদনকারীকে বিভিন্ন গে-ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেসব ক্লাবের সদস্যপদ পাইয়ে দেওয়া হয়।

জাহিদ আখন্দ জানান, জালিয়াতির অংশ হিসেবে আবেদনকারীকে একজন 'পার্টনার' বা সঙ্গীও জোগাড় করে দেওয়া হয়। ওই ভাড়াটে সঙ্গী হোম অফিসকে লিখিতভাবে জানাবে যে, তারা একে অপরের জীবনসঙ্গী।

তার দাবি, এসব ক্লাবে যারা যায় তাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে সমকামী নন, তাই ধরা পড়ার ভয় নেই।

আবেদনকারী আসলে সমকামী বা নাস্তিক ছিলেন না এমন কোনো কেসে সফল হয়েছেন কি না, ছদ্মবেশী সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে জাহিদ আখন্দ বলেন, 'ওপরওয়ালার ইচ্ছায় সবাই সফল হচ্ছে। আপনি যদি কথা শোনেন এবং ঠিকঠাক প্রমাণ সাজাতে পারেন, তবে আপনিও সফল হবেন। আগে আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে নাস্তিক, নাকি সমকামী কোন পথে আপনি এটি করতে চান, এরপর আমি আপনার পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা সাজাবো।'

ভুয়া ওয়েবসাইট

ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয়ের ভুয়া আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে জাহিদ আখন্দই একমাত্র ব্যক্তি নন; বিবিসি নিউজের অনুসন্ধানে আরও এক বাংলাদেশি আইনজীবীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ওই আইনজীবীর সহায়তায় অসংখ্য ভুয়া আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলো সফলও হয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই আবেদনগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেদনকারীকে একইসঙ্গে 'নাস্তিক' এবং 'সমকামী বা উভকামী' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে এমন কিছু অনলাইন নিউজ ওয়েবসাইটের নিবন্ধ জমা দেওয়া হয়েছে, যেগুলো দেখতে হুবহু আসল সংবাদপত্রের মতো।

কিন্তু ইন্টারনেট রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ওয়েবসাইটটি ওই চক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তিই তৈরি করেছিলেন।

কিছু নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে, আবেদনকারীরা তাদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশের আদালতে মামলার শিকার হয়েছেন। বাস্তবে এসব মামলার কোনো অস্তিত্ব নেই।

ব্রিটিশ হোম অফিসের কর্মকর্তারা চাইলেও এগুলো সহজে যাচাই করতে পারেন না, কারণ বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থা এখনো মূলত কাগজ-কলম নির্ভর। ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে এর সত্যতা পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

অনেক আবেদনে দেখা গেছে, আবেদনকারী কোনো সমকামী সঙ্গীকে বিয়ে করেছেন এবং এর ফলে তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হাতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন- এমন সংবাদও ওই ভুয়া সাইটগুলোতে ছাপানো হয়।

মূলত 'হুমকি' বা 'নিপীড়ন'-এর প্রমাণ তৈরি করতেই এই সাইটগুলো বানানো হয়েছিল। পূর্ব লন্ডনের একটি ল' ফার্মের একজন কেস-ওয়ার্কার এই ওয়েবসাইটগুলো তৈরির নেপথ্যে ছিলেন বলে জানা গেছে।

ওয়েবসাইটগুলোর নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে রয়টার্স বা বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যম থেকে চুরি করা সংবাদ দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হতো।

এমনকি একটি ওয়েবসাইটের 'প্রধান সম্পাদক' হিসেবে এমন একজনের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যার লিংকডইন বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো অস্তিত্বই নেই।

মূলত আশ্রয়ের আবেদনকারীদের নাম ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই 'ছায়া ওয়েবসাইট'গুলো পরিচালিত হতো।

সাজানো রাজনৈতিক প্রতিবাদ

ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্য কেবল ভুয়া নথিপত্রই নয়, বরং রাজপথে সাজানো প্রতিবাদ সভা এবং শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নাটক সাজানোর মতো গুরুতর তথ্যও অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

অনেক আবেদনকারী প্রমাণ হিসেবে বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা একটি ওয়েবসাইটের পোস্ট ব্যবহার করেছেন।

যে ওয়েবসাইটটি কেবল আবেদনের সময়কালেই সচল ছিল এবং পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের স্বপক্ষে এমন সব মিছিল বা প্রতিবাদের ছবি জমা দেওয়া হয়েছে, যা মূলত ছবি তোলার উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়েছিল। এসব মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আসলে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী নন।

অনুসন্ধানে বেশ কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদেরকে তাদের নিয়োগকৃত উপদেষ্টারা পরামর্শ দিয়েছিলেন একজন জিপি (জেনারেল প্র্যাকটিশনার) বা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে 'ডিপ্রেশন' বা বিষণ্ণতার ভান করতে।

উদ্দেশ্য হলো, এই মেডিকেল রিপোর্টকে আশ্রয়ের পক্ষে মানসিক বিষন্নতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা।

এমনকি একজন আবেদনকারী নিজেকে এইচআইভি পজিটিভ হিসেবে প্রমাণের নাটকও সাজিয়েছিলেন।

হোম অফিসের কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হওয়ার সময় কীভাবে আচরণ করতে হবে, তার জন্যও দেওয়া হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ।

একজন আইন উপদেষ্টা বিবিসি নিউজের ছদ্মবেশী প্রতিবেদককে জানান, সাম্প্রতিক সময়ে অন্য আবেদনকারীদের কী কী প্রশ্ন করা হয়েছে, তার একটি নমুনা প্রশ্নপত্র তাকে দেওয়া হবে যাতে তিনি প্রস্তুতি নিতে পারেন।

রচডেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একজন আশ্রয়প্রার্থী ছদ্মবেশী সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করেন যে, তার আইনজীবী তাকে হোম অফিসের কর্মকর্তাদের সামনে চেহারার অভিব্যক্তি কেমন হবে, সেটিও শিখিয়ে দিয়েছেন।

ওই ব্যক্তি বলেন, আমার আইনজীবী আমাকে ইন্টারভিউয়ের সময় কাঁদতে বলেছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম- আমি কাঁদতে পারব না, আমার পক্ষে এত বেশি অভিনয় করা সম্ভব নয়।

হজের আগে টিকা নিতে ১০ দিনের সময়

পড়ার ঝুঁকি কমায়।

প্রস্তাবিত টিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে মেনিনগোকোকাল রোগ, কোভিড-১৯ এবং মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা। স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, হজের সময় সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এসব টিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাজিরা 'সেডিড' অ্যাপের মাধ্যমে এই সেবা নিতে পারবেন। মূলত টিকা গ্রহণ সহজ করা এবং অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরো জানায়, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টিকাগুলো একসঙ্গে বা আলাদাভাবে দেওয়া যেতে পারে। সব টিকাই অনুমোদিত নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণ করে। এ ছাড়া গর্ভবতী নারীসহ সকল উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য নিরাপদ বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

লন্ডনের রাস্তায় আইসক্রিম হাতে সেই

বসে বেশ আয়েশ করে আইসক্রিম খাচ্ছেন তিনি।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে সাংবাদিক ওলিউল্লাহ নোমানের পোস্ট করা এই ছবিটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এক সময়ের প্রভাবশালী ক্রীড়া সংগঠক ও আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্যকে লন্ডনের ফুটপাতে সাধারণ ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই তার এই পরিবর্তিত জীবনযাত্রাকে সময়ের বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন।

২০১২ সালে বিসিবি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া নাজমুল হাসান পাপনের এক যুগেরও বেশি সময়ের শাসনের অবসান ঘটে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। সে বছরের ২১ আগস্ট লন্ডন থেকেই তিনি নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। এর পর থেকেই তিনি যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন। মাঝেমধ্যেই লন্ডনের সুপার শপে বা রাস্তায় হাঁটতে থাকা অবস্থায় তাঁর ছবি সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেলেও এবারের 'আইসক্রিম খাওয়ার' ছবিটিতে এক ভিন্ন আমেজ লক্ষ্য করা গেছে।

পাপনের বিদায়ের পর গত দুই বছরে দেশের ক্রিকেট বোর্ডে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। পাপনের পর ফারুক আহমেদ আট মাস বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৫ সালের মে মাসে সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল বিসিবির হাল ধরেন এবং পরবর্তীতে নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হন। সর্বশেষ ২০২৬ সালের ৭ এপ্রিল এনএসসি কর্তৃক অ্যাডহক কমিটি গঠনের পর বর্তমানে বিসিবির অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তামিম ইকবাল।

বিসিবিতে যখন নতুন নেতৃত্বে সংস্কারের ঢেউ চলছে, তখন লন্ডনের রাস্তায় পাপনের এমন ছবি তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারের বিপরীতে এক নিরিবিলি ও ভিন্ন বাস্তবতার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই ছবির নিচে ভক্ত-সমর্থকদের মন্তব্যের জোয়ার বইছে, যেখানে উঠে আসছে তাঁর সময়কার ক্রিকেটের নানা স্মৃতি।

দ্বিতীয় বিয়ে করলেন মাদানী

নিজের ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাস দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের কথা জানান তিনি।

ফেসবুক পোস্টে মাদানী লিখেছেন, 'আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি... গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চাই।

এই চাওয়াটাই আমাকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে-দ্বিতীয় বিয়ে। এই সমাজে কত মানুষ আছে, যারা বিবাহিত হয়েও হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, গোপনে গোনাহ করে। আমি সেই পথের একজন হতে চাইনি। আমি চাইনি নিজেকে কোনো হোটেল, পার্ক কিংবা অন্ধকার কোনো পথে খুঁজে পাই।

আমি চেয়েছি হালালের মধ্যে থাকতে, আল্লাহর বিধানের মধ্যে থাকতে।

জানি, আমার এই সিদ্ধান্তে আমার প্রথম আহলিয়ার কষ্ট হয়েছে... হচ্ছে। এটা ভাবলেই আমার বুকটা ভেঙে যায়। তবুও আমি বিশ্বাস করি, এটি কোনো মানুষের বানানো নিয়ম নয়-এটি আমাদের সবার রবের বিধান।

তিনি যা হালাল করেছেন, সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি।

কিছুদিন ধরে আমি তাকে বুঝিয়েছি... অসংখ্য রাত আমি আল্লাহর কাছে কেঁদে দোয়া করেছি-যেন তাঁর মনটা নরম হয়, যেন তিনি বিষয়টি মেনে নিতে পারেন। কখনো মনে হয়েছে তিনি বুঝছেন, আবার হঠাৎই ভেঙে পড়েছেন, না বলে দিয়েছেন।

আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই-আল্লাহ তাআলা যেন আমার দুই পরিবারকে ধৈর্য দান করেন, তাদের অন্তরে প্রশান্তি দেন এবং এই বিষয়টি সহজভাবে মেনে নেওয়ার তাওফিক দেন।

ইনসাফ করা-এটাই সবচেয়ে বড় শর্ত।

আর আমি আল্লাহর কাছে মাথা নত করে দোয়া করি, যেন তিনি আমাকে সেই তাওফিক দেন। যেন আমি কারো হক নষ্ট না করি, কারো প্রতি জুলুম না করি। আর আমাকে এমন তাওফিক দিন, যেন আমি সত্যিই ইনসাফের সঙ্গে, তার সন্তুষ্টির জন্যই আমার সংসার পরিচালনা করতে পারি।'

নির্বাচনী ঝড়ে তছনছ পশ্চিমবঙ্গ

কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ইতিমধ্যেই সেই বিজ্ঞপ্তি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে। ফলে এর মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সরকার গঠনের পথ তৈরি হয়েছে। এরপর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব রাজ্যপালের ওপর বর্তায়।

নিয়ম অনুযায়ী ৭ই মে বৃহস্পতিবারই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে, যার মাধ্যমে ২০২১ সালে শুরু হওয়া মমতা ব্যানার্জির পাঁচ বছরের কার্যকালেরও অবসান ঘটছে। এর অর্থ হলো, ৭ই মে'র পর মমতা আর মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না।

মমতা পদত্যাগ না করলেও ৮ই মে এমনিতেই বিধানসভা ভেঙে যাবে। তিনিও তার সদস্যপদ হারাবেন। বিজেপি অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কর্মকাণ্ডকে সংবিধানের বিরোধিতা বলে মনে করছেন। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সুনীল ফার্নান্দেজ বলেন, পদত্যাগ না করে মমতা কিছুই অর্জন করতে পারবেন না। পদত্যাগে বাধা দিয়ে তিনি কেবল সাংবিধানিক বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করলেন।

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইতে পারেন। নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়, যার প্রাথমিক ধাপ হলো বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। সংবিধান অনুযায়ী, রাজভবন থেকে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে রাজ্যপাল সরাসরি সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন। এ ছাড়া রাজ্যপাল রাজ্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থার অচলাবস্থার কারণ দেখিয়ে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া মানেই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে চলে যাওয়া এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদের বিলুপ্তি ঘটা। রাজভবনের অন্দরে এখন এসব নিয়েই আইনি শলাপরামর্শ চলছে বলে জানা গেছে।

গত সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটেছে! আজ থেকে বাংলা ভয়মুক্ত হলো। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জনগণের শক্তির জয় হয়েছে এবং বিজেপির সুশাসনের রাজনীতি জয়ী হয়েছে।'

আর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত শাহ বলেছেন, 'বাংলার মানুষ অনুপ্রবেশকারী ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারীদের শিক্ষা দিয়েছে।' এক এক্স বার্তায় তিনি বলেন, বাংলার মানুষ অনুপ্রবেশকারী ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারীদের এমন শিক্ষা দিয়েছে, যা তোষণের রাজনীতি করা দলগুলো কোনো দিন ভুলতে পারবে না। বাংলা যে আশা ও আকাক্সক্ষা নিয়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের ওপর এ বিশ্বাস রেখেছে, বিজেপি অবশ্যই তা পূরণ করবে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১শরও বেশি আসন লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি একশরও বেশি আসন লুট করেছে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির কমিশন। আমি সিইও মনোজ আগারওয়ালের কাছে অভিযোগ করেছি। কিন্তু তারা কিছুই করছে না।' মমতা বিজেপির জয়কে 'অনৈতিক বিজয়' বলে উল্লেখ করে বলেন, টিএমসি ঘুরে দাঁড়াবে।

গত সোমবার আরও চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা করা হয়। দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার সুপারস্টার থালাপতি বিজয় নতুন দল গড়ে রাজনীতিতে নেমেই বাজিমাত করেছেন। তামিলনাড়- বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) এককভাবে সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছে। ক্ষমতাসীন ডিএমকের শক্ত ঘাঁটি কোলাথুরে প্রায় সাড়ে আট হাজার ভোটে হেরে গেছে মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, তামিলনাড়-তে টিভিকে ১০৭টি আসনে জয়ী হয়েছে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিএমকে। তারা ৬০টি আসনে জয়ী হয়েছে। কেরালায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) ৮৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। সিপিআই (এম) পেয়েছে ২৬টি আসন। আসাম ও পদুচেরিতে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ যথাক্রমে ১০২ আসনে ও ১৮ আসনে জয় পেয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ফলাফলে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯৩টির ফল প্রকাশ করে। এর মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ২০৭টি আসন।

অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৮০টি আসন।

এছাড়া কংগ্রেস ও আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ২টি করে এবং সিপিআই(এম) ও অল ইন্ডিয়া সেক্যুলার ফ্রন্ট ১টি করে আসন পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের গণনা গত সোমবার সকাল ৮টায় শুরু হয়। ২৯৪ আসনের বিধানসভায় গত ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোটগ্রহণ হয়। প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে এবং দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। তাতে রেকর্ড ৯০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় একটি কেন্দ্রের ভোট বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। ওই কেন্দ্রে ফের ভোট হবে ২১ মে। ফলে গতকাল ২৯৩ আসনের ফল প্রকাশ করার কথা। তাই সরকার গঠন করতে হলে একটি দলকে ওই ২৯৩ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১৪৭টি আসন পেতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিরোধীদলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'বাংলার সব হিন্দু আজ একজোট হয়েছেন। তারা নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপি নিশ্চিতভাবেই বাংলায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে চলেছে।' ভবানীপুরে শুভেন্দুর কাছে হেরেছেন মমতা: মমতা তার নিজ আসন ভবানিপুরে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৫ হাজার ১০৫ ভোটের ব্যবধানে হেরে গেছেন। এবার একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মমতা। হেরে যাওয়ায় এবার বিধানসভায় যাওয়া হচ্ছে না তার।

পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যাদের নাম : রাজ্য বিজেপির নেতাকর্মীরা বিজয় উদযাপন শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপি সরকার গঠন করলে কে হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, সে আলোচনাও শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার জোর দিয়ে বলেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন বাঙালিই হবেন। সে হিসাবেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সম্ভাব্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছে। তারা হলেন বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য বিজেপির সাবেক সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, সাবেক সাংবাদিক ও রাজ্যসভার সাবেক সংসদ সদস্য স্বপন দাশগুপ্ত প্রমুখ।

নরেন্দ্র মোদির বার্তা : গত সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন মোদি। এদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মঞ্চে উঠেন মোদি। পশ্চিমবঙ্গে অভাবনীয় জয়ে দলের কোটি কোটি কর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজ থেকে বাংলা ভয়মুক্ত হলো। গণতন্ত্রে জয়-পরাজয় স্বাভাবিক। এটা গণতন্ত্রের জয়, সংবিধানের জয়।'

পশ্চিমবঙ্গে ৯৩ শতাংশ ভোটদানের হারকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর সর্বত্র পদ্ম ফুটেছে।' প্রধানমন্ত্রী জানান, বিহারে ভোটের ফলের দিনই তিনি বলেছিলেন যে, গঙ্গা বিহার হয়ে গঙ্গাসাগরে যায়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা শান্তি পেল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এর আগে দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে একটি বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লেখেন 'পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটেছে! ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জনগণের শক্তির জয় হয়েছে এবং বিজেপির সুশাসনের রাজনীতি জয়ী হয়েছে।' তিনি আরও লেখেন 'আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রণাম জানাই। জনগণ বিজেপিকে এক অভূতপূর্ব রায় দিয়েছেন এবং আমি তাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমাদের দল পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বপ্ন ও আকাক্সক্ষা পূরণের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে। আমরা এমন একটি সরকার দেব, যা সমাজের সব স্তরের মানুষের সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করবে।'

শেষ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইরান যুদ্ধ!

সাময়িক বিরতি, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইরানের জব্দকৃত বিলিয়ন ডলার মুক্ত করার বিষয়ও থাকতে পারে।

পাশাপাশি এই প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ উভয় পক্ষ ধীরে ধীরে তুলে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

সামরিক উত্তেজনা ও 'প্রজেক্ট ফ্রিডম'

চুক্তির আলোচনার সময় ৩০ দিনের মধ্যে ইরানের আরোপিত জাহাজ চলাচল নিষেধাজ্ঞা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হতে পারে।

তবে আলোচনা ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র ফের অবরোধ আরোপ বা সামরিক অভিযান শুরু করতে পারবে।

এর আগে ট্রাম্প 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' নামে একটি নৌ অভিযান শুরু করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল অবরুদ্ধ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা। কিন্তু এই উদ্যোগ কার্যকর না হয়ে উল্টো ইরানের হামলা আরো বাড়িয়ে দেয়।

সাম্প্রতিক ঘটনায় একটি ফরাসি জাহাজ কম্পানি জানিয়েছে, তাদের একটি কনটেইনার জাহাজ প্রণালিতে হামলার শিকার হয়েছে এবং আহত নাবিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কূটনৈতিক তৎপরতা

তবে চীন সফরকালে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে কিছু না বললেও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি 'ন্যায়সংগত ও পূর্ণাঙ্গ চুক্তির' ওপর জোর দেন। এছাড়াও তিনি সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা কমাতে কূটনীতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

অচল হরমুজ প্রণালি

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর থেকে ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিজেদের জাহাজ ছাড়া অন্য সব জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানি বন্দরগুলোতে পৃথক অবরোধ আরোপ করে। 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' নামের ওই অভিযান চলাকালে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একাধিক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে একাধিক পণ্যবাহী জাহাজও ছিল।

এ ছাড়া ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেও হামলা চালায়, বিশেষ করে প্রণালির বাইরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি বন্দরগুলোকে লক্ষ্য করে।

লন্ডনে রেইনবো চলচ্চিত্র উৎসবে

ধর পরিচালিত 'আগন্তুক'। এতে অভিনয় করেছেন পূজা চেরী ও শ্যামল মাওলা। অন্যান্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে, সোহেল রানা বয়াতি পরিচালিত 'নয়া মানুষ'। এতে অভিনয় করেছেন, আশীষ খন্দকার, রওনক হাসান, মৌসুমী হামিদ প্রমুখ। জোবায়দুর রহমান পরিচালিত 'উড়াল'। এতে অভিনয় করেছেন মাহফুজ মুন্না, সোহেল তৌফিক, শান্ত চন্দ্র প্রমুখ। অনন্য প্রতীক চৌধুরী পরিচালিত 'নয়া নোট'। এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ে নাসিরউদ্দিন খান। আকাশ হক পরিচালিত 'দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখারপুল'। অভিনয়ে ববি বিশ্বাস, রকি খান প্রমুখ। জাক মীর পরিচালিত 'দ্য স্টোরি অব আ রক'। অভিনয়ে সাহানা রহমান সুমি, সাফানা নমনী প্রমুখ। নয়া মানুষের পরিচালক সোহেল রানা বয়াতি জানান, উৎসবের দ্বিতীয় দিনে লন্ডনের জেনেসি সিনেমা হলে স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে প্রদর্শিত হবে নয়া মানুষ। তিনি বলেন, নয়া মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেয়। আমরা একটা সহজ-সরল গল্প সাধারণভাবে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছি। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সবাই উৎসাহিত করছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যখন কোনো আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে, তখন একজন চলচ্চিত্রকর্মী হিসেবে গর্ববোধ করি। আ. মা. ম. হাসানুজ্জামানের 'বেদনার বালুচরে' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে নয়া মানুষ। সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মাসুম রেজা।

সিএনএনের প্রতিষ্ঠাতা টেড টার্নার আর

ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। টার্নার এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, মৃত্যুর সময় পরিবারের সদস্যরা তার পাশে ছিলেন।

২০১৮ সালে টেড টার্নার জানান, তিনি 'লিউই বডি ডিমেনশিয়া' নামে এক জটিল মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করেই কাটিয়েছেন।

টেলিভিশন খবরের দুনিয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারিগর ছিলেন ওহাইওতে জন্ম নেওয়া টার্নার। ১৯৮০ সালের ১ জুন তিনি বিশ্বের প্রথম ২৪ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেল হিসেবে সিএনএন প্রতিষ্ঠা করেন।

শুরুতে অনেকে তার এই পরিকল্পনাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলেও খুব দ্রুতই সিএনএন বিশ্ববাসীর কাছে খবরের অন্যতম উৎসে পরিণত হয়। বিশেষ করে ১৯৯১ সালের পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ সরাসরি সম্প্রচার করে তার নেটওয়ার্ক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। একই বছর তিনি টাইম ম্যাগাজিনের 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন।

ব্যক্তিজীবনে 'মাউথ অব দ্য সাউথ' নামে পরিচিত টার্নার ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। বাবার মৃত্যুর পর মাত্র ২৪ বছর বয়সে পারিবারিক বিলবোর্ড ব্যবসার হাল ধরে তিনি তার সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করেন।

টার্নার যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া ও বিনোদন জগতে অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তার প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্কগুলো মূলত সংবাদ, খেলাধুলা, পুরোনো অনুষ্ঠান (রি-রান) এবং ক্লাসিক সিনেমা নিয়ে কাজ করত। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। তিনি তার ব্যবসায়িক পরিধিতে এমজিএম/ইউএ চলচ্চিত্র স্টুডিও যুক্ত করেন এবং এরপর আরও বড় সিদ্ধান্ত নেন-১৯৯৬ সালে তার টার্নার ব্রডকাস্টিং সিস্টেম-কে টাইম ওয়ার্নার-এর সঙ্গে একীভূত করেন।

নতুন কম্পানিতে টার্নার কেবল নেটওয়ার্ক বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় শেয়ার হোল্ডারও ছিলেন। তবে দীর্ঘদিন নিজের মতো স্বাধীনভাবে কাজ করার পর বড় করপোরেট কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে তার সমস্যা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তার নেটওয়ার্কগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারান।

ঢাকার রাস্তায় স্টিয়ারিং হাতে তারেক

যানজটে আটকা পড়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি। এ সময় আশপাশের যানবাহনে থাকা যাত্রীরা হাতের ইশারায় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রীও হাত নেড়ে তাদের অভিবাদন জানান। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পর এই প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি চালালেন তারেক রহমান। এর আগে গত বছর লন্ডনে প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন ও মা বেগম খালেদা জিয়াকে হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে গাড়ি চালিয়ে নিজের বাসভবনে নিয়ে যান তারেক রহমান। গাড়িবহর থামিয়ে রোগীর এম্বুলেন্সকে পথ করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজের গাড়িবহর থামিয়ে রোগীর এম্বুলেন্সকে পথ করে দিতে নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার সকালে গুলশানের বাসা থেকে সচিবালয়ে আসার সময় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওরান বাজারের প্রান্তে এটা হয়েছে বলে জানান তার অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গুলশানের বাসা থেকে সকালে রওনা হয়ে এক্সপ্রেসওয়ের পথে কাওরান বাজারের কাছে পথ দিয়ে চলার সময় হঠাৎ গাড়ির লুকিং গ্লাসে দেখেন যে, বহরের পেছনে একটি এম্বুলেন্স রয়েছে। ইতস্তত করছেন, এগোবে কি এগোবে না। প্রধানমন্ত্রী এটা দেখে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন যেন দ্রুত এম্বুলেন্সটি যেতে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশে বহর থামিয়ে এম্বুলেন্সটি যেতে পথ করে দেয়া হয়।

রণক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ

পৌঁছানোর পর গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর চার রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চন্দ্রনাথকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চন্দ্রনাথ রথের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হলেও তিনি উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম এলাকায় বসবাস করতেন। রাজনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, ভবানীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষে যে দল মাঠে কাজ করেছিল, চন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বেরা দুজনই সেই দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

হত্যাকাণ্ডের পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এতে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল আসার পর থেকেই বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং বহু মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সহিংসতায় নিহতদের মধ্যে তৃণমূল বিজেপি উভয় দলেরই কর্মী রয়েছেন। কলকাতার বেলেঘাটায় তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট বিশ্বজিৎ পট্টনায়েক (৪৫) রহস্যজনকভাবে নিহত হয়েছেন। পরিবারের দাবি, তাকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে মারধর করা হয়েছে।

অন্যদিকে, নিউ টাউনে তৃণমূল সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে বিজেপি কর্মী মধু মণ্ডল (৪৬) প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে বিজেপি কর্মী যাদব বার (৪৫) এবং বীরভূমের নানুরে তৃণমূল কর্মী আবির শেখ (৪৫) নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। প্রতিটি খুনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এ খবর দিয়েছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া।

ফলাফল ঘোষণার পর কলকাতার একাধিক এলাকায় বিজেপি ও তৃণমূলের অফিসে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি সমর্থকরা বুলডোজার দিয়ে বিরোধীদের বিভিন্ন বাসা বাড়ি অফিস গুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পার্টি অফিস ভাঙচুর করে সেখানে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভবানিপুর এলাকায় একটি কাউন্সিলর অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসেও ছাত্র সংগঠনের মধ্যে হাতাহাতি ও পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিজেপি ক্যাম্পাস দখলের চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা বাঁধা দেয়।

অপরদিকে বুধবার বিকালে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে কিছু লোক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেছেন। ইতিমধ্যে তাদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। তিনি জানান, গত কয়েক দিনে বিভিন্ন জায়গায় গোলমাল হয়েছে। মঙ্গলবারও হয়েছে। তবে বুধবার সকাল থেকে কোথাও কোনো গোলমালের ঘটনা ঘটেনি। সিদ্ধিনাথ জানান, ভোট-পরবর্তী সময়ে মোট ২০০টি এফআইআর হয়েছে। তার ভিত্তিতে ৪৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে প্রায় ১১০০ জনকে আটক করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে 'নিষিদ্ধ' হতে চলেছে ধূমপান

অনুমোদন পেলে মন্ত্রীরা তামাক, ভেপিং ও নিকোটিন পণ্যের স্বাদ ও প্যাকেজিং নিয়ন্ত্রণের নতুন ক্ষমতা পাবেন।

ধূমপান যুক্তরাজ্যে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু, পঙ্গুত্ব ও অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। এই স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের নেওয়া একাধিক পদক্ষেপের অংশ এই আইন।

এর ফলে শিশু বহনকারী গাড়িতে, খেলার মাঠে, স্কুলের বাইরে এবং হাসপাতালে ভেপিং নিষিদ্ধ হবে। তবে ধূমপান ছাড়তে চান এমন মানুষদের কথা বিবেচনা করে হাসপাতালের বাইরে ভেপিং করার সুযোগ রাখা হয়েছে। পাব গার্ডেন, সমুদ্র সৈকত ও ব্যক্তিগত বাইরের জায়গাগুলো এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছে না। নিজের বাড়িতে ধূমপান ও ভেপিং করা যাবে আগের মতোই।

স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং এটিকে জাতির স্বাস্থ্যের জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ভালো, এই সংস্কার জীবন বাঁচাবে, এনএইচএসের চাপ কমাবে এবং একটি স্বাস্থ্যকর ব্রিটেন গড়বে।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যারনেস মেরন লর্ডসে বলেছেন, 'এটি আসলে এক প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপ। আমি সকল সম্মানিত লর্ডদের আশ্বস্ত করতে পারি, এটি জীবন বাঁচাবে।'

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ে যে আশা দেখছে বাংলাদেশ

তিস্তা ব্যারাজ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ছিলেন। এখন বিজেপি জয়ী হওয়ায়, বাংলাদেশ সরকার ও মোদি সরকারের কাঙ্ক্ষিত তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নে শুভেন্দু সহায়তা করবেন বলে আমি মনে করি। হেলাল আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সেই রাজ্য, যার সঙ্গে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ফলে সেখানে ক্ষমতার পরিবর্তন ঢাকা ও কলকাতার সম্পর্ক উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। তিনি এটিকে দীর্ঘদিনের সীমান্ত ও দ্বিপাক্ষিক ইস্যুগুলোর প্রেক্ষাপটে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন।

তিস্তা নদী নিয়ে বিরোধ এখনও ভারত-বাংলাদেশের পানি বণ্টনের অন্যতম অমীমাংসিত বিষয়। ১৯৯৬ সালের গঙ্গা পানি চুক্তি ফারাক্কা ব্যারাজে শুষ্ক মৌসুমে পানি বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে বাংলাদেশ অভিযোগ করে, শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি ছাড়ে না ভারত। ফলে নিম্নাঞ্চলে কৃষি ও জীবিকায় প্রভাব পড়ে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির প্রাপ্যতা কমে যাওয়ায় বিরোধ আরও জটিল হয়েছে। ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর বাংলাদেশ সফরের সময় একটি প্রস্তাব ছিল- বাংলাদেশ পাবে ৩৭.৫ ভাগ এবং ভারত ৪২.৫ ভাগ পানি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধিতায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ তারা আশঙ্কা করেছিল এতে রাজ্যের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এর আগে ১৯৮৩ সালে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তিতে বাংলাদেশকে ৩৬ ভাগ এবং ভারতকে ৩৯ ভাগ পানি দেয়ার কথা ছিল। বাকি ২৫ ভাগ পরে নির্ধারণের কথা। তবে সেটিও পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরেও আশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। ভারত ও বাংলাদেশ মোট ৫৪টি নদী ভাগাভাগি করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র দুটি চুক্তি হয়েছে। তাহলো গঙ্গার পানি চুক্তি ও কুশিয়ারা নদী চুক্তি। তিস্তা ও ফেনীসহ অন্যান্য নদীর বিষয়ে আলোচনা এখনও চলছে।

হেলাল বলেন, বিএনপি ও বিজেপির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও কিছু বিষয়ে তারা একমত, যেমন তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়ন। তার মতে, পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার এই সম্পর্ককে আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

লন্ডনে বন্ধ হচ্ছে ইহুদি বেসরকারি স্কুল

লর্ড ইম্যানুয়েল জ্যাকোবোভিটস এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সি প্রায় ৩৬০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। গত বছরই আর্থিক চাপে স্কুলটির প্রাথমিক শাখা বন্ধ হয়ে যায়।

২০২৫ সালে দ্য সানডে টাইমস প্যারেন্ট পাওয়ার গাইডে এটি যুক্তরাজ্যের সেরা পারফর্মিং ইহুদি স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তবুও সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থী কমে যাওয়া এবং ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকতে পারেনি।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভ্যাট আরোপ, মূল্যস্ফীতিজনিত ব্যয় বৃদ্ধি, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স অবদান বেড়ে যাওয়া এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাস-সব মিলিয়ে প্রতিবছর ২০ লাখ পাউন্ডের বেশি ক্ষতি হচ্ছিল।

এদিকে যুক্তরাজ্যের আইনপ্রণেতা অলিভার ডাউডেন এই সিদ্ধান্তকে 'বেসরকারি স্কুলে ভ্যাট আরোপের আরেকটি শিকার' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, ইহুদি শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে অনেক অভিভাবক ফ্রি সরকারি ইহুদি স্কুলের দিকে ঝুঁকছেন, যা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ তৈরি করছে।

স্থানীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের অনেকেই এই সিদ্ধান্তে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এটি শুধু একটি স্কুল বন্ধ হওয়া নয়, বরং একটি দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবসান।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৃথক গুলিতে নিহত ২

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে টানা সহিংসতায় দুই দিনে দুই সশস্ত্র গ্রুপের দুজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৫ এপ্রিল) ও বুধবার উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৮/ইস্ট ব্লক ও উখিয়ার ক্যাম্প ৮/ইস্ট এলাকায় এ পৃথক ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহতরা হলেন- কথিত 'হালিম গ্রুপ'-এর প্রধান আব্দুল হালিম এবং আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ) বা নবী হোসেন গ্রুপের প্রধানের ছোট ভাই মোহাম্মদ কামাল। এতে ক্যাম্পজুড়ে চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। এর জেরে প্রতিপক্ষের সশস্ত্র সদস্যরা আব্দুল হালিমকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন তিনি এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়া বুধবার (৬ মে) দুপুর আড়াইটার দিকে উখিয়ার ক্যাম্প- ৮/ইস্ট এলাকায় আরেকটি গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে নিহত হন নবী হোসেন গ্রুপের প্রধানের ছোট ভাই মোহাম্মদ কামাল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ করেই দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হলে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) অধিনায়ক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কামালকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক সিরাজ আমিন হালিম হত্যাকাণ্ডের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান চলছে। দুটি ঘটনার পর ক্যাম্প এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে।

১৩ বছরের শিক্ষার্থী অন্তঃসত্ত্বা আলোচিত সেই শিক্ষক গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নেত্রকোণার মদনে আলোচিত ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার ভোর রাত ৪টার দিকে ময়মনসিংহের গৌরীপুর এলাকা থেকে র‍্যাবের একটি দল তাকে গ্রেপ্তার করে। আমান উপজেলার কাইটাইল ইউনিয়নের পাছহাট গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই এলাকার একটি মহিলা মাদ্রাসার পরিচালক। মদন থানার ওসি তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বুধবার ভোরে র?্যাব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে বলে আমাদের জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

স্থানীয় বাসিন্দা, এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই শিক্ষক চার বছর আগে একটি মহিলা কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ভুক্তভোগী শিশুটি তার নানার বাড়িতে থেকে সেখানে পড়াশোনা করতো। শিশুটির বাবা তার মাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় জীবিকার তাগিদে তার মা সিলেটে একটি বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। শিশুটির মায়ের অভিযোগ- গত বছরের ২রা নভেম্বর বিকালে মাদ্রাসা ছুটির পর অভিযুক্ত শিক্ষক তার মেয়েকে মাদ্রাসাসংলগ্ন মসজিদ পরিষ্কার করতে বলেন। সে সময় অন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা চলে গেলে তাকে কক্ষে ডেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করা হয়। তিনি আরও জানান, কিছুদিন আগে বাড়িতে এসে মেয়ের শারীরিক পরিবর্তন দেখে সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনাটি জানতে পারেন। পরে পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া যায় শিশুটি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার পর শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। তবে অভিযুক্ত শিক্ষক সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

ভালো ব্যবহারে গড়ে ওঠে সুন্দর সমাজ

মুফতি ওমর বিন নাছির

মানুষকে চেনার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভুল উপায় তার ব্যবহার। রূপ, ধন-সম্পদ কিংবা বংশমর্যাদা নয়- একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে তার কথাবার্তা, আচরণ ও মনোভাবের মাধ্যমে। সুন্দর ব্যবহার এমন এক শক্তি, যা হৃদয় জয় করে, সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অচেনা মানুষকেও আপন করে নেয়। ইসলাম এই মহান গুণটিকেই মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

মহানবী (সা.)-এর জীবনে আমরা দেখি উত্তম চরিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা যুগে যুগে মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। তাই ভালো ব্যবহার মুমিনের ইবাদতস্বরূপ। কেননা ভালো ব্যবহার মানুষকে মুগ্ধ করে। অজানা-অচেনা ভিন দেশি একজন মানুষও ভালো ব্যবহারে ঝুঁকে পড়ে।

সে মনের অজান্তেই বলে ওঠে, 'লোকটি ভালো'। এটি মানবতার শ্রেষ্ঠ অলংকার, যা মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে। তাইতো দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিত্র ছিল মাধুর্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

তিনি মানুষের মন জয় করেছেন সুন্দর ও অমায়িক ব্যবহারে। তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে বহু পথভোলা মানুষ। ইসলাম মানুষকে ভালো ব্যবহারে উৎসাহী করে। সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করো।' (সুরা : হিজর, আয়াত : ৮৮)

ইসলামে মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা পুণ্যের কাজ।

হাসিমুখে কথা বলে মানুষকে আপন করা যায়। অপরিচিত লোককেও কাছে টানা যায়। আবু জার (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ভালো কাজের ক্ষুদ্রাংশকেও অবজ্ঞা কোরো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাতের মাধ্যমে হয়।' (রিয়াজুস সালেহিন : ৬৯৪)

ইসলাম বরাবরই মানুষকে উৎসাহী করে মানব কল্যাণে নিবেদিত আত্মপ্রাণ হতে এবং মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করতে। ইসলাম সুন্দর ও ভালো কথা বলার তাগিদ দেয়। সুন্দর কথা মানুষের মনকে নাড়া দেয়, ভালো হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। সুন্দর কথায় গুনাহ মাফ হয়, সওয়াব লাভ হয়। এটি সদকাস্বরূপ।

একজন গরিব মানুষ-যে আল্লাহর রাস্তায় অক্ষমতার কারণে চাইলেই দান-সদকা করতে পারে না, সে যেন মানুষের সঙ্গে ভালো কথা বলে। কেননা ভালো কথাও সদকাস্বরূপ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'সূর্য উদিত হওয়া প্রতিটি দিনেই মানুষের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর সদকা দেওয়া আবশ্যক। কাউকে বাহনে উঠতে কিংবা কোনো সামগ্রী বাহনে তুলে দিতে সাহায্য করা সদকাস্বরূপ। সুন্দর কথা বলা সদকাস্বরূপ। নামাজে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকাছরূপ। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকাস্বরূপ।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর : ১০০৯)

সুন্দর ব্যবহার জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণও বটে। আদি ইবনে হাতিম (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো, যদিও তা খণ্ডিত খেজুরের বিনিময়েও হয়। কেউ যদি তা করতেও সক্ষম সক্ষম না হয়, সে যেন অন্তত ভালো ও সুন্দর ব্যবহার দিয়ে হলেও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচায়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর : ৬৫৪০)

ভালো ব্যবহার মানুষের জীবনে এনে দেয় প্রশান্তি, ভালোবাসা ও সম্মান। এটি এমন এক আমল, যা সামান্য হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আখিরাতে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা ও কাজে বিনয়, সহানুভূতি ও সদাচরণকে ধারণ করি, তাহলে সমাজ হবে শান্তিময়, সম্পর্ক হবে মজবুত এবং জীবন হবে আলোকিত। তাই আসুন, আমরা সবাই সুন্দর ব্যবহারকে জীবনের অংশ বানাই-হাসিমুখে কথা বলি, মধুর আচরণ করি এবং মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিবেদিত করি। কারণ, একটি ভালো ব্যবহারই হতে পারে কারো হৃদয় পরিবর্তনের সূচনা এবং আমাদের জান্নাতের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বাইতুল মাল যিনি প্রতিষ্ঠা করেন

পোস্ট ডেস্ক : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্তও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ইসলামের সূচনালগ্নেই মুসলিম সমাজে এমন এক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে, যা ছিল ন্যায়, স্বচ্ছতা ও মানবকল্যাণের অনন্য উদাহরণ। এই কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল 'বাইতুল মাল' তথা মুসলিমদের কোষাগার।

'বাইতুল মাল' বলতে সেই স্থান বা ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারি সম্পদ-যেমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, কর, অনুদান ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয় এবং সেগুলো যথাযথভাবে জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। সাহাবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিমদের কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)। তাঁকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। তাঁর খিলাফতকালে আবু উবাইদাহকে এই পদে মনোনীত করা হয়, কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ বিশ্বস্ত, সৎ ও আমানতদার।

আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মহানবী (সা.) নিজেই তাঁকে 'এই উম্মতের আমিন তথা 'বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ফলে তাঁর হাতে মুসলিমদের অর্থভাণ্ডারের দায়িত্ব দেওয়া ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তবে ইসলামে 'বাইতুল মাল' বা কোষাগারের গোড়াপত্তন কে করেন এ বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে।

প্রথম মত অনুযায়ী, আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ই সর্বপ্রথম এই কোষাগারের গোড়াপত্তন করেন।

তিনি 'আস-সুনহ' নামক স্থানে এটি উদ্বোধন করেন। তবে তিনি কোনো প্রহরী নিয়োগ করেননি। কারণ তাঁর শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল বিশ্বাস ও তাকওয়া। পরবর্তী সময়ে তিনি কোষাগারটি নিজের ঘরে স্থানান্তর করেন, যাতে সহজে তা তত্ত্বাবধান করতে পারেন। সেখানে সংগৃহীত সম্পদ দরিদ্র ও অভাবী মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা হতো।

এ ছাড়া যুদ্ধের জন্য ঘোড়া, অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা হতো এই তহবিল থেকেই। আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর তত্ত্বাবধান করেন।

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ছিলেন মুসলিমদের কোষাগার গোড়াপত্তনের প্রথম ব্যক্তি। তাঁদের মতে, মহানবী (সা.)-এর যুগে এবং আবু বকর (রা.)-এর সময়ে আনুষ্ঠানিক কোনো কোষাগার ছিল না। তবে বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের মতে, এই মতটি সঠিক নয়, বরং আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম 'বাইতুল মাল' গোড়াপত্তন করেন এবং এর দায়িত্বে আবু উবাইদাহ (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং তার সঠিক পরিচালনা আমাদের সামনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এটি শুধু অর্থ সংরক্ষণের মাধ্যম ছিল না, বরং এটি ছিল ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ ও সামাজিক ভারসাম্যের প্রতীক। আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দূরদর্শিতা এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর সততার ফলেই এই ব্যবস্থা সফল ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আজকের বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামের এই মডেল আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল পথনির্দেশক হয়ে থাকতে পারে। (তারিখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-৬৪, মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-২৪৫-২৪৬)

ভালো স্বপ্নের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা

উম্মে আহমাদ ফারজানা

মানবজীবনের এক বিস্ময়কর অধ্যায় হলো স্বপ্ন। ঘুমের নিস্তব্ধ অন্ধকারে মানুষ এমন এক জগতে প্রবেশ করে, যেখানে কখনো সে আনন্দ পায়, কখনো ভীত হয়, আবার কখনো পায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। ইসলাম স্বপ্নকে শুধু মানসিক প্রতিফলন হিসেবে দেখেনি, বরং এটিকে আল্লাহর এক নিদর্শন এবং কখনো কখনো সুসংবাদের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাই স্বপ্নের বিষয়টি ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তাঁর আরো নিদর্শন আছে-রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রাযাপন।' (সুরা : রুম, আয়াত : ২৩)

এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নিদ্রা এবং স্বপ্ন উভয়ই আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সুসংবাদ ছাড়া নবুয়তের আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, সুসংবাদ কী? মহানবী (সা.) বলেন, 'ভালো স্বপ্ন'।

" (বুখারি, হাদিস : ৬৯৯০)

এ থেকে বোঝা যায়, ভালো স্বপ্ন মুমিনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ ও সুসংবাদ। আরেক হাদিসে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, 'যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মুমিনের স্বপ্ন হলো নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।' (মুসলিম, হাদিস নং : ৫৯০৬)

এটি স্বপ্নের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটা তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

স্বপ্ন তিন প্রকার হতে পারে-এক. আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ও সুসংবাদমূলক স্বপ্ন, দুই. শয়তানের পক্ষ থেকে ভয় বা কষ্টদায়ক স্বপ্ন, তিন. মানুষের নিজের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। তাই মহানবী (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন, ভালো স্বপ্ন

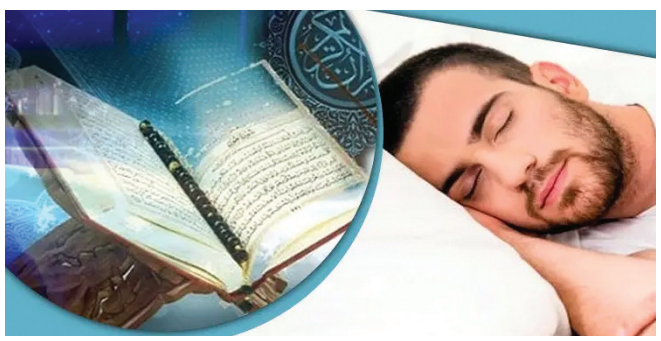

দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে এবং প্রিয়জনদের কাছে তা বলা যেতে পারে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম পাশে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করতে হবে, শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে হবে এবং তা কাউকে বলা যাবে না। আবু সাইদ খুদরি (রা.)-থেকে বর্ণিত, তিনি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি পছন্দনীয়/ভালো স্বপ্ন দেখে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে এবং তা কারো কাছে বলতে চাইলে বলতে পারে। কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অন্য বর্ণনায় আছে, সে যেন তা তার প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যদি অপছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে, তাহলে শয়তানের থেকে আশ্রয় কামনা করে এবং কারো কাছে যেন বর্ণনা না করে। কেননা তা শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে। তা কোনো ক্ষতি করতে পারে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৯৮৫)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আবু কাতাদাহ (রা.)-থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'ভালো স্বপ্ন কিংবা অন্য বর্ণনায় আছে, সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয় এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়। তাই তোমরা স্বপ্নে খারাপ কোনো কিছু দেখলে বাঁ দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করবে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে। কেননা তা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৬৯৫)

মুমিনের স্বপ্ন সত্য এবং মহানবী (সা.) স্বপ্নে তাঁকে দেখার বিষয়টিও সত্য। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে স্বপ্নযোগে দেখবে, সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায় দেখবে।

অথবা বলেছেন, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।' (মুসলিম, হাদিস : ৫৯২০)

অতএব কেউ যদি স্বপ্নে নবীজিকে দেখে, তা সত্য স্বপ্ন হিসেবে গণ্য হবে। তবে ইসলাম মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, আবুল আসকা ওয়াসিলাহ ইবনে আসকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হলো-নিজ পিতা ছাড়া অন্য কারো দিকে পিতার নিসবত করা। স্বপ্নে না দেখেও স্বপ্নের দাবি করাও অনেক বড় মিথ্যা। আর মহানবী (সা.) যা বলেননি তা বলাও তাঁর প্রতি বড় মিথ্যারোপ হবে।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৮০)

এই হাদিস প্রমাণ করে, স্বপ্নের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এর ক্ষেত্রে সততা অপরিহার্য। তাই স্বপ্ন শুধু রাতের কল্পনা নয়; এটি মুমিনের জীবনে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তবতা। কখনো এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, কখনো সতর্কবার্তা, আবার কখনো আমাদের মনের প্রতিচ্ছবি। তাই স্বপ্নকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা, ভালো স্বপ্নে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং খারাপ স্বপ্নে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা একজন সচেতন মুমিনের দায়িত্ব।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৮.০৫.২৬ শুক্রবার	3:56	5:17	01:45	6:12	8:45	10:15
০৯.০৫.২৬ শনিবার	3:53	5:14	01:30	6:13	8:47	10:15
১০.০৫.২৬ রবিবার	3:52	5:54	01:30	6:14	8:48	10:15
১১.০৫.২৬ সোমবার	3:49	5:12	01:30	6:15	8:50	10:15
১২.০৫.২৬ মঙ্গলবার	3:48	5:11	01:30	6:16	8:51	10:15
১৩.০৫.২৬ বুধবার	3:45	5:09	01:30	6:16	8:53	10:15
১৪.০৫.২৬ বৃহস্পতিবার	3:43	5:07	01:30	6:17	8:55	10:15

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

নেইমারের বিরুদ্ধে রবিনহোর ছেলের অভিযোগ

পোস্ট ডেস্ক : সময়টা একেবারেই অনুকূলে নেই নেইমার জুনিয়রের। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়ার শঙ্কার মধ্যে নতুন বিতর্কে জড়ালেন সেলেসাও মহাতারকা। গত রোববার সান্তোসের অনুশীলনে ১৮ বছর বয়সী রবিনহো জুনিয়রের ওপর 'শারীরিক হামলার' অভিযোগ উঠেছে নেইমারের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক তদন্তও শুরু করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে জানায়, ঘটনার সূত্রপাত একটি ড্রিবলিংকে কেন্দ্র করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অনুশীলনে নেইমারকে কাটিয়ে রবিনহো জুনিয়র এগিয়ে যেতেই মেজাজ হারান নেইমার। 'অসম্মানিত' বোধ করে তিনি প্রথমে রবিনহোকে ল্যাং মেরে ফেলে দেন। এরপর শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়। জল ঘোলা হয় তখন, যখন রবিনহো অভিযোগ করেন যে, নেইমার তাকে লক্ষ্য করে 'অশালীন গালিগালাজ' করেছেন এবং এক পর্যায়ে তার মুখে 'জোরে থাপ্পড়' বসিয়ে দিয়েছেন! এক বিবৃতিতে সান্তোস ক্লাব বলে, 'ক্লাবের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রেই পেলে ট্রেনিং সেন্টারে নেইমার জুনিয়র ও রবিনসন ডি সুজা জুনিয়রের (রবিনহো) মধ্যকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ক্লাবের লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।'

সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রবিনহোর ছেলে রবিনহো জুনিয়র এই ঘটনায় এতটাই মর্মাহত যে, তিনি ক্লাবে 'নিরাপত্তার অভাব' বোধ করছেন। এমনকি সান্তোসের সঙ্গে চুক্তি বাতিলেরও দাবি তুলেছেন তিনি। অন্যদিকে, নেইমারের প্রেস অফিস এ নিয়ে মুখ না খুললেও জানা গেছে, ঘটনার পর নেইমার ব্যক্তিগতভাবে রবিনহোর জুনিয়রের পরিবারের কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

নেইমার এক সময় রবিনহো জুনিয়রের বাবার সঙ্গে ব্রাজিল জাতীয় দলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলেছেন। আজ সেই সতীর্থের ছেলের সঙ্গেই তার এমন তিক্ততা ফুটবল বিশ্বে আলোচনার ঝড় তুলেছে।

ভারত ও চীনে বিশ্বকাপ সম্প্রচারে 'ব্ল্যাকআউট'

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বকাপ ফুটবলের পর্দা উঠতে বাকি এক মাসের কিছু বেশি সময়। তবে এখনও বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুই দেশ-ভারত ও চীনে টুর্নামেন্টটি টেলিভিশনের দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। ফিফার সঙ্গে সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় কোটি কোটি ফুটবল ভক্ত এখন 'ব্ল্যাকআউট' বা খেলা দেখতে না পারার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন।

ভারতে রিলায়েন্স এবং ডিজনির যৌথ উদ্যোগ ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ২০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে ফিফার কাছে এই অঙ্কটি একেবারেই ক্ষুদ্র মনে হয়েছে। রয়টার্সের সূত্রমতে, ফিফা শুরুতে ২০২৬ ও ২০৩০ বিশ্বকাপের জন্য ভারত থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার দাবি করে। পরবর্তীতে দাবি কমিয়ে আনলেও, রিলায়েন্সের ২০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবে তারা এখনও ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। ভারতের আরেক বড় মাধ্যম সনি এই দৌড় থেকে ছিটকে গেছে আগেই। অন্যদিকে, ২০২২ বিশ্বকাপে বৈশ্বিক ডিজিটাল ভিউয়ারশিপের প্রায় অর্ধেক (৪৯.৮%) এসেছিল চীন থেকে। সেখানেও এখনও কোনো প্রকার চুক্তি চূড়ান্ত হয়নি। সাধারণত চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভি অনেক আগেভাগেই স্বত্ব নিশ্চিত করে প্রচারণা শুরু করে, যেমনটা ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে দেখা যায়। তবে এবার সেই চিরচেনা চিত্র অনুপস্থিত।

আগামী ১১ই জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের সম্প্রচার পরিকাঠামো তৈরি এবং বিজ্ঞাপন বিক্রির জন্য হাতে আছে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ। সময় ফুরিয়ে এলেও কেন এই অচলাবস্থা? বিজ্ঞাপন সংস্থা ডেন্তসু ইন্ডিয়ার স্পোর্টস পার্টনার রোহিত পোতফোড়ে পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাতে বেশি সময় নেই। তবে একে আমি এখনও অচল দশা বলব না। এটি অনেকটা দাবা খেলার শেষ মুহূর্তের মতো, যেখানে মাত্র গুটিকয়েক চাল বাকি আছে। অন্যদিকে, রয়টার্সের সূত্রমতে, ভারতে ক্রিকেটের মতো ফুটবলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব এখনও সেভাবে পোক্ত হয়নি। এক কর্মকর্তা স্পষ্ট করেই বলেন, 'ভারতে ফুটবল এখনও একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

ভারতে এই অনীহার পেছনে বড় কারণ হলো সময়ের ব্যবধান। উত্তর আমেরিকায় হতে যাওয়া ম্যাচগুলো ভারতে সম্প্রচারিত হবে মাঝরাতের পর। রিলায়েন্স-ডিজনির মতে, এতে দর্শক সংখ্যা কম হতে পারে। এছাড়া চলমান বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা এবং ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বিজ্ঞাপনের বাজারে মন্দাও বিনিয়োগকারীদের ভাবিয়ে তুলছে।

যে কারণে দেশে হামজা

পোস্ট ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে খেলা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী আকস্মিক সফরে ঢাকায় আসছেন। আজ সন্ধ্যায় তিনি ঢাকায় পৌঁছাবেন এবং প্রায় চার থেকে পাঁচ দিন অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে। এই সফরটি কোনো ফুটবল-সংক্রান্ত কার্যক্রম নয়, বরং ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক (কমার্শিয়াল) কাজে তিনি বাংলাদেশে আসছেন।

ইংল্যান্ডে চলমান ফুটবল মৌসুম শেষ হওয়ায় সাময়িক বিরতির সুযোগে তিনি এই সফরের সময় বের করেছেন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি ফাহাদ করিম জানিয়েছেন, হামজার এই সফর মূলত ব্যক্তিগত। ফেডারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানে না, তবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি কমার্শিয়াল কাজে কয়েকদিন ঢাকায় থাকবেন।

বাংলাদেশ সংবাদ বিশ্লেষণ

এদিকে, আগামী ৫ জুন সান মারিনোর বিপক্ষে বাংলাদেশের জাতীয় দলের একটি ম্যাচ রয়েছে। ওই ম্যাচের জন্য ২৪ মে থেকে দলের অনুশীলন ক্যাম্প শুরু হওয়ার কথা। আগে সিদ্ধান্ত ছিল হামজা সরাসরি সান মারিনোতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে আকস্মিক এই ঢাকায় আগমনের কারণে বাফুফে কর্মকর্তারা তার সঙ্গে আসন্ন ম্যাচসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।

লিভারপুলকে হারিয়ে তিনে ম্যানইউ

পোস্ট ডেস্ক : ম্যাচের ১৪ মিনিটের মধ্যেই দুই গোলে এগিয়ে গেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পাল্টে গেল দৃশ্যপট; প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগে ঘুরে দাঁড়াল লিভারপুল। পরে আরেক গোল করে দারুণ এক জয়ের আনন্দে ভাসল ইউনাইটেড।

ম্যাথুউস কুইয়া ও বেনিয়ামিন শেশকোর গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, দমিনিক সোবোসলাই ও কোডি হাকপোর গোলে সমতায় ফেরে লিভারপুল। পরে দারুণ এক গোলে ব্যবধান গড়ে দেন কবি মেইনু। এ জয়ে ৩৫ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে ম্যানইউ, সমান ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে লিভারপুল।

আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ভেঙে দিল বিসিবি

পোস্ট ডেস্ক : চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল অঞ্চলের ক্রিকেট সংস্থাগুলোর কমিটির ভেঙে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ সোমবার (৪ মে) মিরপুরে বিসিবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত অ্যাডহক কমিটির তৃতীয় সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী বিসিবি নির্বাচন আয়োজনের প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে বোর্ড। নির্বাচনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শিগগিরই একটি নোটিশ দিয়ে সব ক্যাটাগরি থেকে কাউন্সিলর মনোনয়নের আহ্বান জানানো হবে, যা বিসিবি গঠনতন্ত্রের ১২.৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের কমিশন গঠনের অনুমোদন দিয়েছে বোর্ড। এতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) থেকে একজন প্রতিনিধি থাকবেন। বাকি দুজনকে মনোনীত করবে বিসিবি।

রিয়াল মাদ্রিদের প্রস্তাব 'প্রত্যাখ্যান' জিদানের

পোস্ট ডেস্ক : রিয়াল মাদ্রিদে তৃতীয় দফায় কোচ হিসেবে ফেরার প্রস্তাব পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন জিনেদিন জিদান। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের শেষ দিকে ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত 'না' বলেন ফরাসি কিংবদন্তি।

জানা গেছে, জাভি আলোনসোর বিদায়ের পর জিদানকে কোচ হিসেবে ফেরাতে চেয়েছিলেন পেরেজ। তবে জিদান ইতোমধ্যেই দিদিয়ের দেশমের পর ফ্রান্স দলের কোচ হওয়ার পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়ে রেখেছেন। তাই রিয়ালে ফেরা সম্ভব হয়নি তার জন্য।

এদিকে, জানুয়ারিতে আলোনসোর বিদায়ের পর দায়িত্ব পান আলভারো আরবেলোয়া। কিন্তু তার অধীনে প্রত্যাশিত উন্নতি হয়নি। লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে তারা।

চ্যাম্পিয়নস লিগেও হতাশা। কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে। টানা দ্বিতীয় মৌসুম শিরোপাহীন থাকার আশঙ্কায় কোচিং পজিশন আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

স্প্যানিশ মিডিয়ার দাবি, দলের ভেতরের পরিবেশও বেশ উত্তপ্ত। ড্রেসিংরুমে অসন্তোষ বাড়ছে, আর তারকারা যেমন এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এবং জুড বেলিংহামের মধ্যেও মতবিরোধের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমানে নতুন কোচ খুঁজছে রিয়াল মাদ্রিদ। সম্ভাব্য তালিকায় আছেন মরিনহো, দেশম, ক্লপ ও আলেগ্রি।

তবে মরিনহো ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন, রিয়াল মাদ্রিদ থেকে এখনো কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

ভূরাজনীতি : সেন্টার স্টেজে বাংলাদেশ

মোবায়েদুর রহমান

আড়াই মাস হলো বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। এ আড়াই মাসে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছুই সরকারের তরফ থেকে বলা হয়নি। শুধু প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কয়েকদিন আগে জাতীয় সংসদে বলেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হলো, 'সবার আগে বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিই হবে পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের ব্যাপারে কারও দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই। তবে ব্যাপারটিকে এত সরলীকরণ করার সুযোগ নেই। কারণ, আজকের অর্থাৎ ২০২৬ সালের বাংলাদেশ আর সেই আগের অর্থাৎ সত্তরের দশকের বাংলাদেশ নেই। বিশ্ব রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সঙ্গে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে আঞ্চলিক রাজনীতির। এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন এ অঞ্চলের সেন্টার স্টেজে এসেছে। এখন বাংলাদেশের দিকে নজর পড়েছে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের। নজর পড়েছে আঞ্চলিক শক্তি ভারতের। নজর পড়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি চীনের। রাশিয়ারও ইন্টারেস্ট রয়েছে বাংলাদেশে। তবে '৯০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে তার জঠর থেকে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাশক্তির মর্যাদা হারায়। ওই ১৫টি স্বাধীন দেশের অন্যতম হলো বর্তমান রাশিয়া। রাশিয়া আজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে গেছে। সামরিক ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাশিয়া এখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে থাকলেও অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে চীনের অনেক পেছনে পড়ে আছে। তাই আজ দেখা যায়, বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এখন প্রধান দুই অ্যাক্টর হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। এ দুই দেশই বাংলাদেশকে তাদের প্রভাব বলয়ে রাখতে চায়। আর ভৌগোলিক সংলগ্নতার কারণে ভারত সবসময় বাংলাদেশের ওপর প্রভুত্ব বজায় আগ্রহী। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন এশিয়া তথা ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। কত গুরুত্বপূর্ণ এ অবস্থান, সেটি আমি কিছুক্ষণ পরে আলোচনা করব। অথচ স্বাধীনতার ঊষালগ্নে বাংলাদেশ পরাশক্তিদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এ ব্যাপারে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যুগান্তরের পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করছি। ১৯৯৬ সালের একেবারে গোড়ার দিকে মার্কিন দূতাবাস আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের তৎকালীন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এক কাপ চা খাওয়ার দাওয়াত করে। তখন আমি দৈনিক 'ইনকিলাবের' বিশেষ সংবাদদাতা এবং নিয়মিত কলামিস্ট। যথারীতি সেখানে যাই। আমাকে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে তিনজন সুধীকে দেড় মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। আমি রাজি থাকলে যেন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। সেখানেই জানলাম, ওই তিনজনের আরেকজন হলেন সাবেক সচিব মরহুম শাহ আবদুল হান্নান। আমি ওই দাওয়াত কবুল করি এবং ১৯৯৬ সালে দেড় মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর করি। এটিই ছিল আমার প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর। উল্লেখ করা যেতে পারে, আমি কোনোদিন কোনো দূতাবাসে যাইনি এবং এখনো যাই না। কোনো আচার অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেলে সেটি ভিন্নকথা।

মার্কিন দূতবাসে প্রাথমিক আলাপে অনেক কথাই হয়। আমি প্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞাসা করি, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব কতখানি? তখন রাষ্ট্রদূত তার পেছনে টাঙানো বিশ্বমানচিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি ছড়ি দিয়ে তিনি বাংলাদেশ দেখান এবং বলেন, তোমাদের দেশ কত ছোট এবং কত অনুন্নত। মার্কিন সরকার যেসব দেশকে প্রায়োরিটি দেয়, তার মধ্যে বাংলাদেশ পড়ে না।

তারপর ৩০ বছর পার হয়েছে। সেদিন আর নেই। আগেই বলেছি, বাংলাদেশ এবার সেন্টার স্টেজে এসেছে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বাংলাদেশের এত গুরুত্ব। বাংলাদেশ এখন একটি দক্ষিণ এশীয় দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ না হয়েও দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল হলো বাংলাদেশ। এটিই হলো বাংলাদেশের নবলব্ধ ভূরাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত গুরুত্বের কারণ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে যায়।

২.

একুশ শতকের শুরু থেকেই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের পলিটিক্যাল রাডারে রয়েছে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাদের এ ভূমিকায় একটি কার্যকর ইনস্ট্রুমেন্ট ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ। এ তিন শক্তি মিলে সিদ্ধান্ত করে, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' জন্য বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় বসাতে হবে। এবং তাই করা হয়। তখন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখছিল। তাই ওই নির্বাচনের পর ভারত আপার হ্যান্ড পায় এবং হাসিনার সরকারও ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতের চরণ তলে নিজেকে বিসর্জন দেয়। যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশে ভারতের প্রভুত্বকে মেনে নেয়।

২০১২ সালে বারাক ওবামা দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনকে পছন্দ করতেন না; কিন্তু ভারতকে খুশি রাখার জন্য তিনি খামোশ থাকেন। কিন্তু ২০২১ সালে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ পয়েন্টে বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে হাসিনা সরকারের বিরোধ শুরু হয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে এতটা গুরুত্ব দেন যে, আওয়ামী লীগ ঠারে ঠুরে বলতে থাকে যে, পিটার হাস বিরোধী দলকে সমর্থন করেন।

২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পর বাংলাদেশের রাজনীতি এবং ভূরাজনীতিতে ইউটার্ন ঘটে। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান প্রফেসর ইউনূসকে মার্কিনপন্থি মনে করা হলেও বিপ্লবের স্পিরিট মোতাবেক তিনি বাংলাদেশকে ভারতের আধিপত্যবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বার্থে ড. ইউনূসের অর্থনৈতিক দর্শন মোতাবেক বঙ্গোপসাগর এবং ভারতের সেভেন সিস্টার্স ড. ইউনূসের কাছে উন্নয়নের সিঁড়ি বলে প্রতিভাত হয়। তিনি প্রকাশ্যেই বলেন, বঙ্গোপসাগরের প্রধান পাহারাদার হলো বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগর থেকে সেভেন সিস্টার্স হয়ে চীনের কুনমিং পর্যন্ত হবে উন্নয়নের মহাসড়ক। এ ফর্মুলা তিনি চীন সফরকালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিং পিংয়ের কাছে তুলে ধরেন। ধারণা পাওয়া যায়, চীনের কাছে ড. ইউনূসের এ অর্থনৈতিক দর্শন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

ওদিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের প্রভাব দূরীভূত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র নাখোশ হয়নি। তবে এবার আর তারা বাংলাদেশকে ভারতের চোখে না দেখে সরাসরি নিজেদের লেন্স দিয়ে দেখতে শুরু করে। এর ফলে অবধারিতভাবে বাংলাদেশকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভেতর স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে খুব বেশি করে চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। চীন এ এলাকায় তথা ভূরাজনীতিতে নিজের প্রভাববলয় বৃদ্ধি করার জন্য 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ', সংক্ষেপে 'বিআরআই' প্রমোট করা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রও পালটা 'ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই 'বিআরআই'-এ যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বারবার চাপ দিলেও বাংলাদেশ মার্কিন মডেলের ইন্দো প্যাসিফিকে যোগ দেয়নি।

৩.

যুক্তরাষ্ট্র এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে ওয়ান-টু-ওয়ান পলিসি গ্রহণ করেছে। এ পলিসি তারা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, ক্রিস্টেনসেনের আগে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসে সিনিয়র কূটনীতিক হিসাবে কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে তার ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে তার নিয়োগের কনফার্মেশনের জন্য সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটিতে যে শুনানি হয়, সেখানে তিনি যে সাক্ষ্য দেন, সেখানে কথাগুলো বলেন একেবারে সরাসরি। সাক্ষ্যের এক স্থানে তিনি বলেন, (বাংলা অনুবাদ) 'এ মাসে (অক্টোবর ২০২৫) বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চীন থেকে ২০টি জে-১০ জঙ্গিবিমান কেনার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। তারা ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং রাডার ক্রয়েরও চুক্তি অনুমোদন করেছে। এগুলো যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে চীনের ওপর বাংলাদেশের সামরিক নির্ভরতা আরও গভীর হবে, যেটি আমরা ঠেকাব কীভাবে?'

বাংলাদেশের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র কী চায়, সেটি ওপরের এ সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার। কিন্তু চীনও বসে নেই। ভারত তিস্তা পানিবণ্টন ইস্যুকে দশকের পর দশক ঝুলিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল যাতে শুষ্ক না হয়, তার জন্য তারা তিস্তা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার আগ্রহ দেখিয়েছে। তিস্তা প্রজেক্ট শুধু একটি বাঁধ নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং সেটিকে ঘিরে উত্তরাঞ্চলে তিস্তাসংলগ্ন একটি মহানগরীসম জনপদ গড়ে উঠবে।

শেখ হাসিনার আমলে এ প্রজেক্টে বাগড়া দিয়েছে ভারত। ড. ইউনূস চীনকে এ প্রজেক্ট দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের বলেছেন, এতবড় একটি প্রজেক্ট তিনি তাদের না দিয়ে বিষয়টি নির্বাচিত সরকারের জন্য অপেক্ষমাণ রাখছেন। নির্বাচনের আগে চীন সফরের সময় মির্জা ফখরুল বলেছিলেন, ক্ষমতায় গেলে চীনের সহায়তায় তারা তিস্তা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করবেন। নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে দুই-তৃতীয়াংশের মতো বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায়।

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশে আসার পরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করতে চায়। আবার ওইদিকে চীন ও পাকিস্তান থেকে জে-১০ ও জে-১৭ থান্ডার, ক্ষেপণাস্ত্র ও রাডার কেনার আলোচনাও চলমান। তবে এ সরকারের আমলে সেই আলোচনা চলমান কি না জানা যায়নি।

বাংলাদেশে চীনের প্রবল উপস্থিতি ভারতের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল উপস্থিতি ভারতে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, সেটি এখনো জানা যায়নি। বাংলাদেশকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের আতিশয্যকে যদি বাংলাদেশ মূল্য না দেয়, তাহলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, জাপান ইত্যাদি দাতাসংস্থা এবং দাতাদেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতোমধ্যেই ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আইএমএফ-এর কিস্তির টাকা প্রদান আটকে গেছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী খালি হাতে ফিরে এসেছেন।

সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। কাজটি খুব কঠিন। তবে এ সরকারের মাত্র আড়াই মাস পার হয়েছে। এখন এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট মন্তব্য করা হবে Too early and prematured.

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Immigration lawyers' association warns earned settlement ILR plans

Post report : The Immigration Law Practitioners' Association (ILPA) last week published a new briefing paper that raises concerns about the Government's proposed "earned settlement" policy, describing it as "largely without precedent" in both domestic and international contexts.

The paper was produced on behalf of ILPA by Bernard Ryan, Professor of Migration Law at the University of Leicester, with contributions from a range of immigration lawyers and other academics. It notes that the Government's plans for a ten-year baseline qualifying period for settlement/indefinite leave to remain (ILR) would be unprecedented for the UK and far longer than in the vast majority of comparable countries.

It states: "In the European Union, the Long-Term Residents Directive (2003) requires Member States to grant long-term resident status to third-country nationals after five years' lawful residence. In Australia and the United States, nearly half of those obtaining rights of permanent residence – through family connections, skills or otherwise – do so from the outset, without any qualifying period of residence. Canada provides for permanent residence from the outset for family members and many skilled workers, and after one year's employment in other cases. In New Zealand, permanent residence can be obtained from family and work and family categories after two years' residence."

Among European countries, only Switzerland has a similar ten-year residence requirement, while Denmark has a slightly shorter eight-year standard qualifying period for non-EEA nationals.

Under the earned settlement plans as first set out in last November's A Fairer Pathway to Settlement policy paper, the ten-year baseline could be reduced to 3 years in certain cases, such as for higher earners, but extended to as much as 15 years for those in lower-skilled occupations. ILPA's paper states: "There is no precedent we know of, either in past practice, or in comparable countries, for the extensive variability in qualifying periods as is contemplated in the earned settlement plans."

Refugees face a 20-year residence requirement. Comparing this with other countries, the paper highlights: "In the EU, the 2003 Long-Term Residence Directive was extended to beneficiaries of international protection in 2011, which entitles them to long-term resident status after five years' residence. … In Ireland - which is not covered by the EU Directive - since 8 December 2025, individuals granted international protection have been eligible to apply for citizenship after five years' post-recognition residence. In Canada, all protected persons – Convention refugees and others granted humanitarian protection – are eligible for permanent visas, without a qualifying period. The same is the position in New Zealand for those recognised as refugees and protected persons. In the United States, individuals granted asylum after entry are eligible to apply for a lawful permanent residence after one year's physical presence."

The briefing also draws attention to the proposals mandatory minimum earnings thresholds. It notes that the plans would, "for the first time," require applicants to demonstrate annual earnings of at least £12,570 over a period of years as a condition of settlement. It suggests the measure "has the potential to exclude many individuals from permanent residence," including those in households with sufficient overall resources but without an individual income meeting the threshold.

The paper further notes the plans around recognising voluntary contributions in the settlement process echo similar "active citizenship" proposals from the Labour government in 2008, when additional residence requirements were suggested for those who did not meet certain civic participation criteria. Those plans were ultimately dropped after "deep unease" expressed by the voluntary sector. ILPA's paper says it unclear why this idea should be any more viable this time round.

Concerns are raised about the Government's intention to retrospective apply the plans, noting it would be at odds with the consistent approach over the past 15 years, which has been to protect those already in the UK from changes made to the categories they are in.

To illustrate this, the briefing paper points to a series of past changes across visa routes. For example, when the qualifying period for partners was increased from two to five years in 2012, and when the minimum income requirement was later raised, individuals already within the affected routes were allowed to continue under the previous thresholds. Similar protections were applied in work routes, including changes to salary requirements for skilled workers and investment thresholds for investor visas, where those already admitted were permitted to extend their stay and qualify for settlement under earlier rules. According to the paper, these examples demonstrate a longstanding policy practice of avoiding retrospective disadvantage - an approach that the current proposals would depart from.

Home Office extends call for evidence on new asylum appeals body

Post report : The Home Office has today launched a call for evidence on its plan to create a new independent appeals body staffed adjudicators as part of its reforms to the asylum system. Submissions are open until 11.59pm on 22 April 2026.

The plan to replace the replace First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) with a new appeals body was first announced last year. Last week, the Lady Chief Justice remarked, however, that the judiciary was still waiting to be told "what the plan is, what the timeline is, and what the proposals are."

Responses to today's call for evidence are invited from individuals and organisations with experience or expertise in the immigration and asylum appeals system, including legal professionals, regulators, charities, public services and researchers.

The Government says submissions will be used to shape the detailed design of the new appeals body and its role within the reformed asylum system.

The consultation is structured around seven themes, including access to justice and procedural safeguards, the use of expert evidence, adjudicator recruitment and training, case management, hearing methods and digital processes, compliance and timeframes, and arrangements for accountability and oversight.

Within these areas, the Government is seeking detailed input on how to ensure fair access to legal advice, representation and practical support such as interpreters, and how to accommodate vulnerabilities through procedural adjustments. It also asks how expert evidence, including medical and country information, should be commissioned, quality-assured and used, including whether a shared body of expert material could improve consistency. On resourcing, views are invited on recruitment criteria, safeguards and training for adjudicators drawn from a wider range of professional backgrounds, as well as how they should access legal expertise.

Further questions cover whether different case types require specialist processes or hearing models, and the balance between paper-based, remote and in-person hearings, including the technology and infrastructure needed to support them. The consultation also seeks views on compliance with timeframes, measures to improve engagement and reduce delays, and how cases should be prioritised, including expedited appeals in certain circumstances. Finally, it asks what mechanisms should be put in place to ensure accountability, transparency and effective oversight of the new body, including whether external regulation or an ombudsman model would be appropriate.

Asian Catering Federation Gala Celebrates Top 100 Asian Restaurants

Post Report, London, 30 April 2026: The Asian Catering Federation (ACF) hosted its flagship gala at the Palace of Westminster, unveiling the Top 100 Asian Restaurants in the United Kingdom 2026. The event brought together Members of Parliament, industry leaders, entrepreneurs and hospitality professionals for an evening that blended celebration with calls for urgent policy reform.

The programme was anchored by BBC presenter Samantha Renold, who guided the evening's proceedings and introduced speakers and award recipients.

MPs Commend Industry's Economic and Cultural Impact

Sarah Olney MP, Liberal Democrat Spokesperson for Business, formally welcomed guests to the Palace of Westminster. She praised the resilience and innovation of the UK's Asian restaurant sector, acknowledging its vital contribution to local economies and national cultural life.

Rushanara Ali MP delivered a keynote address, telling attendees:

"It is wonderful to see everyone here. This industry means so much to all of us."

She thanked Yawar Khan, Chair of the Asian Catering Federation, for his leadership and urged restaurant owners to engage directly with their MPs.

"Conversation starts with your Member of Parliament," she said. "This industry is worth £4 billion to the economy — the benefits are huge, both economically and culturally."

Ali highlighted the importance of South Asian cuisine to Britain's identity, referencing Brick Lane as one of the original centres of curry culture in the UK.

Industry Leaders Share Success, Concerns and Calls for Action

ACF President Warns of Shifting Policies

Yawar Khan, President of the ACF, opened the evening by highlighting staffing shortages and shifting government policies. He warned that "the goalposts keep moving," making it increasingly difficult for restaurants to operate sustainably.

Cobra Beer: 35 Years of Partnership

Samson Sohail, Director of Cobra Beer, reflected on his 35–year journey with the brand.

"You are all successful businesspeople," he said. "I am proud to be associated with this industry."

He referenced the success of Sanjay Anand MBE, Chairman of Madhu's Group, as an example of determination and excellence. Sohail quoted Albert Einstein:

"Try not to be a person of success but become a person of value."

Workforce Crisis Raised by Work Permit Cloud

Lutfur Rahman, CEO of Work Permit Cloud, delivered a stark warning about immigration rules affecting the sector.

"Since July, not a single skilled chef application from the curry industry has been processed," he said.

He criticised Home Office guidance that takeaway chefs are now classified as "cooks," making them ineligible for skilled worker visas. He also raised concerns about settlement route changes, urging the industry to begin coordinated campaigning.

Bangladesh Caterers Association Speaks Out

Oli Khan MBE, Chair of the Bangladesh Caterers Association (BCA), also addressed the audience. He praised the dedication of restaurateurs across the UK while stressing the need for unified lobbying to protect the future of the curry industry.

Kingfisher Reaffirms Long-Standing Support

Shaun Goode, CEO of Kingfisher, thanked the Federation and reaffirmed the brand's commitment to supporting the sector.

Entrepreneurial Success: Bombay Pizza Expands Nationwide

Apprentice Runner Up and Entrepreneur Anisha Khan, founder of Bombay Pizza, shared her business journey.

"Bombay Pizza is going very well," she said. "We now have more than one locations, we're franchising, and we can deliver nationwide."

She revealed plans for rapid expansion, with six more sites in development, emphasising cost–effective growth and innovation.

London Bangla Press Club President Tareq Chowdhury also spoke on this occasion .

Awards Presented by MPs and Industry Leaders

The award ceremony was jointly presented by:

* Rushanara Ali MP
* Anisha Khan
* Emma Foody MP, Member of Parliament for Cramlington and Killingworth

Together, they handed over crests and certificates to the winners of the Top 100 Asian Restaurants in the UK 2026.

TOP 100 Asian Restaurants in the United Kingdom 2026 — Winners include

Restaurant Location
Itihaas Dalkeith, Edinburgh
The Radhuni Loanhead, Edinburgh
TYGA Manchester
Maha Bharat Kingsbridge
Lal Qila Tandoori Cramlington
My Delhi Newcastle
Delhi 6 South Shields
Akbars Bradford
Akbars Birmingham
Shezan Indian Cuisine Edinburgh
The Zen Lytham St Anne
Eastern Eye Newton-Abbott
The Bombay Swanley
Achari Bristol
Cinnamon Square Hildenborough
Babaji Sunderland
Spice I Am Worthing
Miso Asia Petersfield
Kebabish Original Blackburn
My Indian Ammanford
iNaga Bromley
Kasa & Kin Soho
Light of Bengal Aberdeen
Sushi Mami Manchester
Peace Garden Manchester
Benares Berkeley Square
Tarana Turners Hill
Namaaste Kitchen Camden
Laksamania Hertfordshire
Med Salleh Kopitiam Fitzrovia, London
Panas by Sujan Katuwal MBE London
Charcoals Glasgow
Loyalty Events National

A Night of Celebration and a Call for Unity

The gala concluded with applause for the Top 100 winners, but the message from the evening was clear: while the Asian restaurant sector continues to thrive creatively, it faces mounting pressures that require urgent government engagement.

The Asian Catering Federation reaffirmed its commitment to advocating for the industry and ensuring that the UK's rich culinary diversity continues to flourish.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

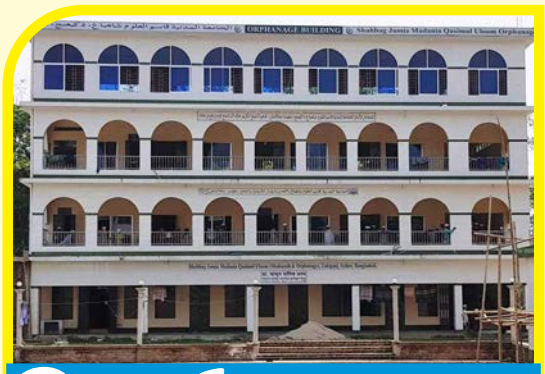

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1082 ◆ Friday 08 May - Thursday 14 May 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

শেষ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইরান যুদ্ধ!

পোস্ট ডেস্ক : পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ শেষ করতে একটি সমঝোতা স্মারক নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। ফলে শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ।

মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের একটি সূত্র, দুইজন মার্কিন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি সূত্র।

প্রতিবেদনে সূত্রগুলো জানায়, উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ করতে এক পাতার একটি সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম) নিয়ে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে।

পাকিস্তানি সূত্রের ভাষায়, 'আমরা খুব শিগগির যুদ্ধ শেষ করতে যাচ্ছি। আমরা খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

অ্যাক্সিওসের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বাস করছে যে তারা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে এক

পাতার একটি সমঝোতা স্মারকের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। এর আগে হরমুজ প্রণালিতে চলমান মার্কিন নৌ মিশন 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' সাময়িকভাবে স্থগিত করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

অ্যাক্সিওস জানায়, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইরানের প্রতিক্রিয়া পাওয়ার আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

১৪ দফার সমঝোতা স্মারক

এক পাতার এই ১৪ দফার সমঝোতা স্মারকটি মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশন এবং ইরানের কয়েকজন কর্মকর্তার মধ্যে সরাসরি ও মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনা করে তৈরি করা হচ্ছে।

বর্তমান খসড়া অনুযায়ী, এই স্মারকের মাধ্যমে অঞ্চলটিতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। একই সঙ্গে একটি বিস্তারিত চুক্তির জন্য ৩০ দিনের আলোচনার সময় নির্ধারণ করা হবে।

এই আলোচনায় হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে জানা গেছে।

চুক্তির আওতায় ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমে --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে ১ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪০৪

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গত এপ্রিল মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০৪ জন নিহত ও ৭০৯ জন আহত হয়েছেন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনার এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।

এই সময়ে দেশে সাতটি নৌ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে চারজনের মৃত্যু ও ১১ জন আহত হয়েছেন। রেল পথে ৩৪টি দুর্ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু ও ১৭ জন আহত হয়েছেন। তবে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে মোটরসাইকেল।

দেশির ৯টি জাতীয় দৈনিক, ১৭টি জাতীয় ও আঞ্চলিক অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।

লন্ডনে রেইনবো চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের ৬ সিনেমা

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনের রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের ৬টি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। আগামী ১৭ মে পূর্ব লন্ডনের জেনেসি সিনেমা হলে শুরু হবে এ উৎসবের ২৭তম আসর। চলবে ২৩ মে পর্যন্ত। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে ১০টি দেশের ২৫টির বেশি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হবে সুমন --১৭ পৃষ্ঠায়

রণক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ

পোস্ট ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়াও আহত হয়েছেন শতাধিক। দফায় দফায় সংঘর্ষ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সদ্য বিজয়ী বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথকে বুধবার রাতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া এলাকায় চলন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে অন্তত চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। এই হামলায় চন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকা

বুদ্ধদেব বেরাও আহত হয়েছেন। ঘটনাটি রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাতে চন্দ্রনাথের গাড়ির পিছু নেয় দুর্বৃত্তরা। মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া এলাকায় --১৭ পৃষ্ঠায়

ঢাকার রাস্তায় স্টিয়ারিং হাতে তারেক রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সচিবালয় থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আগারগাঁও 'বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে' একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় গাড়িতে পাশের সিটে ছিলেন তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সচিবালয়ের অফিস থেকে রওনা দিয়ে চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে যান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক ভিডিওতে দেখা

যায়, সন্ধ্যার পর সচিবালয়ের অফিস থেকে বের হন প্রধানমন্ত্রী। এরপর স্ত্রীকে পাশের সিটে বসিয়ে নিজেই বসেন ড্রাইভিং সিটে। বৃষ্টিভেজা সড়কে দক্ষ হাতে গাড়ি চালিয়ে রওনা হন চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে।

পথে সিগন্যাল মেনে --১৭ পৃষ্ঠায়

সিএনএনের প্রতিষ্ঠাতা টেড টার্নার আর নেই

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন সংবাদমাধ্যম ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্কের (সিএনএন) প্রতিষ্ঠাতা টেড টার্নার মারা গেছেন। বুধবার (৬ মে) আটলান্টায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস --১৭ পৃষ্ঠায়

Asia	Cow	Cow Share	Sheep
Bangladesh	£560	£80	£135
Pakistan	£385	£55	£135
Kashmir	£385	£55	£135
Afghanistan	£385	£55	£135
Rohingya (Burma)	£560	£80	£135
Sri Lanka	£385	£55	£135
India	£175	£25	£135

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk